জৈন ধর্ম
ও
সংস্কৃতি

অশোক কুমার রথ

বিষয় সূচী

অধ্যায়	:	বিষয়
প্রথম	:	জৈন ধর্ম ও তাহার বৈশিষ্ট
দ্বিতীয়	:	পার্শ্বনাথ
তৃতীয়	:	বর্দ্ধমান মহাবীর
চতুর্থ	:	কলিঙ্গ পার্শ্বনাথ ও মহাবীর
পঞ্চম	:	জৈন সম্রাট খারবেল
ষষ্ঠ	:	মধ্যযুগীয় ওডিশার জৈন ধর্ম
সপ্তম	:	মধ্যযুগীয় ওডিশার জৈন কলা
অষ্টম	:	জৈন কথা সাহিত্য
নবম	:	জৈন পুরাণ
দশম	:	জৈন সাহিত্য ও যক্ষপূজা
একাদশ	:	মন্দির ও মূর্তিদের উতপতি
দ্বাদশ	:	জৈন ধর্ম ও চিত্রকলা
ত্রয়োদশ	:	ওডিণার জৈন মন্দির

" অমৃতস্য চিদান্নদরূপস্য পরমাত্মনঃ
নিরঞ্জনস্য সিদ্ধস্য ধ্যানং স্যাত রূপবর্জতিং ॥"

আচার্য্য হেমচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

জৈন ধর্ম ও তার বৈশিষ্ট্য

বিশ্বর প্রাচীনতম ধর্ম মধ্য জৈনধর্ম অন্যতম । জিন শব্দর অর্থ রাগদ্বেষান বা কর্মশতৃন জয়তীতি জিনঃ - রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি ও কর্ম শতৃকে জয় করবা ব্যক্তি হিঁ পদবাচ্য । জিনদের প্রচারিত ধর্ম জৈনধর্ম । জিনদের অর্হত,অর্হন্ত,অরিহন্ত ও তীর্থ নাম মধ্য অভিহিত । প্রাচীনকালতে ভারততে জৈনধর্ম প্রভাব ও প্রতিপতি বিভিন্ন প্রমাণতে সুবদিত । বৌদ্ধধর্মথিকে জৈনধর্ম উতপ্ন বোলে কত তদবিদ বিবেচনা করে বরং জর্মানী বিশিষ্ট বিদ্বান জাকোবি এই মত খণ্ডন করে । জাকোবি মততে (১) বৌদ্ধ ধর্ম আবির্ভাব পূর্বথিকে জৈনধর্ম অস্তিত্ব ছিল । বৌদ্ধধর্ম সদৃশ জৈনধর্ম মধ্য বৈদিক ধর্মর বিপ্লব এক প্রতীক । খ্রী:পূ ৩০০০ বষর থিকে সিন্দুনদী উপত্যকাতে জুন সভ্যতা অভুদয় হয়ছিল তাই মুখ্যতঃ হরপা ও মহেঞ্জোদারো ভূখননতে জ্ঞান হয় । সেই আবিষ্কৃত কায়োসর্গ ও ধ্যান মুদ্রাতে কত নগ্ন পুরুষ মূর্ত্তি সার জন মারসল ২) এবং সার মরযিমোর হুইলর ৩) আদি প্রত্নতত্ববিত জৈনতীর্থর ভাবে চিহ্নিত করিল ততকালীন ভারতের জৈনধর্ম প্রচলিত অনুমেয় । এহাপর বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ মধ্য জৈনধর্ম নূতুন রূপে আভিরভাব হএ বিস্তার লাভ কল ।পরকাল জৈনধর্ম প্রবৃতি ও নিবৃত মূলক মার্গ রহিবা অনুমতি হয় । এ দুইটি মার্গ লক্ষ্য ছিল মোক্ষ । উক্ত উভয় মার্গমধ্য পন্থানুগামী ছিল শাক্য মুনি বুদ্ধ,জৈন ধর্মর শেষ সংস্কারক । সে নিজেকে এক জিন রূপে অভিহিত করেচিল । এই মধ্যম পন্থা হিঁ তাকে লোকপ্রিয় করবা সহায়ক হয় ।

ভারতর ইতিহাস ও সংস্কৃতি সহ জৈনধর্ম অনেকভাবে জডিত ।তাই বিশ্লেষণ কলে বহুতথ্য লোকলোচনকে আসবে । জৈনধর্ম বৈশিষ্ট স র্ক অবগত হলে উক্ত ধর্মর ঐতিহাসিক ভিতিভূমি অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক । এই ধর্মর অভুদয়, প্রসার, প্রাধান্য তথা দেশর পর রা ,সংস্কৃতি , ইতিহাস,ভুগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় অধিক গবেষণা কলে বহুতথ্য উদঘাটিত হতেপারে । জৈনধর্ম আদি তীর্থ রুষি মন্ত্র দ্রষ্টা ৈদিক রুষির সমসাময়িক বোলে জৈনদের ধারণা আছে । বৌদ্ধধর্মর কত প্রচারক মততে জৈনধর্মবৌদ্ধধর্মথিকে উদভুত । কিন্তু এসব মত অযৌতিক মন হয় । তবে জৈনধর্ম দর্শন বৌদ্ধধর্মর দার্শনিক সিদ্ধান্ত থিকে প্রাচীনতম বোলে প্রমাণ করবা কুনু শাস্ত্র অদ্যাপি গবেষক হস্তগত হএনি । সিদ্ধান্ত অথবা মত বিশেষ মূল্যনির্দ্ধারণ করবা নিমন্তে দুটি মানদণ্ড আবশ্যক যথা : ঐতিহাসিক এবং তর্ক অথবা অনুভূতি সম্বন্দীয় । .তিহাসসক প্রমাণ বলে কুনু মত বা সিদ্ধান্ত উতপতি কালে প্রগতির অনুকূল বা প্রতিকূল উপনীত হয় । অনুভূতি মূলক উপাদান দ্বারা মানব জাতির সর্বকালীন অনুভব নিণিত হতেপারে ।

মনুষ্যর অনুভূতি অভিবৃদ্ধি সংগে সংগে উক্ত মতবাদ ব্যাখ্যাকারী সিদ্ধান্ত গুন পরিবর্ত্তন হবা স্বাভাবিক ।কারণ দারওন বিবাদ পূর্বক প্রতিপাদিত সৃষ্টি সম্বন্দীয় সিন্দান্ত আধুনিক বিদ্বান ধারণা বহিবৃত ছিল । তাদের মুক্যতঃ বাহ্যদর্শী ছিল । বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটণাবলী আধার উপরে তাদের ইষ্টদেবতামানঙ্কপ্রভাব অনুভূতি হএ । তদবিদ আচার্য্যমানঙ্ক মততে এই শক্তিগুণ অধিক সন্মানিত । রুগবেদ আর্য্যদের এই বিশ্বাস অকৃতিম অভিব্যক্তি দেখাযাএ । কিন্তু কালক্রমে বৈদিক ধর্মমততে এই সরলতা ও ভাবপ্রবণতা বিলুপ্ত হএ পুরোহিতদের স্বার্থসাধন উদ্ধেশ্যতে বিবিধ যঞ্জানুষ্ঠান তথা দক্ষিণাদির

অবতারণা করবা সম্ভব । ক্রমে পুরোহিত এই জঞ্জ বিধানকে জটিল কলে তথা যজ্ঞনুষ্ঠান নিমিত তাদের সাহায্য ও সহযোগ অপরিহার্য্য বোলে প্রতিপাদন কলে । তাদের ততিক নই , বিতশালী লোকের প্রচুর অর্থ অন্যান্য দ্রব্য দান স্বরূপ আদায় করিতাদের স্বর্গলাভ করি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রতারণা করে । তাদের এক ভ্রান্ত ধারণা দিল যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তি ক্তপসিত অধ্যাত্মিক পল লাভ করে ।

বৈদিক মত পরিদ্বেষক আর্য্যদের ভক্তি ভাবনা বিহ্বল হএ দেবতাদের স্তুতিগান কল । কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবা সংগে সংগে ভক্তি স্থান অনুষ্ঠান দ্বারা অধিকৃত হতে লাগল । এহাদ্বারা আর্য্যদের উপাসনা পদ্ধতি ও যজ্ঞানুষ্ঠান কার্য্যতে দেবতা প্রধান্য বিলুপ্ত হএ ব্রাহ্মণদের অপ্রতিহত প্রভাব দৃঢ়িভুত হএ । কেবল মাত্র বৈধানিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা যজমান অভীষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করতে পারবে বোলে সংকীর্ণঞ্চমনা স্বার্থশষড়ঁৈষী ব্রহ্মণ তথা পুরোহিত বিধান কল । অতএব বৈদিক কর্মকাণ্ড গুন দুর্বোধ বিধিবিধান কার্য্যকারী করবা হিঁ মনুষ্যর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও কর্তব্য বোলে বিবেচনা হল । বহু দেবাদেবী অস্তিত্ব, বিবিধ কর্মকাণ্ড , হিংসাত্মক ও ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান, হিংসাদ্যোতক জীববলি প্রথা , জাতি ও গোষ্ঠী ভেদভাব , নানা অবান্তর রীতিনীতি তথা পুরোহিত বর্গ প্রাধান্য মধ্য আবদ্ধ হএ বৈদিক ধর্ম ও সমাজ জটিল হতে লাগল । জনসাধারণ ধর্ম নামতে নানা কুসংস্কার এবং অন্দবিশ্বাস বশবর্তী হএ ।

এমতন পরিস্থিতিতে সম্বন্দীয় যে কৌণসি ক্রিয়াকলাপ বৈদিক পরংপরা প্রতিকূল হবা অনিবার্য্য । ব্রাহ্মণ্য যুগতে প্রতিপাদিত কর্মমাণ্ড বাহুল্য দ্বারা সমাজতে ক্রমে ধর্ম বিপ্লব সূত্রপাত হল । এই প্রতিক্রিয়া দার্শনিক ও নৈতিক

দিগতে প্রসারিত হবা দ্বারা বৈদিক যাগ যজ্ঞ প্রধান্য হ্রাস পাতে লাগল । ব্রাহ্মণ্য যুগ প্রতিকূল দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া পরোক্ষ দৃষ্টান্ত উপনিষদ মিলে । । উপনিষদর প্রণেতাগণ বহু দেব দেবীথিকে আমাদের দৃষ্টি পরাহত করাএ এক আত্মা উপরে আমার বিশ্বাস অটল রাখাবা সক্ষম হল । নৈতিক ক্ষেত্রতে উপনিষদ রুষিদের আমাকে কর্ম কাণ্ড অসারতা স র্ক কত সূচনা দিএছে । উদাহরণ স্বরূপ মূণ্ড়ক উপনিষদ লিখিত আছে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা জীববলি দ্বারা মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হএনা ।

প্লবা দ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা ....

.....

এতচ্ছেয়ো য়ে প্রবেদয়ন্তি মূঢা

জরামৃতুং তে পুনতে বাপিয়ন্তি । (৪)

অর্থাত বৈদিক যাগ-যজ্ঞদি কেবল ছলনাপূর্ণ শিল্প চাতুরী । যুন অজ্ঞদের এই উপরে আস্থা পোষণ করে তাদের জরা ও মৃত্যু মুখতে বারম্বার পতিত হএ । মাত্র সমস্ত উপনিষদ প্রণেতা এই মতবাদ পরিপোষক ছিল । কারণ অনেক উপনিষদ যথা : কেনোপনিষদ , প্রশ্নোপনিষদ, কঠোপনিষদ, চ্ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫)ব্রাহ্মণ ধর্মর সার্বভৌম প্রভাব স্বীকৃত হএ । কিন্তু কেবল মোক্ষ প্রার্থী দৃষ্টিকোণতে হিঁ উপনিষদ কর্মকাণ্ড নিন্দা করাগেছে । (৬) দর্শনতে উপনিষদগুণ প্রত্যক্ষ অনেকেশ্বর বাদর বিরোধ করেনা আধুনিক রাজনৈতিক ভাষাতে বিচার কলে উপনিষদর স্বর সংস্কারবাদী ছিল , ক্রান্তিবাদী নই । কিন্তু এ সময়তে জন সাধারণ কর্মকাণ্ড জটিলতা ক্ষুণ্ণহএ ।রাজনৈতিক বাতাবরণ আমূলচূল পরিবর্ত্তন দাবী করল । নানা অনীতি, অনাচার ও কুসংস্কার মধ্যতে বৈদিক ধর্ম ও সমাজ কলুষিত হতে কত চিন্তাশীল ব্যক্তি

ধর্ম ক্ষেত্রতে সংস্কার নিমন্তে এক আধ্যাতমিক আলোড়ন সৃষ্টি কল । এই সংস্কার মূলক তথা বৌদ্ধিক বিপ্লব মধ্যতে বিভিন্ন মতবাদ অভুদয় হএ । পরিণামততকালীন ভারত সৃজনশীল বিচারক ও প্রচারক বৈদিক দার্শনিক ও নৈতিক বিচার পরংপরা প্রতিকূল হল ।

এই প্রচারকরা যে কুনু প্রকার প্রাচীন অন্দবিশ্বাস গুন দূর করবা সচেষ্টা হল । এই নূতন শ্রেণী চিন্তক মধ্যমংখলি গোষাল নিয়তি বাদ (সংসার বিশুদ্ধি) (৭) পূরণ কসসপ অক্রিয় বাদ (৮) অজিত কেশ কম্বলিন উচ্ছেদ বাদ (৯) পকুধ কাত্যায়ন ককুধ খশথ্যায়ন শাশ্বত বাদ অথবা সতকায়বাদ (১০) এবং সঞ্জয় বেলঠিপ বিপক্ষ বাদ অথবা অজ্ঞান বাদ র (১১) প্রচার করল । কিন্তু তাদের রূঢ দার্শনিক চিন্তাধারা এবং ক্লিষ্ট ধর্মতপ্বেদেশ সর্ব সাধারণ পাইঁ অবোধ হল । কত ক্রান্তিকারী বিচারক দৃষ্টি কোণ ভাবাত্মক ও সর্জনাত্মক মধ্য ছিল । তাদের ব্রাহ্মণ যুগর অন্দানুকরণ বিলোপ সাধন করে এক নবীন সূর্য্য উদয় স্বাগত কল । তাদের উদ্ধেশ্য ছিল সমাজর নৈতিক পৃষ্টভূমির আমূলচুল পরিবর্তন , সংস্কার তথা নবীকরণ । এই প্রকার চিন্তক ছিল জৈনধর্মর প্রচারক ভগবান মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মর প্রবতক ভগবান বুদ্ধ ।

জৈনধর্মর উতপতি কাল সংপর্ক ঐতিহাসিক মধ্য মতদ্বৈধ ছিল সুদ্ধা তার যে বৌদ্ধ ধর্মর প্রাচীন সেটি সন্দেহর অবকাশ নেই । ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণতে এইটি মহত্বপূণর্ঞ্চ । জৈন ধর্মর মহত্ব নিণর্ঞ্চয় করতে এহা কালক্রমে ধ্যান দিতে নিতান্ত আবশ্যক । সম্ভবতঃ জৈন ধর্ম হিঁ প্রথম সংপ্রদায় রূপে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিরোধ কলএবং তার পরিবর্তে নৈতিক সিন্দান্ত গুণ উপস্থাপন করবা জনে উদ্যম কল । জৈন ধর্মর কোমলমনা

প্রবর্তক প্রাণ সূক্ষ্ম তন্তী বৈদিক কর্মকাণ্ড হিংসা পরায়ণতা বিশেষ আঘাত দিবার জনে জৈনদের সর্বপ্রথমে বজ্রনিনাদ স্বর প্রচার কল অহিংসা পরমো ধর্মঃ । পার রিক আর্য্য সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করতে কত স্বার্থন্ধ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠি সনাতন ধর্মর মৌলিক নীতি নিয়ম কদর্থ করে ধর্ম নামতে বিবিধ কুস্ছিত কর্মকর্মাণি এবং হিংসাদ্যোতক বলি প্রথাকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন করবা সময় জৈনধর্মদার্শনিকরা অহিংসা আচরণ উপরে গুরুত্বারোপ করবা বিশেষতঃ উল্লেখনীয় ।

পচমহাব্রত :জৈন ধর্মর ত্রয়োবিংশ তীর্থর পার্শ্বনাথ যুন ধর্ম প্রচার করল তাই চতুর্য্যাম ধর্ম নামতে অভিহত । (১২) কারণ সেই নৈতিক আচরণ পদ্ধতি সম্বন্দীয় চারটি নীতি অবতারিত হল । যথা : অহিংসা , অনৃত বা সত্য , অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ । এই চতুর্য্যম ধর্মর সংস্কার সাধন করে মহাবীর (জৈনধর্মর চতুবিংশ তীর্থঙ্কর) তাকে পযাম ধর্মর পরিণত করল । উপরোক্ত চারটি নীতি সহিত মহাবীর অন্য এক নীতি যোগ কল । সেই নীতিটি হল ব্রহ্মচর্য্য অথবা আত্মসঞ্ম । ব্রহ্মচর্য্য পালন তথা ইন্দ্রিয় সংযত করবা উপরে মহাবীর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অহিংসা হল জৈনধর্মর মূলনীতি তথা জৈন আচার প্রাণ । অহিংসা ব্রত পালন উপরে জৈনদের বিশেষ গুরুত্বারোপ করে । নিষ্ঠার সহ কায়, মন এবং বাক্যর অহিংসা আচরণকে অক্ষরে অক্ষর পালন করবা জনে ধর্ম দার্শনিকরা নিদ্ধেশ দিএছে । অড়্যকে আঘাত না দিবা সংঙ্গে সংঙ্গে অন্যর হিত বা কল্যাণ সাধন করবা এই অহিংসা ব্রতর অন্তর্গত । তার মততে অহিংসা ধর্মর আদর্শ হছে দয়া , ক্ষমা , করুণা , সমদৃষ্টি , সহনশীলতা, ক্রেধ, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি । জীব প্রতি প্রেম ও করুণা ভাব প্রদর্শন অহিংসা

নীতির ভিতিভূমি । জৈন মততে মনকে ক্রেধ , মোহ, দ্বেষ ও হিংসাভাব দূর করবা হিঁ মহাপূণ্য । (১৩) কেবল মনুষ্য শরীর নই , পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জীবর শরীর মধ্য আত্মাতে বিধ্যমান এমতনকি বৃক্ষ , পত্র, ফল, গুল্ম, লতা মধ্যতে প্রাণর সতা ও চেতনা আছে বোলে জৈনদের বিশ্বাস । এমতন বৃক্ষ পত্র, ফল, গুল্ম , লতা মধ্যতে প্রাণ সতা ও চেতনা আছে বোলে জৈনদের বিশ্বাস । তাদের মততে সজীব (জীব) ও নির্জীব(অজীব) উভয়র চেতনা বা আত্মা রহেছে । এবং তার ধ্বংস করবা মহাপাপ । তবে এই জীবময় জগততে অহিংসা নীতি পালন হিঁ প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম । (১৪) কীট-পতঙ্গ অগ্নির দগধ হএযাবে এবং তদ্বারা জীবহিংসা বা জীব বধ পাপ লাগবে বোলে জৈন-ভিক্ষুরর রাত্রে প্রদীপ জালে শয়ন করেনা কিম্বা খদ্য রানা নাকরে ভোজন করেনা । নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া নাসিক মধ্য দিএ কীট শরীর ভিতরকে প্রবেশ কলে নাশ হএযাবে বোলে জৈনরা নাকতে পাতলা কানি বা পটি বেন্ধেথাকে এহা ব্যতিত তারা জল ছেনে পিএ, কারণ জলতে থাকবা কীট পেটে মধ্য গেলে তাই বিনাশ হবে এবং তাইজনে জীব হত্যা পাপ লাগবে । জীব প্রতি এমন অসীম দয়া এবং এমন কঠোর অহিংসা নীতি পালন জৈনধর্মর এক বৈশিষ্ঠ । অবশ্য অন্যান্য ধর্মর অহিংসা নীতি পালন করবা জনে নির্দ্ধশে দিআগেছে । কিন্তু জৈন ধর্ম অহিংসা নীতির যেমতন গুরুত্ব দিএ তার পটান্তর নেই ।

জৈনধর্মর সত্য আচরণ উপরে মধ্য গুরুত্ব দিআগেছে । সত্যাচরণ ভূমিকা যে কুনু প্রকার সামাজিক তথা মানসিক ব্যবস্থা জনে অতীব গরুত্বপূণ্র্ণ । এহার মহত কেবল জৈনদের কেন অন্যান্য ধর্মালম্বী যুগ যুগ ধরে গ্রহণ করে এসেছে ।

অস্থেয় অর্থাত চৌর্য্য বৃতির পরিহার উপরে জৈন ধর্ম-দর্শন গুরুত্ব দিএ । জৈন মততে বিনাঅনুমতিতে পরধন বা দ্রব্য ভোগ অথবা ব্যবহার স্থেয় বা চৌর্য্যান্তর্গত । নৈতিক দৃষ্টিতে চৌর্য্য বৃতি কদাপি স্পৃহণীয় নই । মানবিক তথা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপতার সুরক্ষা নিমন্তে অস্তেয় ব্রত পালন একান্ত আবশ্যক ।

শ্রমণ নিমিত অপরিগ্রহ ব্রত অনিবার্য্য । পরমশ্রেয় উপলবধি নিমন্তে শ্রমণ স ৃ ণর্ঞ্র নিবৃত-যোগ কাম্য । সুতরাং অপরিগ্রহ ব্রতর মূল উদ্ধেশ্য হল সমস্ত প্রকার বিষয়া সক্তি অথবা কুনু বস্তুর মমত্বমূলক বা অধিকরণ বিলোপ সাধন । এইজনে সমস্ত পার্থব বিষয় প্রতি অনাসক্ত ভাব আবশ্যক । অপরিগ্রহ ব্রত সংযম আচরণ করবা দিগতে সহায়ক হএ ।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন গৃহত্যাগী বৈরাগী অথবা শ্রমণ পক্ষতে একান্ত আবশ্যক । কারণ সংযম আচরণ করবা নিমন্তে সে নিজেকে উস্ছর্গ করে । জৈন মততে মানসিক অথবা বাহ্যিক , লৌকিক কিম্বা পরলৌকিক , স্বার্থ অবা পরার্থ সমস্ত প্রকার কামনা এবং মৈথুন পূণঞ্র পরিত্যাগ হিঁ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন সস্কব । কামনা বা বাসনা অথবা মৈথুনরু হিংসা বিদ্বেষ , সংঘর্ষ আদি পাপর সূত্রপাত হএ । তবে সর্ববিধ কামনা এবং যৌন সম্ভোগ শ্রমণ নিমিত পূণর্ঞ্রতয়া বর্জনীয় ।

এই মহাব্রত পালন দ্বারা শ্রমণ নিজ ব্যক্তিত্বর উতকর্ষ ও পূণর্ঞ্রতা উপলবধি করবা সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ প্রাপ্ত হএ ।

জৈন দর্শন মূল প্রকৃতি ও জীব পরস্পর আধারিত । প্রকৃতি বা পদার্থ , ধর্ম, অধর্ম , স্থান, কাল, দ্রব্য ও আত্মার ভাব ষডবিধ । জীব, অজীব , আশ্রব, কর্মবদ্ধ সম্বর, নির্জরা, পাপ, পূণ্য এবং মোক্ষ এই নঅটি নৈতিক

তত্ব জৈন দর্শন স্বীকৃত হএ ।

ষডবিধ দ্রব্য : জৈনধর্ম বাস্তববাদী এবং বহু ততবাদী । এই ধর্ম অনুসারে জগত সত্য এবং এথিরে প্রচলিত বহুতত্ব সত্য । জৈনধর্ম বস্তুর চিরন্তনতা বিশ্বাস করে । এই বিশ্বাস অনুসারে বস্তু পরিবর্ততি হএ সুদ্ধা চিরন্তন হএ রহে । বস্তুর মৌলিক গুণ চিরন্তন, মাত্র এহার পর্য্যয় পরিবর্ততি হএ । কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মর বস্তুর চিরন্তনতা বিশ্বাস করেনা ।

জৈন দর্শন প্রকৃতি , পদার্থ , পুদগল অথবা দ্রব্য ও তাহার গুণকে সত বোলে স্বীকার করাগেছে । দ্রব্য সতত নিত্য । দ্রব্য এবং সত মধ্যতে কুনু পার্থক্য নেই বোলে উমাস্বাতি মতব্যক্ত করে - সত দ্রব্য লক্ষণম । প্রত্যেক দ্রব্য স্বীয় পূর্ব পর্য্যায়কে ত্যাগ করে উতর পর্য্যায় ধারণ করে । পূর্বাবস্থাতে বিনাশ তথা উতরাবস্থাতে উতপতি ধারা অনাদি এবং অনন্ত । প্রত্যেক জড বা চেতন দ্রব্য এই উতপতি বিনাশ চক্র ক্রমতে অন্তর্ভুক্ত । বস্তুর বিভিন্ন পর্য্যায় বিনাশ কিম্বা সূ ণ্ঞ নূতন রূপে বিকাশ হএনা । জৈন দর্শন দ্রব্য গুন দৃষ্টির নিত্য এবং পর্য্যায় দৃষ্টিতে অনিত্য ।

জীব ও অজীব - এমতন মুখ্যতঃ দ্রব্য দুইভাগতে বিভক্ত । জুন দ্রব্য চৈতন্য ধর্মযুক্ত তাই জীব । তদব্যতীত অন্য সমস্ত দ্রব্য অজীব ।

ষডবিধ দ্রব্য মধ্যতে পুদগল হছে এক দ্রব্য যাইকি এক দ্রব্য যাহাকি জড বা ভৌতিক । পুদ অর্থ পুরণ এবং গল অর্থ হ্রাস । পুদ এবং গল দ্বারা বিভিন্ন রূপতে পরিবর্ততি হবা দ্রব্য হছে পুদগল । স্পর্শ রস গন্ধ-বণ্ঞএমতন চারটি গুণ পুদগলতে বিদ্যমান ।

ধর্ম হছে এক দ্রব্য যাহাকি জীব এবং পুদগল গতিতে সদা সহায়ক হএ । তাই তার নিত্য বাশাশ্বত, সর্বলোক ব্যাপক এবং অরূপ ।

জীব এবং পুদগল ধৈর্য্য বা স্থিতি সাহায্য করবা দ্রব্যর নাম অধর্ম । গতিশীল দ্রব্য অর্থাত জীব ও পুদগল স্থিতি মাধ্রম হল অধর্ম । তাই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ।

আকাশ হছে এক দ্রব্য যাকি জীব অজীব আদি দ্রব্যকে আশ্রয় দিএ ।আকাশ হছে নিরাকার । তাহার ব্যাপ্তি অসীম । আকাশ স্বআশ্রিত, স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং আত্মনির্ভরশীল । জীবাজীব আদি দ্রব্য সমূহকে আশ্রয় দিবা আকাশর আশ্রয়স্থলী নই । আকাশ দুইভাগতে বিভক্ত । যথা : লোক ও আলোক । লোকর আকাশকু লোকাকাশ এবং আলোকর আকাশকু অলোকাশ বলাযাএ । লোককাশ র জীব পুদগল ,ধর্ম, অধর্ম এবং কাল বিদ্যমান। সেঠারে পাপ-পুণ্যর ফল অনুভূত হএ । লোকাকাশ র উর্দ্ধরে অবস্থিত অলোকাকাশর পাপ-পুণ্যর ফল উপলবধ হএনা ।

ধর্ম , অধর্ম ও আকাশ সদৃশ্য কাল মধ্য অচেতন ও নিষ্ক্রিয় দ্রব্য । কালর ব্যাপ্তি থাকেনা । তাহা অসীম । পুদগলাদি দ্রব্যর পরিবতন মাধ্যম বা সহায়ক হছে কাল । সমস্ত ঘটণা কারণ হছে কাল যাহাকি অবিভক্ত ।

জৈন দার্শনিকরা জীবকে আত্মা রূপে বণ্র্ঞনা করে । প্রত্যেক প্রাণী শরীরতে জীব বা আত্মা বিদ্যমান । তাই অনেক ও পরস্পর থিকে ভিন্ন । প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত সতা রহেছে । গুণ ভেদর সংসার সমস্ত প্রাণী পরস্পরথিকে ভিন্ন হএ আত্মার প্রত্যেক শরীর ভিন্ন ভিন্ন পরিলক্ষিত হএ । শরীর মধ্যতে ব্যাপ্ত থাকবা আত্মা পোদগলিক কর্মযুক্ত ভাবে বিবেচিত হএ । মনুষ্য হউ বা অন্য কুনু প্রাণী হউ আত্মা হছে সক্রিয় , চেতনশীল ও সনাতন । চেতনা আত্মার স্বাভাবিক ও আবশ্যক গুণ । আত্মা সদাপরিণামী । মনুষ্য শরীরস্থ আত্মা , নারকী (নরক জাত) ও তিরিঅঙ্ক (তৃণ , কীট, পতঙ্গ, পশু প্রভৃতি)

জীবঙ্ক আত্মা অপেক্ষা অধিক উদবর্ততি ও উন্নত ।

তত্বার্থ সূত্রতে আত্মাকে উপযোগ লক্ষণম বোলে বলাযাএ । কারণ আত্মার সাধারণ লক্ষণ হছে উপযোগ অর্থাত চৈতন্য পরিণতি ।জীব বা আত্মা এই অসামান্য গুণ অধিকারী হবা যনে তাই সমস্ত জড দ্রব্যথিকে ভিন্ন । মনুষ্যর আত্মা অনন্ত শক্তি , অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ এই অনন্ত চতুষ্টয় অধিকারী হতেপারবে । পবিত্র আত্মার এই অনন্ত চতুষ্টয় বিদ্যমান । কিন্তু সাংসারিক মোহ মায়াগ্রস্ত আত্মার অনন্ত চতুষ্টয় পূণর্ঞমাত্রাতে বিকাশ লাভ করতে পারেনা । নির্বাণ লাভ করতে হলে জীবকে পুনজন্মতে মুক্ত হএ এই অনন্ত চতুষ্টয় অধিকারী হতে পডে ।

জৈন মততে অনাত্মা বা শরীর অধিনতে রেখে যুন আত্মশক্তি প্রকাশ , সে হছে পুরুষ । মনুষ্যর ব্যক্তিত্ব হছে দ্বৈত । এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বকে বলাযাএ পুরুষ । এই আত্মা.ও তার অধিনতে পুরুষ বিদ্যমান । মনুষ্য পূণর্ঞনই । সে ক্রমে উন্নতি করে, অর্থাত সে পূণর্ঞতা দিকে গতিকরে । তারপর মনুষ্যর আত্মার পূণর্ঞতা প্রাপ্ত করে । এই পূণর্ঞতা চার প্রকার প্রকাশ পাএ । যথা : অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বীর্য্য ও অনন্ত সুখ । নিজর আধ্যাত্মক প্রকৃতির প্রভাব দ্বারা মনুষ্য তার ভৌতিক প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । এই স্বাধীন ও সুখী আত্মাকে জিন (জেতা-যে ইন্দ্রিয়রা জয় করে) বা তীর্থ (পথপ্রদর্শক) বলাযাএ ।এই জিনত্ব লাভ করবা জুন ধর্মর লক্ষ্য তাই জৈন ধর্ম ।

আত্মা ও ভূত পদার্থ নিত্য বোলে জৈনরা মতব্যক্ত করে । সত বিশ্বাস, সত জ্ঞান ও সচ্চরিত্র আত্মার প্রকৃত স্বাভাব । আত্মাকে সাক্ষাত কলে , পুনজন্ম হএনা । দুষ্কর্ম কলে মনুষ্যতর প্রাণী মধ্যতে আত্মা জন্ম লাভ করে

তাহার পতন ঘটে । কত কর্ম সতজ্ঞান লাভ করবা পথতে প্রতিবন্ধক হএ । হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি দুর্গুণ প্রকৃত রূপ উপলবধ করতে কত কর্ম বাধা দিএ । সুখ-দুঃখ উপলবধ করতে কত কর্ম সহায়ক হএ । জ্ঞান , আত্মা , নীতি ও শরীর সমবায়তে মনুষ্যর প্রকৃত জীবন বিকশিত হএ । মনুষ্য আত্মা পূর্ণ্ণ বিকাশ হিঁ পরমাত্মা ।

জৈন মততে আকাশ , কাল , ধর্ম (স্পন্দন) ও অধর্ম (নিঃস্পন্দন) সাহায্যতে দ্রব্যর অস্তিত্ব উপলবধ হএ ।আকাশ থাকবার দ্রব্যর গতিস্থিতি কর্মর পরিচয় মিলে ।

কাল সাহায্যতে অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রভৃতি কর্ম সম্বন্ধতে জ্ঞান জাত হএ । কর্মর প্রবৃতিকে ধর্ম ও কর্মকে ড়িবৃত অধর্ম বলাযাএ । দ্রব্য গুন পরমাণুর উতপন্ন । জৈনরা পরমাণুকে অণু বলে । আকাশ, কাল, ধর্ম, অধর্ম , অণু , অজীব ও অন্য সমস্ত পদার্থ জীব অন্তর্গত । আত্মা বিহীন যুন পদার্থ গুন কেবল অণুমানঙ্ক সমবায়তে উতপন্ন সেগুন অজীব এবং অণু সমবায়তে উতপন্ন পদার্থ আত্মা তাহা জীব ।

নবনৈতিক তত্ব : জৈন দর্শনর মূলভিতি হএ নবনৈতিক তত্ব বা নঅটি নৈতিক তত্ব । তাহা হলে - জীব , অজীব, পূণ্য , পাপ , আশ্রব, বন্দ, সম্বর , নির্জর ও মোক্ষ । জৈন ধর্মর বিভিন্ন সংপ্রদায় , শ্বেতাম্বর, দিগাম্বর,শ্বেতাম্বর স্থানকবাসী জৈনরা এই নবতত্বাত্মক জৈন দর্শন মৌলিক সত্যকে স্বীকার করে ।

প্রথম তত্ব হছে জীব । জীবকে জীবন, শক্তি , আত্মা ও জ্ঞান রূপে দর্শন স্বীকার করাযাএ । যাহার চেতনা আছে তাকে জীব বলাযাএ । ইচ্ছা ,ঘৃণা , অকর্মণ আদি প্রাকৃতিক গুণ অনুভব পূর্বক কর্ম জনিত প্রেরণা প্রাপ্ত হল

জীব নূতন রূপে জন্ম লাভ কল । জীব দেহতে জাত শক্তি (দৈহিক শক্ত) হছে প্রাণ এবং তাহা দশ ভাগতে বিভক্ত - ত্বক, জিহ্বা , নাসিক, চক্ষু, কণ্র্ঞ, কায়বল , বাক্যবল, মনোবল , শ্বাসোবল এবং আয়ু ।

জীব দুইপ্রকার - সিদ্ধিজীব ও সংসারী জীব । সংসারী জীব তিনি ভাগতে বিভক্ত - পুরুষ , স্ত্রী ও ক্লীব । আবার সৃষ্টি ক্রমানুসারে নারকী (নরক জাত) তিরিঅঙ্ক (তির্য্যক) , মনুষ্য ও দেবতা - এমতন জীব চার ভাগতে বিভক্ত । কীট , পতঙ্গ , পক্ষী আদি রূপতে জাত জীব হল নারকী । তিরিঅঙ্ক বা তীর্য্যক জীব হল মানবেতর প্রাণী (তৃণ, পক্ষী, পশ্বাদি) , নরনারী শরীরধারী জীব মনুষ্য এবং যারা অলৌকিক শক্তি সংপন্ন তথা নিরাকার তারা হল দেবতা । বণ্র্ঞ ভেদতে মধ্য জৈনরা জীবকে স্বচ্ছ , কৃষ্ণ , নীল , কপোত, তেজ (রক্ত) , পদ্ম (হরিদ্রা) শুক্ল ও অলেখ (বণ্র্ঞহীন অবস্থা) আদি আঠ ভাগতে বিভক্ত করাগেছে তারা সর্বমোট ১০৪ ভাগতে বিভক্ত করাগেছে ।

দ্বিতীয় সত্ব হল অজীব । যাহার চেতনা নেৎ সে অজীব । তাই দুই ভাগতে বিভক্ত - রূপী এবং অরূপী । রূপী অজীব রূপযুক্ত । তাহা পুদগলাস্তিকায় রূপে এক প্রকার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও বণ্র্ঞযুক্ত । অরূপী অজীব চার ভাগতে বিভক্ত - ধর্মাস্তিকায় , আকাশাস্তিকায় এবং কাল ।

পূণ্য বা যেগ্যতা হল তৃতীয় তত পূণ্যকে শুভকর্মর পরিণাম বোলে বিবেচনা করাযাএ ।শুভকর্মর উদাহরণ হল সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র প্রাপ্তি তথা সাধুপুরুষ প্রতি শ্রদ্ধাভাব । শুভাকর্মকৃত ব্যক্তি পরিণাম শুভ, আয়ু , শুভনাম , সুস্থ ও সুন্দর শরীর তথা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদি প্রাপ্ত হএ । পূণ্য নঅ প্রকার

- অন্নপূণ্য (আহার দান) , পানপূণ্য (পানীয় জল দান), বস্ত্র দান) , লেস্য পুণ্য (বাসদান) , শয়ন পুণ্য (শয্যা বা আসন দান) , মন পুণ্য (গুণী , সত জনকে দেখে সন্তোষনুভব করবা), বচন পূণ্য (গুরুজনকে নমস্কার এবং মহাপুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষ পদানুসরণ করবা) এই সব শুভকর্ম দ্বারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক , সামাজিক তথা রাষ্ট্রয় জীবন পুণ্যময় হএ । এতদব্যতীত এমতন পুণ্যাচরণ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি বয়ালিস প্রকার ফলপ্রাপ্ত হবা সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ ও কৈবল্য প্রাপ্ত মহাপুরুষ হবে বোলে জৈনদের বিশ্বাস । এই বয়ালিস প্রকার পুণ্য ফল হল - শাতবেদনীয়, উচ্চ গোত্র , মনুষ্য গতি , মনুষ্য - অনুপূর্বী , দেবতা গতি, দেবতা অনুপূর্বী, পন্দ্রেয় পশু, ঔদারিক শরীর, বৈত্রেয় শরীর, আহারক শরীর, ঔদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, বৈত্রেয় , অঙ্গোপাঙ্গ, আহরক অঙ্গোপাঙ্গ , তৈজস শরীর , কর্মন শরীর , বজ্র রুষভ নারাচ সংঘয়ন , সমচতুরস্থ সংস্থান , শুভবণর্ঞ , গন্ধ, রই ও স্পর্শ , অগুরু লঘুনাম কর্ম, উচ্ছাস , আতপ ও অনুষ্ক , শুভবিয়োগতি , নির্মাণ-নাম কর্ম , ত্রস, বাদর , পর্য্যাপ্তি , স্থর, প্রত্যেক , শুভ , শুভগ, শুভর , আদেয় , যশোকীর্তি, দেবতা আয়ুষ, মনুষ্য ও তির্য্যক ও তীর্থঙ্কর নাম কর্ম ।

পাপ হল চতুর্থ তত্ব । পাপকে হিংসা বৃতি, অসত্য বচন , মিথ্যা দর্শন, মিথ্যাজ্ঞান , মিথ্যা শ্রদ্ধা আদি অশুভ কর্মর পরিণাম বোলে বলাযাএ । অশুভ কর্মকৃত ব্যক্তিকে স্বল্পায়ু, অশুভনাম, রূগণ ও কূরুপ দুঃখানুভব আদি প্রাপ্ত হএ ।জীব হিংসা, অসত্য বচন, অদতা দান, অব্রহ্মচর্য্য, পরিগ্রহ, ক্রেধ মান মায়া , লোভ , রাগ বা অনুরক্ত , দ্বেষ, ক্লেশ , অভ্যাখ্যান , পৈশুন্য, নিন্দা, রতি , মায়া মৃষা , মিথ্যা দর্শন , ও শল্য - এমতন জৈনরা মুখ্যতঃ পাপকে অঠর ভাগতে বিভক্ত করাগেছে । এ প্রকার পাপ আচারণ দ্বারা

ব্যক্তি , পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্র কলুষিত হএ ।

পাপ জনিত ফল বয়াশী প্রকার । তাই অঠর ভাগতে বিভক্ত । তন্মধ্যরু প্রথমটি হল জ্ঞানাবরণীয় যদ্বারা কি মনুষ্য জ্ঞান কলুষিত হএ । জ্ঞান বরণীয় পবিধ - মতি, শ্রুতি , অবধি, মনঃ পর্য্যায় ও কেবল জ্ঞানবরণীয় । দ্বিতীয় বিভাগ হল অন্তরায় । আত্মার শক্তি বা বীর্য্যগুণকে পাপগ্রস্ত করবা এই অন্তরায় ফলপাঞ্চ প্রকার , যথা দানান্তরায়, লাভান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় ও বীর্য্যান্তরায় । তৃতীয় বিভাগ হল দর্শনাবরণীয় । ভৌতিক জ্ঞানর অন্তরায় স্বরূপ দর্শনাবরণীয় চক্ষু,অচক্ষু অবধি ও কেবল দর্শনাবরণীয় রূপ চার প্রকার । চতুর্থ হল সাধনা ও প্রার্থনা কলুষিত করবা অন্তরায় । তার প্রকার - নিদ্রা প্রচলা ও স্ত্যানগৃদ্ধি ।বিভাগতে নীচগোত্র , নরক গতি, অশাত বেদনীয় , নরকানুপূর্ব ও নরকায়ু আদি পাঞ্চ প্রকার পাপ ফল অন্তরভুক্ত । ষষ্ঠ ভাগটি হল মোহনীয়, মিথাত্ব মোহনিয় এবং মিশ্র মোহনীয় । চরিত্র মোহনীয় মুখ্য ভেদদ্বয় হল - কষায় মোহনীয় এবং নোকষায় মোহনীয় । ক্রেধ , মান, মায়া এবং লোভ হল চারটি কষায় মোহনীয় এবং সেগুন প্রত্যেক নিজ নিজর তীব্রতা ও মন্দতা দৃষ্টিরু কালক্রমে পুনঃ অনন্তানুবন্ধী , অপ্রত্যাখ্যানাবরণ , প্রত্যাখ্যানাবরণ এবং সংজস্কলন ভেদ যেহল প্রকার । হাস্য , রতি, অরতি, শোক, ভয়, দুগঞ্ছা, পুরুষ ভেদ (পুরুষর স্ত্র সহ মৈধুন করবা ইচ্ছা) , স্ত্রী ভেদ (স্ত্রী পুরুষ সহিত সঙ্কোগকরবা অভিলাষ)ও নংপুত্রক ভেদ (উভয় পুরুষ ও স্ত্রী প্রতি কামুক কামাভিলাষ উতকণ্ঠা প্রদর্শন) রূপে নঅ প্রকার নোকষায় (ক্ষুদ্রকষায়)র বণ্র্ঞনা করাগেছে । এমতন ভাবে চরিত্র মোহনীয় পচিশিটি ভেদ রহেছে ।

জীবর শ্রেণী অনুযায়ী পাপ ফল তির্য্যক অনুপূর্বী , তির্য্যক গতি,

একেন্দ্রিয় , দ্বেইন্দ্রিয় , ত্রিইন্দিয় ও চতুরিন্দ্রিয় নাম ভেদ ছঅ প্রকার । অশুভবিহায়োগতি, উপঘাতনাম, অশুভ বণর্ঞ্জা, অণুভ গন্ধ, অশুভ রস ও অশুভ স্পর্শ ভেদ দৈহিক বা আকৃতিজনিত ফল ষডবিধ ; সংঘেণ ফল চাষ ভনারাচ সংঘেণ, নারাচ সংঘেণ , অর্দ্ধ নারাচ সংঘেণ, কিলকোসংঘেণ ও সেবার্ত সংঘেণ রূপে পবিধ ; ন্যগ্রেধ পরিমণ্ডল সংস্থান, সাদি সংস্থান, কুবজক সংস্থান, বামন সংস্থান , পুণ সংস্থান রূপে সংস্থান জনিত দোষ প্রকার এবং স্থাবর দশক মধ্যতে স্থাবর , সূক্ষ্ম অপর্য্যাপ্ত, সাধারণ অস্থির , অশুভ দুর্ভগ,দুস্পর, অনাদেয়, অযশ ও মিথ্যাত্ব মোহনীয় রূপে এগার প্রকার । এহিপরি বিভক্ত বয়াশী প্রকার পাপ ফল জৈনদের বিশ্বাস আছে ।

৫ম তত্ব হল আশ্রম । আশ্রম হেতু আত্মা পাপগ্রস্ত হএ । পুদগল স র্ক আসি জীব বন্ধন পতিত হএ । এহাদ্বারা জীব অপূণর্ঞ্চ ও অসীম হয়, দুঃখ ভোগ করে । জীবর বন্ধনর কারণ হছে অবিদ্যা । এহা জীবকে আসক্তি জডিত করেদিএ । তৈলাক্ত দ্রব্য (কষায়) মল ধরি রখিলাপরি , আসক্তি জীব জনে কষায় কার্য্য করে এবং এহা পুদগলদের আকর্ষণ করে ধরে রাখে । এমতন ভাবে জীব উপরে জুন পুদগল হএ তাহা জৈন ধর্মর আশ্রম নামতে অভিহিত । । জত পর্য্যন্ত জীবতে আশ্রব থাকে সে পর্য্যন্ত জীব বারম্বার জন্মলাভ হএ । আশ্রব বয়ালিশি প্রকার । তন্মধ্যরু মুখ্য সতরটি হল - কণর্ঞ্চ, চক্ষু, নাসা, জিহ্বা ও স্পর্শ(পঞ্জানেন্দ্রিয় , ক্রেধ, মান, মায়া, লোভ(চতুষ্কসায় হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, লোভ ও ব্যভিচার অব্রত) এবং কায় , মন ও বাক্য (ত্রিযোগ) । এই মুখ্য সতরটি আশ্রব দ্বারা কর্ম জীব প্রবেশ করে । তদব্যতীত অন্য পচিশ প্রকার আশ্রব হল - কায়িকী, অধিকণর্ঞ্চকি ী , প্রদেশিকী, পরিতাপনিকী, প্রণাতিপাতিকী, আরম্বিকা, পারিগ্রহিকী, মায়া প্রত্যায়িকী, মিথ্যা দর্শন

প্রত্যায়িকী, অপ্রত্যখ্যানিকী, দৃষ্টিকী, সুপৃষ্টিকী, প্রাতিয়কী, সমন্তোপনিপাতিকী, নৈশস্ত্রিকী, স্বহস্তিকী, আজ্ঞাপনিকী, বৈদারণিকী, অনাভোগিকী, প্রয়োগিকী, অনকাংড়ক্ষাপ্রত্যয়িকী, সামুদায়িকী, প্রেমিকী, দ্বেষিকী ও ইর্য্যাপথিকী ।

আত্মা শরীর মধ্যতে ব্যাপ্ত থাকবা পৌদলিক কর্মযুক্ত । জীবতে ঈর্ষা, ক্রেধ, মান, লোভ, অশ্রদ্ধা আদি অশুদ্ধ মনোভাবজনে কর্ম-পরমাণু গুন প্রভাবকে আত্মা মুক্ত হতে পারে। ফলতঃ আত্মা প্রতি আকর্ষতি হএ কর্ম পরমাণু গুণ প্রভাবতে আত্মা মুক্ত হতে পারেনা । ফলতঃ আত্মা প্রতি আকর্ষতি হৎ কর্ম পরমাণু গুন প্রবাহিত হএ । এহা ভাবস্রব নামে কথিত । পুদগল কর্মত্ব উপস্থিতিকে দ্রব্যাস্রব বলাযাএ । ভাবাস্রব জীবজগত প্রর্য্যায় এবং দ্রব্যাস্রব পুদগল গত ।

নবতত্ববাদ কর্মজনিত সংবর হল ষষ্ঠ তত্ব । সংবর দ্বারা জীব জন্ম-মৃত্যু চক্রতে উদ্ধার পাএনা। আসক্ত কর্মকে পরিহার নাকলে আস্রব- সংগ্রহ নিরোধ করতে হবেনা । আর অধিক আস্রব জমি দিআযাবা প্রক্রিয়াকে সংবর বলাযাএ । জীবকে আসক্তিতে মুক্ত অথবা দূষিত হবা রক্ষা করবা জনে কর্ম পরমাণু স্রোতকে বন্দ করবা প্রক্রিয়া নাম সংবর । অর্থাত কর্মস্রবর পথ নিরোধকে সংবর বলাযাএ ।

সংবর মুখ্যতঃ সমিতি , গুপ্তি , পরীষহজয়, দশযতি ধর্ম, চরিত্র ও উতম ভাবনা (অনুপেক্ষা) রূপে ছঅটি কারণ জনে হয় । সত প্রবৃতি সমিতি বলাযাএ । ইর্য্যা, ভাষা, এষণা, আদান নিক্ষেপণা ও পরিথাপণিকা নামতে সমিতি ৫বিধ। মন, বচন ও কায়র বিভিন্ন প্রবৃতির নিয়ন্ত্রণকে গুপ্তি বলাযাএ ।গুপ্তি তিনি প্রকার - মনোগুপ্তি (আত্মরামতা) , বচন গুপ্তি (মৌনাবলম্বী) ও কায়গুপ্তি (চেষ্টানিবৃতি) । ক্ষুধা , তৃৎঞা , শীত, উৎঞ, দংশ, বস্ত্র,

অরতি, স্ত্রী, চর্য্যা , নৈষিথকী, শক্ষ্যা, অক্রেশ, বধ , যাচঋঞা, অলাভ, রোগ, ক্রিণস্পর্শ, মেলা সতকার, প্রজ্ঞান, অজ্ঞান, সম্যকত্ব ভেদ পরিষহজয় দ্বাবংশ প্রকাণ । ক্ষুধা , তৃৎঞা, শীত, উৎঞ, ক্ষতি, অক্রেশ আদি বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি প্রতি অবিচলিত ভাবে ধৈর্য্য সহিত সহনশীল হবা হছে পরিষহজয় । সর্বলোকহিত অথবা সমাজহিতকারী তথা আত্মা স্বরূপাভিমুখী প্রবৃতিকে ধর্ম বলাযাএ । দশযতি ধর্ম হল - ক্ষমা , মার্দ্ধব , আর্জব, নির্লোভতা ,তপ, সংযম, সত্য, শৌচ, অকিনত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য । চরিত্র পঞ্চবিধ , যথা : সাময়িক, ছেদোপস্থাপনীয়, পরিপার বিশুদ্ধ , সূক্ষ্ম সংপরায় ও যথাখ্যাত । স ূৎঞ যথা :অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, পালনকে সম্যক চরিত্র বলাযাএ । সত আত্মচিন্তন এবং উত্তম ভাবনা হল অনুহেক্ষা । দ্বাদশ প্রকার অনুপেক্ষা হছে - অনিত্য ,অশরণ , সংসার, একত্ব , অন্যত্ব , অশৌচ , আশ্রব, সংবর, নির্জরা, লোক , বোধিবীজ ও ধর্ম ।

বন্দ হছে সপ্তম তত্ব । জৈনমতানুসারে জীব বা আত্মা কর্মর পরস্পরিক সহযোগ হছে বন্ধ । অর্থাত পুদগল পরমাণু গুন কর্ম রূপে আত্মা সহিত বন্ধনকে জৈনরা বন্ধ কহে । প্রকৃতি , স্থিতি, অনুভাগ ও প্রদেশ ভেদ বন্ধ চার প্রকার । জীব স্স্কলিত হল দ্রব্য কর্ম পরমাণুর অন্যরূপ ধারণ করে । এই প্রক্রিয়া প্রকৃতি বন্ধ বলাযাএ । আত্মার কর্ম পরমাণু গুন অবস্থান করে । এহা হছে প্রদেশ বন্ধ । যাতে রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা , লোভ, অশ্রদ্ধা আদি কধায়গুন প্রখরতা অথবা ক্ষীণতা অনুসারে সেই কর্ম পুদগুল গুন স্থিতি এবং ফল দায়ক শক্তি নির্ভর করে , তাহা যথাক্রমে স্থিতি বন্ধ এবং অনুভাগ বন্ধ নামতে অভিহিত ।

জৈন দর্শন অষ্টম তত্ব হল নির্জরা । অতীত আশ্রব ধৌত হবার

প্রক্রিয়াকে নির্জরা বলাযাএ । অর্থাত জীবর পূর্ব পুদগলর বিনাশ হিঁ নির্জরা । তাই দুই প্রকার- বাহ্য নির্জরা এবং আভ্যন্তর নির্জরা । বাহ্য নির্জরা ষডবিধ, যথা : অনশন (ত্বর, যাবতথিক) উণোদরী, বৃতিসংক্ষেপ (দ্রব্য, ক্ষেত্র , কাল, ভাব), রসত্যাগ, কায়ক্লেশ সংলীনতা (ইন্দ্রিয় , কষায়) । আভ্যন্তর নির্জর মধ্য ছঅ প্রকার , যথা : প্রায়শ্চিত, বিনয় (জ্ঞান , দর্শন , চরিত্র, মন, বচন, কায় , কল্প) বৈয়াবৃত্য (গুরুসেবা) স্নাধ্যায় , ধ্যান (আর্ত , রৌদ্র , ধর্ম , শুক্ল) ও উসর্গ (দেহত্যাগ) ।

নব নৈতিক তত্ববাদর মোক্ষ হল নবম তথা শেষ তত্ব । জীবর অজীব থিকে মুক্তি হছে মোক্ষ । আত্মা যবে কর্ম ও পুনজন্ম সস্কাবনাতে মুক্ত হএ , সেই সময়তে মোক্ষ লাভ করে । সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র হিঁ মোক্ষর মার্গ । সম্যক দর্শন জ্ঞান চরিত্রাণি মোক্ষ মার্গঃ (১৫) তাহা জৈন ধর্মর ত্রিরত্ন নামতে অভিহিত । ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করবাপর সিদ্ধরূপে অভিহিত হএ । সিদ্ধথিকে গন্ধ , রস , ক্ষুধা , দুঃখ, কষ্ট , সুখ, জন্ম , জরা , মৃত্যু , দেহ ও কর্মঅনুভূতি নির্বিশেষতে অনন্ত সুখ ও শান্তি পরিস্পুট হয় । জৈন মততে মোক্ষ পন্দর ভাগ বিভক্ত - জিন , অজী , তীর্থ , অতীর্থ , গৃহলিঙ্গ, অন্যলিঙ্গ , স্বলিঙ্গ , পুংলিঙ্গ, নপুংসক, বুদ্ধবোধি , প্রত্যেক বুদ্ধ, স্বয়ংবুদ্ধ , এক সিদ্ধ ও অনেক সিদ্ধ ।

ষড়বিধ দ্রব্য ও নবতত্বর আলোচনাকে বিদিত হএযে , জীব ও অজীব - এ দুইটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জডিত । জীব ও অজীব মিশ্রণ হিঁ সংসার । জীব এবং অজীবর সম্মিশ্রণতে কর্ম সৃষ্টি হবা সঙ্গে সঙ্গে জীবন চক্রর মধ্য সংচার হএ । জীব ও অজীবর সমষ্টিকে জৈনরা অস্তিকায় অর্থাত জগত বলে । জীব সর্বব্যাপী । তাহার অস্তিত্ব স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতলতে ,

এমতন ত্রিভুবনতে বিদ্যমান । জৈনদের সর্বভুত দয়া এহাহিঁ তাপর্য্য ।(১৬) জীব অজীব থিকে অর্থাত উভয় কর্ম (রাগ, দ্বেষ , মোহ) এবং দ্রব্য কর্মর বন্ধনকে সংপূর্ণ্ণ মুক্ত হলে সিদ্ধিলাভ হএ । সংসার দুভাগতে বিভক্ত - ভব সংসার এবং দ্রব্য সংসার । ভব জীব এবং ভব অজীব দ্বারা ভাব সংসার এবং দ্রব্যজীব আত্মা প্রদেশ এবং দ্রব্য অজীব (কর্ম পরমাণু)কে নিএ দ্রব্য সংসার সৃষ্টি । ভবসংসার হিঁ দুঃখ দুর্ব্বশা মূল কারণ । ভব সংসার জনে দ্রব্য সংসার স্থিতি লাভ করে । ককর্ম বন্ধনতে ভব সংসার মুক্ত হলে দ্রব্য সংসার মুক্তি লাভ করে ।

জীব হল এক এবং অজীব হল ৫ বিধ যথা : পুদগল , ধর্ম , অধর্ম - (নিঃস্পন্দন) আকাশ এবং কাল জীব , পুদগল , ধর্ম, অধর্ম আকাশ - এই পদার্থ সংসার রহেছে এবং তার পরিমাণ বা অস্তিকায় বিশাল ও বিস্তৃত । তবে তাহা জৈন দর্শনতে নাম কথিত । অস্তিকায় শব্দ দুটি ভাগতে বিভক্ত যথা : অস্তি এবং কায় । অস্তি অর্থ হছে কায় অর্থ অনন্ত । অস্তিকায়গুণ বিশেষত্ব হল , অস্তিত্ব সহিত তার বিস্তার নিহিত । এই পচস্তিকায় মধ্যতে জীব বা আত্মা হল চেতন । অন্য চারটি হল অচেতন । আত্মা এবং পুদগল হল সক্রিয় দ্রব্য এবং ধর্ম, অধর্ম , আকাশ ও কাল হল নিষ্ক্রিয় দ্রব্য । যবে সব অণু এক সময়তে একত্র পূর্ণ্ণতা লাভ করা হএ যেমন শেষ বিগলিত হএ বা পুঞ্জিভাব ত্যাগ করে তাকে পুদগল বলাযাএ । স্পর্শ , স্বাদ , গন্ধ ও পুদগল গুণ । অনন্ত আকাশ পুদগল ধারণা করে । ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে চলন ও অচলন গুণ । ধর্ম পুদগল দের গতিশীল করেথাকে এবং তার পাস্পারিক মিশ্রণ দ্বারা বস্তু প্রস্তুত হএ । অধর্ম পুদগল স্থিতিবান করে ।

জীব পুদগল স র্কতে আসে বন্দনতে মধ্য আবদ্ধ হবা দ্বারা অপূর্ণ্ণ ও

সসীম হএ । জীবর বন্ধনর কারণ হল অবিদ্যা । অবিদ্যা দ্বারা জীব আসক্তি জডিত হএ । আসক্তি পুদগলদের তৈলাক্ত দ্রব্য (কষায়) মল ধরে শিক্ষিলা পরি, আকর্ষণ করে ধরে রাখে । এই প্রণালী জীব উপরে পুদগল যেমতন হএ তাকে জৈন দর্শন আশ্রব নামে কথিত । জীব থিকে আশ্রব রহিবা পর্য্যন্ত জীবর পুনজন্ম হএ । অতএব আশ্রব বিহীন হলে হিঁ জীব পুনজন্মতে মুক্তিলাভ করে । আসক্ত কর্ম করবা দ্বারা কর্ম সংস্কার থাকে। কর্ম সংস্কার থাকলে বন্ধন থাকে। বন্ধন থাকলে জীব জন্মলাভ করে। এবং জন্ম আশ্রবকে ধৌত করবা প্রক্রিয়াকে নির্জর বলাযাএ । আশ্রবকে আর অধিক জমি রাখবাকে প্রশয় নাদিবা প্রক্রিয়া হল সম্বর । আসক্ত কর্মকে পরিহার কলে হিঁ আশ্রব সংগ্রহকে নিরোধ করাযাতেপারে । ত্রিরত্ন : বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ - এই ত্রিরত্নতে বিশ্বাস করেনা । জৈন রা মধ্য ত্রিরত্নতে বিশ্বাস করেনা । এই ত্রিরত্ন জৈনধর্মতে সব তত্বর সমাহার । ত্রিরত্ন হল - সম্যক, দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র । তাই যথাক্রমে ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সহ সমান । জিন দ্বারা এবং জৈনসিদ্ধ পুরুষদ্বারা প্রদর্শতি আধ্যাতমিক নীতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাত হবা প্রক্রিয়াকে সম্যক দর্শন বলাযাএ । এহা লাভ করতে হলে আঠটি বিষয়তে আবশ্যক রহেছে - (১) নিঃশঙ্কিতা (শঙ্কা প্রকাশ নাকরবা)(২) নিঃকাংক্ষিত (সাংসারিক ভোগ প্রতি আকাংক্ষা নারাখবা), (৩) নির্বিচিকিসা (ৃোধ্যাত্মিক-মার্গ লাভ জনে শঙ্কারহিত হবা) , (৪) অমূঢ দৃষ্টি (আদর্শ স র্ক প্রাঞ্জল বিচার রাখবা) (৫) উপবৃহন (আধ্যাত্মক গুণকে বৃদ্ধিকরবা), (৬) স্থিরী করণ (সতরু স্স্কলিত হবা সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবা), (৭) বাস্যল্য (সন্মার্গীঙ্ক প্রতি স্নেহ প্রদর্শন) এবং (৮) প্রভাবনা (সতর প্রাধান্যকে বিচার করবা)

জীব ও অজীব বিষয়তে সঠিক জ্ঞান লাভ করবা এবং উভয় মধ্যতে থাকবা প্রভেদকে উপলবধ করবাকে সম্যক জ্ঞান বলাযাএ ।অজ্ঞানতে আসক্ত কর্মর কারণ । আসক্ত কর্ম বন্ধনর কারণ । সম্যক জ্ঞান লাভ দ্বারা অবিদ্যা দূর হএ । অবিদ্যা জীবর বন্ধর কারণ । এহা জীবকে আসক্তি জডিত করাএ । তবে অবিদ্যা দূর হলে বন্দন দূর হএ ।বন্ধন দূর হলে মোক্ষ মিলে । পমহাব্রত পালন তথা নৈতিক আচরণ (অহিংসা , পবিত্রতা বিশুদ্ধতা , বৈরাগ্য, করুণা , প্রেম , ভাতৃভাব প্রদর্শন) দ্বারা মনুষ্য সম্যক চরিত্র অধিকারী হএ । (৭)

জীব অজীবথিকে মুক্তি হছে মোক্ষ । জৈনরা সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র এহি ত্রিমার্গকে মোক্ষ অথবা নির্বাণ নিমন্তে অবলম্বন করবা শ্রেয়স্কর বোলে মতব্যক্ত করাগেছে । এই রত্নত্রয়কে যে কুনু একটি অভাবকে মোক্ষপ্রাপ্ত সস্কবপর নই ।

অতঃ সম্যগ দর্শন সম্যগ জ্ঞান সম্যক চরিত্র মিতেতত্রিয়

সমুদিতং মোক্ষাস্য সাখ্যান্মার্গোবেদিতব্য। (১৮)

আত্মার কর্ম দ্বারা আবৃত হএ নিজর আত্ম স্বভাব অনুভব করতে পারেনা । সকল প্রকার কর্ম বন্ধনতে মুক্ত হলে , আত্মার নিজর অনন্ত দৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি অনুভব করে । আত্মার মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তি হলে জৈন ধর্মর মূলতিত্ব । কর্মর ফল স্বরূপ পুনজন্ম হএ এবং তহজন্মতে মধ্য নানা সুখ দুঃখ ভোগ করতে হএ । সুতরাং সকল প্রকার কর্ম বন্ধনতে মুক্তি লাভ করবা আবশ্যক । নির্বাণ লাভ হল জৈনদের চরম লক্ষ্য । পুনজন্মতে মুক্তি লভিবা নিমন্তে ইন্দ্রিয়কে জয় করে সব আশা ত্যাগ করতে হল । সর্বপেরি সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্র - এই ত্রিরত্ন অবলম্বন করে নৈতিক এবং

আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা সাধক কর্মফল জনিত পুনজন্মতে মুক্তিলাভ করে এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হএ । (১৯)

নয়বাদ :

প্রত্যেক দ্রব্যতে রূপ-গুণ(কলা-ধলা) , স্পর্শগুণ (থণ্ডা-গরম), রত্র গুণ (খটা-মিঠা) প্রভৃতি প্রত্যেক গুণ রহেছে। এমতন প্রত্যেক দ্রব্য বা বস্তু অনন্ত ধর্মাত্মক অথবা অনন্ত গুণ ধর্মযুক্ত । বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বিশেষত্ব নিরূপণ করে । এক দ্রব্য কেমন অন্যদ্রব্যথিকে ভিন্ন তাহা কুনু নির্দ্ধষ্টি গুণ জ্ঞান নয় বলাযাএ । নয়গুণ সাতটি ভাগতে বিভক্ত করাগেছে , যথা : নৈগমনয় , সংগ্রহনয় , ব্যবহার নয় রুজুসূত্র নয়, শব্দনয়, সমভিরূঢনয় , সমভিরূঢনয় এবং ভুতনয় । দ্রব্যর লক্ষণ ও গুণ দ্রব্যথিকে পৃথক নই । মনতে যুন ধারণা জ্ঞান জাত হএ তাকে দ্রব্য নয় বলাযাএ । দ্রব্য বা পদার্থ নাথাকবা বেলে তাহার কেবল গুণ যবে বিচার করাযাএ , তাকে পর্য্যানয় বলাযাএ । যেকুনু দ্রব্যথিকে প্রত্যক্ষ করবা বেলে প্রথমে কতটি গুণ পৃথক রূপে উপলবধ করে দ্রব্যটি বিশেষ বা অন্যান্য দ্রব্য থিকে পৃথক বোলে অনুভূতি জন্মে । তারপর তাহার লক্ষণ ও গুণ কেবল মন বিচার করাযাএ । বিচার সরলে মন কেবল লক্ষণ ও গুণ স্থান পাএ । দ্রব্য প্রত্যক্ষ করবা আর প্রয়োজন নই । এণু নয় দ্রব্যনয় পর্য্যায় নয় ভেদ জ্ঞান বিভক্ত হএ ।

জ্ঞান : জৈন দর্শনতে জ্ঞান স্বপরাপ্রকাশ এবং তাই আত্মার স্বাভাবিক গুণভাবে স্বীকৃত হএ । প্রবচনসারতে অনন্ত সুখ হিঁ অনন্ত জ্ঞান এবং তার এক ও অভিন্ন বোলে আচার্য্য কুন্দ কুন্দ উল্লেখ করেছে । আত্মা ও জ্ঞান মধ্যতে কুনু নাথাকবা হেতু কেবল জ্ঞানকে জাণবা অর্থ হছে কেবল আত্মা জাণবা ।

জৈনমতনুসার জ্ঞান , যথা : মতি জ্ঞান অথবা আভিনিবোধিক জ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধি জ্ঞান , মনঃ পর্য্যায় জ্ঞান জাত হএ তার মতি জ্ঞান । ন্দ্রিয় ও মন মাধ্যকতে উতপন্ন জ্ঞান মতি জ্ঞান বোলে তত্বার্থ সূত্রআচার্য্য উমাস্বাতি উল্লেখ করাগেছে। দুই প্রকার মতিজ্ঞান হল - ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ও মনোজন্য জ্ঞান । ইন্দ্রিয় বস্তু সান্নিধ্যতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হএ । মন সন্নিকর্ষতে মনোজন্য জ্ঞান প্রাপ্তি হএ । সর্বজ্ঞ বীতরাগ পরমেষ্টিনঙ্ক প্রদতবাণী শ্রবণ দ্বারা জনে জ্ঞান আহারণ করাযাএ অথবা পবিত্র গ্রন্থরু আহূত জ্ঞান হলে শ্রুতজ্ঞান । শ্রুতজ্ঞান দ্বিবিধ-অঙ্গবাহ্য ও অঙ্গ প্রবিষ্ট ।স্থবির কৃত আগম অঙ্গবাহ্য এবং গণধর কৃত আগম অঙ্গ প্রবিষ্ট নামতে কথিত । স্বীয় চেতনা শক্তি দ্বারা বিভিন্ন স্থান ও কালতে গটিত ঘটণাবলী প্রাপ্ত জ্ঞান হছে অবধি জ্ঞান । কর্মর অধিন ন হএ কর্ম নিজর অধীন হল অর্থাত ইন্দ্রয় দের সংযত কলে অবধি জ্ঞান জাত হএ ।সাক্ষাত আত্মার উতপন্ন হবা অবধিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলাযাএ । ব্রত বিধানাদি পালন দ্বারা অবধিজ্ঞান উতপন্ন হএ ।নিজ প্রয়াস দ্বারা কর্মর ক্ষয় হলাপরে মনুষ্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে ।

ঘৃণা , অসূয়া প্রভৃতি ত্যাগ করি যোগ এবং তাপস দ্বারা অন্যর মনোভাব বা চিন্তাধারা জাণবা হলে মনঃ পর্য্যায় জ্ঞান । দুই প্রকার মনঃ পর্য্যায় জ্ঞান হল-রজুমতি এবং বিপুলমতি । মনুষ্য যেতেবেলে স্বজ্ঞানেন্দ্রিয় ও ব্যক্তিত্বর বিকাশ করবা সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-বিলাস লিপ্ত ন হএ সম্যক দৃষ্টিবান ও সম্যক চরিত্রবান হএ । সেই সময় সে মন পর্য্যায় জ্ঞান অধিকারী হএ । সংপূণ্র্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি যুন দিব্যজ্ঞান মিলিথাএ তাই হছে কেবল জ্ঞান অথবা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । (২১) কেবল জ্ঞানকে তত্বার্থ সূত্রতে পবিত্র , পরিপূণ্র্ণ , পরমাথিক, নিরপেক্ষ, অসাধারণ, সর্বভাবদ্যোতক এবং অনন্ত গুণ ও অনন্ত

পর্য্যায়যুক্ত বোলে উল্লেখ করাগেছে । জীবর অঝ্ঞানতা জনে বাসনা প্রবতি উদ্রেক হএ । তবে বন্দন অজ্ঞানতা জনে ঘটে বোলে বলাযাএ । কারণ অজ্ঞানতা জনে জীব বাসনা প্রবৃতি বশবর্তী হএ । এবং বাসনা প্রবৃতি উদ্রেক ফল তাই কর্ম-পুদগল (পরমাণু কর্ম)র সন্নিকর্ষতে বন্ধন মুক্ত হএ । সুতরাং অজ্ঞানতা বিনাশতে বন্ধন মুক্তি মিলতে পারে এবং কেবল জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা নিরাকরণ হতেপারে । তিরত্ন-সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র দ্বারা সে কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত দএ বোলে তত্বার্থ সূত্রতে উল্লেখ আছে । জীবর কর্ম-পুদগল সান্নিধ্যরু সংপূর্ণ্ঞ বিছিন্ন হলে হিঁ এই বিশুদ্ধ ঝ্ঞান অবস্থা সম্কব হএ । এই জ্ঞান মধ্যতে মতি ও শ্রুতি পরোক্ষ এবং অবধি মনঃপর্য্যায় এবং কেবল জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান রূপে বিবেচিত । বস্তু প্রত্যক্ষ নাকরে অন্য কাহাকাছে বস্তুর বর্ণ্ঞনা শুনে অথবা অনুমান করে জুন জ্ঞান লাভ করাযাএ তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। অর্থাত ইন্দিয় এবং মন উপরে আশ্রিত জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলাযাএ । বস্তু প্রত্যক্ষ করে মধ্য জুন প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে তাই মধ্য আংশিক সংপূর্ণ্ঞ নই । কারণ প্রত্যেক দ্রব্য অনন্ত ধর্মাত্মক ।

কর্মবাদ :

অন্যান্য দার্শনিকক মতন জৈন দার্শনিকরা মধ্য কর্ম ও কর্ম ফল বিশ্বাস করেনা । তাদের মততে কর্মদ্বারা হিঁ কর্তা জন্মান্তর প্রাপ্ত হএ । প্রত্যেক জীব স্বয়ং কর্মবদ্ধ এবং কর্মভোগ অধিষ্ঠাতা । সে নিজর সূকর্ম সাধনা দ্বারা উর্দ্ধগামী এবং কুকর্ম দ্বারা অধোগামী হএ । পরিশেষতে জীব উভয়সু ও কু কর্ম সংপূর্ণ্ঞ রূপে ত্যাগ করি শুদ্ধ কেবল জ্ঞান দ্বারা হিঁ সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ করে । সমস্ত প্রকার কর্মর সমূল নিরাকরণ দ্বারা জীব কাছে শুদ্ধ জ্ঞান

পরিপ্রকাশ হএ । অতঃ জৈন মততে জীবর শ্রেষ্ঠত্ব কিম্বা পরমত্ব লাভ কেবল কুনু সুকর্ম সংপাদনর ফল নাহএ কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি জনে ঘটে । অর্থাত জীবর সিদ্ধিলাভ কর্ম জনে নই , জ্ঞান জনে সম্ভব । নিজর ভাল কর্ম বলতে জীব উর্দ্ধগামী হএ, কিন্তু তদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব বা পরমত্ব লাভ করতে পারেনা । এইটি সূচনা মিলে যে মোক্ষ প্রাপ্তি নিমন্তেকর্মবাদর কুনু আবশ্যকীয় প্রত্যক্ষ সংপর্ক নেই ।

জৈন মততে কর্ম হছে সাকার বা মূর্ত । দুগধতে ঘৃত সদৃশ সমস্ত কার্য্য কর্ম সতা বিদ্যমান । প্রকৃত , কাল , গন্ধ ও সূচনানুযায়ী জৈন কর্ম শাস্ত্রতে কর্ম আঠটি মূল প্রকৃতি উল্লেখ আছে , যথা : জ্ঞানবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয়, অন্তরায়, বেদনীয়, আয়ু, নাম ও গোত্র । তন্মধ্যরু প্রথম চারটি গাতিন কর্ম ও শেষ চারটি অঘাতন কর্মরূপে পরিচিত ।

জ্ঞানবরণীয় কর্ম দ্বারা মিথ্যা ধারণা জনিত জ্ঞান জাত হএ । দর্শনা বরণীয় কর্ম আত্মার দর্শনীয় গুণকে আবৃত করেথাকে এবং প্রকৃত সত্য দর্শনর প্রতিকূল হএ । মোহনীয় কর্ম দ্বারা দান-লাভ , ভোগ-উপভোগ, বীর্য্য আদি শক্তি বিনাশ হএ । এই কর্ম দ্বারা সমাজতে সবথিকে সুখী এবং বিতশালী ব্যক্তিকাছে পাশবিক ভাবনা জাত হএ । বেদনীয় কর্ম দুই প্রকার , যথা : সাতাবেদনীয় এবং অসাতাবেদনীয় । সাতাবেদনীয় কর্ম উদয়তে জীবকে অনুকূল পদার্থ প্রাপ্তি সুখ জনিত আনন্দ অনুভব হএ । অসাতা বেদনীয় কর্মর উদয়তে প্রতিকূল পদার্থ প্রাপ্তি দুঃখ জনিত বিষাদ জাত হএ ।আয়ু কর্ম দ্বারা প্রাণীর জীবনকালসূচিত হএ । আয়ু কর্ম জনে প্রাণী জীবিত থাকে এবং এই কর্মর ক্ষয় প্রাণীর মৃতুে্য হএ । আয়ু কর্ম চার প্রকার , যথা : দেবায়ু, মনুষ্যায়ু , তির্য্যকায়ু ও নরকায়ু । নাম কর্ম একশহ তিনটি প্রকৃতি

মুখ্যতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত , যথা পিণ্ড প্রকৃতি, প্রত্যেক প্রকৃতি, ত্রস দশক এবং স্থাবর দশক । পিণ্ড প্রকৃতি জনে জীবকাছে ৫ জাতি, ৫ শরীর , পন্দরটি বন্ধন, শরীর ৫টি বণ্র্ঞ, দুটি গন্ধ, রস আদি সংযোজিত হএ । জীব শ্রেষ্ঠ ভাবনা ধর্ম স্থাপন ক্ষমতা আদির অধিকারী হবা কারণ প্রত্যেক প্রকৃতি কর্ম । ত্রসদশক জনে জীব সুন্দর , মিষ্ট ও সমবেদনণীল হএ । স্থাবর দশক কর্ম জনে অসুন্দর এবং রুক্ষ স্বরযুক্ত হএ । গোত্র কর্ম দ্বিবিধ- উচ্ছগোত্র কর্ম ও নীচগোত্র কর্ম । উচ্চগোত্র কর্ম দ্বারা প্রাণী নীচকূলতে জন্ম গ্রহণ করে সংস্কারহীন হএ ।

কাল অনূসারে কর্মকে সতা, বন্ধ ও উদয় কর্ম রূপে তিনিভাগতে তয়বিভক্ত করাগেছে । পূর্বজন্মতে অর্জতি কর্মর সতা বর্তমান জীবনতে প্রতিফলিত । বর্তমান জীবন কর্ম ভবিষ্যত জীবন জনে ফল প্রদান করিব , তাহা বন্ধ । বর্তমান ভল ও মন্দর জনে ফলাফল অনুভূত হএ , তাহা উদয় কর্ম রূপে অভিহত ।

চউদটি উপায়তে জীব কর্ম বন্ধনতে মুক্তি পাএ । সেগুন হল মিথ্যা - ত্বগুণস্থানক, সাশ্ব্যাসদন মিশ্র অবরতি সম্যক দৃষ্টি, দেশবিরতি, প্রমত, অপ্রমত নিয়তিবাদ , সূক্ষ্ম পর রায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ ও অযোগী কেবল ঘুণস্থানক । এই জৈন দর্শনতে চতুর্দ্ধশগুণ স্থানক নামতে অভিহিত ।

নিরশ্বরবাদ :

জৈন ধর্ম নিরীশ্বরবাদী ধর্ম । প্রারস্কতে নিবৃতিমার্গগামী থাকবা জৈন ধর্মতে ভক্তিভাব ধারা ছিল । জৈন ধর্মর মূল সিদ্ধান্ত হছে - সংসার আবহমান কালতে ছিল , রহেছে এবং রহিবে । জৈন দার্শনিক মততে অনাদি কালতে বিদ্যমান এই বিশ্ব ও তাহার প্রত্যেক বস্তু উতপতি নিমতি কুনুএক সর্বজ্ঞ,

সর্বব্যাপী, সর্ব শক্তিমান জগতকর্তা পুরুষবিশেষ - ঈশ্বর বোলে কেউনেই বা তার আবশ্যকতা নেই । তাদের মততে জগত বাস্তব এবং তাহা স্বয়ংজাত ও সনাতন । তার আদি অন্ত কিছু নেই । নিজের স্থিতি জনে কাহার উপরে নির্ভর করেনা। স্বাভাবিক রীতি ক্রম বিকশিত এই সংসার , বিশ্ব অথবা জগতর কেউ স্রষ্টা , তত্বাবধারক কিম্বা সংহতা নেই । তাই জৈনরা ঈশ্বর সতাতে আবশ্যকতা অনুভব করেনা । এই সংসার স্বধর্ম দ্বারা পরিচালিত । জীব বা আত্মা যবে এহা বুঝতেপারে সেসময় সে অবিদ্যাকে জয়করে বুদ্ধজ্ঞানর অধিকারী হএ ।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক জাকোবি মততে জৈনরা যদিও নিরীশ্বরবাদী অটে, তথাপি সম্ববতঃ নিজেকে নিরশ্বরবাদী বোলে পরিচয় দিবাকে তারা পসন্দ করেনা । যদিও তারা স্বীকার করে যে এই জগত অনাদি, অনন্ত এবং এই ঈশ্বর দ্বারা নির্মতি নই বা শাসিত নই, তথাপি তার ইশ্বর ভলি পূজনীয় তীর্থ ভক্তি করে , যারা কি এই সংসার মায়াজাল তথা সমস্ত বিকারতে পূর্ণ্রুতঃ মুক্ত হএ সর্বজ্ঞ হবা জনে নিজর সমস্ত পূর্ব কমর্কে নিজর সমস্ত পূর্ব কর্মকে নষ্ট করে পরিপূর্ণ্র অবস্থাকে প্রাপ্ত হএ । (২২)

জৈন সিদ্ধান্ত অনুসারে অগণিত দেব দেবী অবলম্বন ত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীল হবা একান্ত প্রয়োজন । পাপ কর্ম জনে মনুষ্য জুন ফল ভোগ করে তাই দেবদেবী পূজা-আরধনা দ্বারা দূর হএনা । কেবল অনসক্ত এবং লোভ ও হিংসা বিবর্জতি জীবন দ্বারা কাম ,ক্রেধ,মোহ, মদ, মাসর্য্য, দ্বেষ প্রভৃতিবিকার (পাপ) ত্যাগ করতেপারলে আত্মশুস্ক হএ । জৈন মততে মনুষ্য নিজেনিজ রক্ষাকতা এবং ভাগ্যনিয়ন্তা । ব্যক্তিগত উদ্যম দ্বারা মনুষ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উকর্ষ লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হএ । আত্মকল্যাণর্থ

কেবল সম্যক জ্ঞান ও সম্যক শুদ্ধ চরিত্র প্রাপ্ত হবা জনে মনুষ্য মনুষ্য কুনুদেবদেবী, কুনু বাহ্যশক্তি অথবা অন্যান্য রহস্যময়ী সতাগুন উপরে নির্ভর করবা অনাবশ্যক । গীতা অনুসার উদ্ধরেদাত্মনাত্মনাম অর্থাত মনুষ্য নিজ নিজ উদ্ধার কর্তা । জৈন সিদ্ধান্ত মধ্য এই শিক্ষা মিলে । (২৩) জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্য মতবাদী অনুসৃত ঈশ্বর অস্বীকার করি অত্মা অবলম্বন মূলক ইশ্বর উপরে অধিক আস্থা স্থাপন পূর্বক মনুষ্য ভাগ্যবাদী হবা ধ্বংস মুখতে রক্ষাকরে ।

কর্মক্ষেত্র মধ্য প্রথমে এই শিক্ষা জ্ঞান ক্ষেত্রআরস্ক হএ । সম্যক জ্ঞান নিমন্তে মনুষ্যকে শ্রুতি উপরে নির্ভর করতে পড়েনা । গ্রন্থ বিশেষ বন্ধন মুক্তি জৈনধর্ম তথা অন্যান্য প্রগতিশীল বিচারক মহত্বপূর্ণঞ্চ উদ্ধেশ্য তথা কর্তব্য ছিল । অত প্রাচীন কাল যদি ভারত এই প্রকার শ্রুতি বিরোধ হএনা তবে মধ্য যুগীয় ৎউরোপ পরি ভারতীয় দার্শনিকরা মধ্য স্বতন্ত তথা স্বাধীন বিচারক হতেপারেনা ও শ্রুতি বিরোধী স্ম্প্রদায় প্রভাব জনে ভারত বর্ষ অনেক আস্তিক (শ্রুতি সম্মত)দর্শন উথান হল ।

তত্বদর্শন ক্ষেত্র এমতন জৈন ধর্ম কষ্ট সিদ্ধান্ত হল নিরীশ্বরবাদী । পরে বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদ বিশ্বাস স্থাপন কল । কিন্তু বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদ নৈরাত্মবাদ অংশ । জৈন ধর্মমৌলিকতা প্রতি ধ্যান দেলে এই সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করবা সহজ হবে । ঈশ্বর অস্তিত্ব বিশ্বাস করবা জনে প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্ম প্রবর্তকরা উপদেশ দিএ । প্রকৃতিক ঘটণা গুন অপ্রাকৃতিক কারণ বিশ্বাস প্রারস্কিক ধার্মকি মস্তিষ্ক প্রধান লক্ষণ । অত প্রাচীন কালতে যে জৈনধর্ম এই পক্ষপাত মুক্ত স্তুল তাই বাস্তবিক প্রণিধানযোগ্য । বৈজ্ঞা নিয়ম অনুসার নিক দৃষ্টিকোণতে প্রকৃতি জগত এক স্বতন্ত সমষ্টি । নিরবচ্ছিন্ন এহার প্রত্যেক

ঘটণা ঘটে । এই নিয়ম গুন কুনু বাহ্য শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারেনা । ঈশ্বর স্রষ্টা বিবেচনা করবা অর্থ প্রকৃতি অখণ্ডতা ও স্বাতন্ততা অবিশ্বাস করবা । প্রকৃতি সম্বদ্ধীয় এই রহস্য জৈনধর্ম যে অত প্রারম্ভিক অবস্থা উদঘাটণ করতেপারল ো তাই উল্লেখযোগ্য ।

জৈনরা নিরীশ্বরবাদী হলে মধ্য তীর্থ বা জিন তথা তাদের শাসন দেবী পূজা করে কিন্তু তারা স্রষ্টা পালক, অথবা সংহতা ভাব স্বীকার করেনা । তীর্থর আদর্শ এবং কৈবল্য প্রাপ্ত পুরুষতম হবা জনে তারা পূজ্য বোলে জৈন ধারণা । যদিচ জৈনরা ঈশ্বর মানেনা তারা তীর্থরা আদর্শ চরিত্র ও উপদেশ অবলম্বন করে বিশুদ্ধ নীতিময় জীবনযাপন করে । এণু আপ্ত বচন (তীর্থর বাণী) জৈনরা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে ।

জৈনধর্ম দ্বারা জড জগততে এই প্রকার নিরপেক্ষতা উদঘাটিত হবা সত্বে, আদের দেশে এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক আরম্ভ হএনি । এহার মুখ্য কারণ হল সমাজর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তী মোক্ষ অন্বেষণতে সর্বদা রত । প্রাকৃতিক রহস্যর সতা আবিষ্কার পূর্বক জডশক্তি গুন উপরে আধিপত্য বিস্তার করবা আকাংক্ষা তাদের নেই । হিন্দু দর্শন করে জৈন দর্শন মধ্য মোক্ষর বিশ্বাস করে । মোক্ষ অর্থ শরীর অথবা জড জগতর মুক্তি । অতএব এই মনিষীদের জডসম্বন্ধীয় পর্য্যালোচনা বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হএনা। কারণ জুন শ্রুতি বিরোধী দৃষ্টি কোণ ভারতর তর্ক প্রগতিকে প্রভাবিত করল , সে তাহার নিরীশ্বরবাদ ভারতীয়দর্শন উপরে বিশেষ প্রভাব পারলনি । অপরন্তু জৈনধর্ম ঘোর দৈতবাদ আত্মা ও অনাত্মাকে অধিক প্রশস্ত ওগভীর ভাবে রূপায়িত করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে প্রকৃতি অবিচ্ছিন্ন করবা জনে সহায়ক হএ ।

স্যাদবাদ :

জুন বস্তু যেমন তাকে সেমন ভাবে সন্দর্শন করবা সিদ্ধান্তকে স্যাদবাদ বলে । জুন বস্তু জুন রূপে বা অবস্থাতে যথার্থ , তাকে সেই রূপে বা অবস্থাতে যথার্থ কহিবা এবং অন্যরূপ বা অবস্থাতে অযথার্থ কহিবা হছে স্যাদবাদ । স্যাদবাদ বা "Theory of may be" অথবা অনেকান্তবাদ হছে জৈনধর্মর মহত্বপূণ্র্ঞ দর্শন ।জৈনদর্শন অনুযায়ী বস্তুর অনন্ত পর্য্যায় , অনন্তগুণ নিহিত । এই দর্শনর বস্তুর অনেক গুণ বা ধর্ম এবং মনুষ্যর জ্ঞানর নিশ্চিত রূপে নির্ভুল বোলে স্বীকৃত হএনা । তাই সিদ্ধ হতেপারে অসিদ্ধ হতেপারে । বস্তুর গুণ বা জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণতে ভিন্ন ভিন্ন বোধহএ । উদাহরণ স্বরূপ বৃক্ষ হলচে কহিলে এহা ঠিক এবং ভুল মধ্য । কারণ বৃক্ষর ডাল ও পত্র হলচে কিন্তু তা সহিত বৃক্ষ হলেনা যেহেতু তাই এক স্থানতে দণ্ডায়মান । বস্তুর অনেকাত্মগুণ নির্দ্ধশে জনে স্যাত শব্দ প্রযুক্ত হএ । স্যাত শব্দ অর্থ হছে কংথচিত ।কুণু এক দৃষ্টিকোণতে বস্তুর বণ্র্ঞনা যেমন ভাবে করাগেছে , অন্য এক দৃষ্টিকোণতে সেই বস্তুর বণ্র্ঞনা সংপূণ্র্ঞ ভিন্ন ভাবে করাগেছে । যদিচ বস্তুর মধ্য এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান তথাপি বর্তমান আমাদের ধ্যান এই গুণ বা ধর্ম প্রতি কেন্দ্রিত হবা বস্তু এই ভাবে প্রতিভাত হএ ; কিন্তু বস্তুর কেবল যে এক রূপ আছে তা নই, এহার অন্য অনেক রূপ মধ্য আছে - এহা সত্যর অভিবক্তি নিমত স্যাত শব্দর প্রয়োগ করাগেছে । স্যাত শব্দর প্রয়োগ হবা এহাকে স্যাদ বাদ বলাযাএ । স্যাদবাদকে অনেকান্তবাদ মধ্য বলাযাএ , কারণ বস্তুর গুণ অনেকাত্ম হেতু স্যাদবাদ দ্বারা তার বণ্র্ঞনা করাযাএ । (৪)অনেকান্তবাদ দৃষ্টির বিচার কলে স্যাদবাদ সত্য এবং যথার্থ । স্যাদবাদ দ্বারা হিঁ সত্য এবং যথার্থ জ্ঞান সম্ভব ।

জৈন দর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক জ্ঞান অথবা বস্তুর গুণ বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সাত প্রকার হএ । এই সাত প্রকার সম্ভাবনা মাধ্যমতে বস্তু নিহিত অনেক ধর্ম বা গুণকে জৈন দার্শনিকরা ব্যক্ত করেথাকে । এহা সপ্তভঙ্গীনয় নামতে অভিহিত - স্যাত অস্তি (It is) স্যাতনাস্তি (It is not) স্যাত অস্তি নাস্তি (It is and It is not) , স্যাত অবক্তব্যম (It is indescribable or unpredicable),স্যাত অস্তিচ অবক্তব্যমচ(It is indescribable or unpredicable), স্যাত আস্তিনাস্তিচ অবক্তব্যংচ (It is, is not and is indescribable or unpredicable), অর্থরে এহা হতেপারে , এহা ন হতেপারে, হএত আছে , হএত নেই । উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি পিতা হতেপারে, নাহতেপারে । এক নির্দ্ধষ্টি বালক সহিত তার পিতার সংপর্ক রহেছে , অন্য এক বালক সহিত তার পিতার সংপর্ক রহেনা । কিন্তু দুইজণ বালক ধরে বিচার কলে সে পিতা এবং পিতা নই । এক হবা নাহবা কথা শব্দর প্রকাশ করতে হএনা । এইজনে বিশ্ববাহার কথন ও চিন্তা বহির্ভুত সংসার বিবিধ বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি কোণতে দেখলে অমোর দৃষ্টিপাত উদার হএ এবং নানা প্রকার প্রতিরোধ দূর হএ । স্যাদবাদ এমন ভাবে অতি বিচক্ষণ ও বিচিত্র । অনেক ভাবে এহার পৃষ্ঠভূমি গঠিত । তবে এহা এক বস্তু হলে হেঁ অনেক দৃষ্টিকোণতে পরিলক্ষিত হতেপারে । (২৫)

আমার জ্ঞান অস ূর্ণ্ণ বা আংশিক হবাজনে কুনু বিষয় জাণু বোলে নির্দ্ধষ্টি ভাবে আমরা বলতে পারবনা । জানেনা কহিলে নির্দ্ধষ্টি অর্থ জণাযাএ কিন্তু জেণেআছে কহিলে নির্দ্ধষ্টি অর্থ জানেনা । আমি গোপালকে জানি কহিলে গোপালর বয়স , যোগ্যতা, বুদ্ধি ,চরিত্র প্রভৃতি অনেক কথা কতটি

জাণি তাহা কেউ বুঝতেপারেনা । এই বস্তু সত কি অসত নিত্য কি অনিত্য , ভিন্ন কি অভিন্ন, ভাব কি অভাব , বক্তব্য কি অবক্তব্য; অভাব হবা অবক্তব্য কি ভাব হবা বক্তব্য , ভাব কি অভাব অবক্তব্য - এমন কুনু বিষয় নিদ্ধিষ্ট ভাব বলাযাতেপারে । প্রত্যেক উতরতে স্যাত উপসর্গ অর্থাত কুনু প্রকার যোগ করতে হবে । যদি কেউ প্রশ্ন করে আম্ব খটা, পাকা আম্ব মিষ্টি । আম্বর প্রকৃত স্বাদ কি ? অবস্থাভেদ আম্বর স্বাদ ভিন্ন নির্দ্ধষ্টি লক্ষণ কেমন বলাযাবে ? আম্বর কত লক্ষণ অপরিস্স্কুটিত । কুনু প্রকার আম্ব ও পাকা আম্ব এক । কিন্তু স্বাদ বিভিন্নতা জনে এক বলাযাবেনা । কুনু প্রকার আম্ব পাকা আম্ব থিকে ভিন্ন । কিন্তু এক বৃক্ষ ফলবা আম্ব কবে স্বাদ বদলে ভিন্ন বলাযাএ । কুনু প্রকার খটা ও মিঠা এক হলে , কিন্তু এক বলাযাএনা । এহা হিঁ স্যাদবাদ । (২৬)

স্যাদবাদ অথবা অনেকান্তবাদ অনুসার জীব মূলতঃ অপরিবর্তনীয়হলে সুদ্ধা গুণতঃ বিভিন্ন পরিবর্তনীয় অবস্থা মধ্যতে গতি করে । তার সতা চিরন্তনতা থাকে এবং ক্ষণিকত্ব মধ্য থাকে । কুনু বস্তুর নিত্যতা , অনিত্যতা, তদাত্মতা এবং বিভিন্নতা সম্বন্ধতে জ্ঞানলাভ করবা জনে সপ্তভঙ্গীনয় সংযোজনা করাগেছে । কালন্তর শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ এই সিদ্ধার্থ খণ্ডন করে । শঙ্করাচার্য্য বলিল - সত এবং অসত ভেদ এবং অভেদ আদি গুণ অন্ধকার এবং প্রকাশ তুল্য কুনু এক বস্তু মধ্য এক সময়তে বর্তমান রহিতেপারেনা । তার মততে জুন বস্তু আছে তার কবে রহিবেনা - এমন মনে করবা ঠিক নই । প্রত্যেক বস্তু.হএত ভাব আছে অথবা অভাব রহেছে । কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর উভয় ভাব ও অভাব এদুটি অবস্থা রহেনা ।

সপ্ততত্ব :

জৈন ধর্ম মুখ্যতঃ সাতটি বাস্তবতা (Seven Realities) ব মিমাংসা । সেগুন হল জীব - চৈতন্য স ন্ন সতা , অজীব-শরীর আদি জড পদার্থ আশ্রব-শুভাশুভ কর্ম দ্বারা , কর্ম বন্ধ জীব বা আত্মা ও কর্মর পারস্পরিক সহযোগ, কর্মাশ্রম পথর প্রতিরোধ, নির্জরা-পর্বসত কর্মর বিনরশ এবং মোক্ষ-কর্ম ও পুনজন্ম সস্কাবনা আতমার মুক্তি অথবা জীব অজীবর মুক্তি । জীব এবং অজীব পরস্পর সংস্পর্শএসে জুন শক্তি করে তাই জন্ম , মৃতুে্য তথা জীবন কাল লবধ বিভিন্ন অনুভূতি গুন কারণ হএ । এই প্রণালি বিরোধীকরণ তথা এক শৃঙ্খলিত পন্থা দ্বারা শক্তির বিনাশ ঘটে মোক্ষ প্রাপ্ত হএ । এই জৈন ধর্মর সাতটি দার্শনিক তত্বর সূচনা মিলে । এই সপ্ততত্ব, হল ১) জীব তত্ব, ২) অজীবতত্ব , ৩) জীব ও অজীব পরস্পর সংস্পর্শ আসে ৪) এই সংস্পর্শ শক্তি উতপন্ন করে , ৫) এই সংস্পর্শ নিরোধ করাযাতেপারে ৬) শক্তির ধ্বংস করাযাতেপারে এবং অবশেষতে ৭)এমন ভাবে নির্বাণ লাভ হতেপারে ।(২৭)

জৈন ধর্মর অন্য কত বিশেষত্ব :

পরমেষ্টিন আরধনা কলে আত্মা পরমাত্মা প্রাপ্ত হএ বোলে জৈনরা বিশ্বাস করে । পরমেষ্টিন হলে-অর্হত (২৪ তীর্থঙ্কর), সিদ্ধ(মোক্ষপ্রাপ্ত আতমা), আচার্য্য (মোক্ষমার্গ প্রদর্শক), উপাধ্যায় (জ্ঞান দাতা) এবং সাধু (ভিক্ষু) প্রত্যেক পরমেষ্ঠি নিমন্তে স্বতন্ত মন্ত্র ও পূজা পদ্ধতি বিধান রহেছে । জৈনরা দীপাবলী, শারদ পূজা, জ্ঞান, সিতল পূজা , মকর সংক্রান্তি প্রভৃতি হিন্দু পর্বপর্বাণী মধ্য পালন করে ।

জৈনধর্মর অনুসৃত বিভিন্ন ব্রত মধ্য পর্যুষণ ব্রত হছে আত্মা স্বরূপ অটল রহিবে । পর্যুষণ ব্রতর সারকথা হল - কাম, ক্রেধ, লোভ, মোহ, মদ,

বাসর্য্য, দ্বেষ আদি বিকার পরিহার পূর্বক শুদ্ধ পূত , নির্বকিোর ,সচ্চিদানন্দ লাভ । ত্যাগ ও আত্মসংযম উপরে পর্য্যুষণ ব্রতর সফল নির্ভর করে । অন্য ব্রত হল সম্বসরী ব্রত । ক্ষমা যাচনা এই ব্রত প্রধান কর্ম । যদি অন্য সহিত মনোমালিন্য হএ, তবে পরস্পর মধ্য ক্ষমা যাচনা করিব উচিত । ক্ষমা যাচনা উপরে জৈন ধর্ম শাস্ত্রর ব্যাখ্যান হল - আমি সমস্ত জীব ক্ষমা প্রোর্থনা করছে । আমি সমস্ত জীব ক্ষমাদান করে । আমি কাহার অমঙ্গল চাইনা । সমস্ত সহিত আমার মিত্রতা রহে । (২৮)

জৈন অষ্টমঙ্গল হিন্দু ধর্মর অষ্টমঙ্গল হলে - স্বস্তিক, শ্রীবস , নদ্যাবর্ড, কল্পবৃক্ষ, ভদ্রাসন, কলস, মস্ছ্য ও দর্পণ অথবা মৃগরাজ, বৃক্ষ , নাগ, কলস , ব্যজন , জৈয়ন্তি , ভেরী ও দীপ অথবা ব্রাহ্মণ, গৌ হুতাসত , হিরণ্য , ঘৃত , আদিত্য , আপ ও রাজা

।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনতে যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক অনুষ্ঠানর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাযাএ । জৈন ধর্মর তাই স্বীকৃত হএনা । তবে আস্তিকরা জৈন মততে নাস্তিক কহে । (৩০)

জৈন ধর্মর সাম্য বা সমতা ছিল এক মুখ্য অনুশাসন । জৈন মততে মনুষ্য জাতি-বিভাগ জন্ম অনুসার নই , কর্ম অনুসার । মহাবীর জাতি প্রথা বিরোধ করে । সোসবীনীব হিতায় সত্যর প্রচার করে । নারী জাতির বিকাশ ও স্বাধীনতা সপক্ষ এবং দাসত্ব প্রথা বিরুদ্ধ জৈনরা স্বর উতোলন করেছিল ।

জৈনধর্ম সংপর্কতে প্রসিদ্ধ জৈনতত্ব বিত J.L. Jainyঙ্ক মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । সে বলে (“Jainism more than any other

creed gives abolute freedon to man. Nothing can intervene between the actions which we do and fruits thereof. Once done, they become our masters and must fruetify. As my independence is great so my respinsibility is co-extenssive with it. I can live as I like, but my choice is irrevocable and I cannot forego the consequences of it. This principle distinguishes Jainism from other religions, for example , christianity , muhammadanism, Hinduism. Not God, or His prophet or Deputy or Beloved can interfere with human life. The soul and it alone, is directly and necessarily responsible for all that is oes." অর্থাত জৈনধর্ম মনুষ্যকে পূর্ণ্ণ স্বাধীনতা দিএ ।এহার কুনু ধর্ম নেই ।আমি জুন কর্ম করি ও সেই কর্ম ফল এ দুই মধ্যতে আর কিছু রহিতেনাপারে । এক বার করাহলে তারা (সেহি কর্মরা) হয় আমার নিয়ন্তা (প্রভু) । সবায়র ফল নিশ্চয় ফলবে । যেমন আমার স্বাধীনতা অতি উচ্চ ও মহত সেমন আমার দায়িত্ব মধ্য তা সঙ্গে সমান মূল্য বান ।আমার যেমন ইচ্ছা সেমন জীবনযাপন করতেপারি । কিন্তু একবার রাস্তা বেছেনিলে আর ফিরবার উপায় নেই । আমার সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘ্য । আমি এহার ফলভোগ লঙ্গিপারবেনা । আমি সে কর্ম বেছে নিবার ফল অন্যথা করতে পারবনা । আমি সে কর্ম বেছে নিবার ফল অন্যথা

করতে পারবনা । এই নীতি , জৈনধর্মর অন্যান্য ধর্মর , যথা : খ্রীষ্টধর্ম , মুসলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্মর বারি হএ। কুনু ঈশ্বর বা তার অবতার কিম্বা তার স্থলাভিষিক্ত কিম্বা তার প্রিয় (পুত্র বা পয়গম্বর) কেউ মানবজীবনর হস্তক্ষেপ করতে পারবনা । কেবল আত্মা ও এই আতমা একি সাক্ষাত ভাবে সে যাই করে , তাই দায়ী । (৩২) ।

এমন বিভিন্ন তত্ব, দার্শনিক সিদ্ধান্ত , এবং আদর্শ উপরে জৈনধর্ম আধারিত । জৈনধর্মর মূলতত্ব হল - শান্তি , সৌহার্দ্ধ্য , ত্যাগ , আত্ম অবলম্বন, সত্য , অহিংসা , জিতেন্দ্রিয়তা , ব্রহ্মচর্য্য , কঠোর তপশ্চরণ , আত্ম সংযম, আত্ম সমীক্ষা , বাক সংযম , ভাবশুদ্ধি, শৃঙ্খলা , বিনয় সেবা , পঠন , ধ্যান, কর্ম বন্ধনর মুক্তি, নিষ্কাম জীবন যাত্রা এবং মোক্ষ প্রাপ্তি নিমন্তে উদ্যম । (৩৩) দয়া ও অনুকংপা উপরে জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত । ধার্মকি , অধ্যাত্মিক, দার্শনিক , বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ জৈনধর্ম মানব জীবন ও সমাজকে এক সংপূর্ণ্ণ মুক্ত পরিবেশ মধ্যতে সরস করতেপার ।

ভারতীয়সভ্যতা ও সংস্কৃতির জৈনধর্মর অবদান

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জৈনধর্মর অবদান উল্লেখনীয়। জৈনধর্মর কঠোর অহিংসা নীতি, পবিত্র নীতিময় জীবনযাপন, জাতিভেদ বিহীন সমাজ নারী স্বাতন্যর আদর্শ এবং বেদর অপৌরূষেয়তা, নিরশ্বরবাদ অনেকাত্মবাদ অথবা স্যাদবাদ, নিবৃতিমার্গ, ত্রিরত্ন, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও পূজা পদ্ধতির নিষ্কলতা, কায়-ক্লেশ আদি সিদ্ধান্ত ভারতীয়রা দের বহুল প্রভাব পকাই পেরেছিল। সৃষ্টি, আত্মা, জীব, অজীব, কর্ম,পুনর্জন্ম, নির্বাণ আদি উপরেমহাবীর চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করবা সংগে সংগে সে স র্কে অধিক গবেষণা ও অনুশীলন জনে প্রোত্সাহিত করেছিল।জৈন দর্শন বিশেষত সাংখ্য

দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রকে কতকাংশতে প্রভাবিত করেছিল।স্যাদবাদ জৈনধর্মর মহত্ত্বপূর্ণ্ণ দান। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য নিজ নিজর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা স্যাদবাদকে খণ্ডন করেছিল। ওডিশার জগন্নাথ সংস্কৃতি (৩৪),নাথ ধর্ম(৩৫) এবং মহিমা ধর্ম (৩৬)রে জৈন ধর্মর প্রভাব পরিলক্ষিত হএ।

ওডিশার জগন্নাথ সংস্কৃতিতে জৈনধর্ম সমেত অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় হএআছে। জৈনধর্মর কত গবেষকঙ্ক মততে জগন্নাথ সংস্কৃতিতে জৈন ধর্মর প্রভাব অনুভুত হএ।জগন্নাথঙ্ক নাম জৈন ধর্ম থেকে উভব। জীনেশ্বর কিম্বা আদিতীর্থাঙ্কর রুষবঙ্ক অন্যনাম জগন্নাথ বোলি অভিধান রাজেন্দ্র (৩৭)তে লিখিত হএছে। জৈনধর্মর সাম্যবাদ , জাতিভেদ প্রথা বা জাতিগত বিদ্বেষর বিরোধ, আহিংসাত্মক যজ্ঞ পদ্ধতি সর্বজীবহিতায়র ভাবনা তথা কত পর্বপর্বাণীর প্রভাব জগন্নাথ সংস্কৃতিতে হএথাকবা দেখাযাএ। জগন্নাথঙ্কু সমর্পতি ভোগ বা মহাপ্রসাদকে জাতি, বর্ণ্ণ, নির্বিশেষতে সবাঈ সেবন করেথাকে। জগন্নাথ মন্দির পূজক বা সেবায়তরা ব্রাহ্মণ নএ। জগন্নাথঙ্কর অনবসর সময়তে দয়িতাপতিরা পূজা করত। ওরা অনার্য্য গোষ্ঠীর। জগন্নাথ মন্দিরর বিভিন্ন কার্য্যগুরা নানা জাতি বা শ্রেণী র লোকরা নির্বাহ করত। জগন্নাথঙ্ক রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, নবকলেবর আদি উত্সবানুষ্ঠান জৈনধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। আশাঢ শুক্লপক্ষর দ্বিতীয়া দিন রুষভনাথ ভৃণ রূপতে ওর মাতৃগর্ভতে সরিত হএছিল বোলি জৈনদেরা বিশ্বাস। তাই জনে এ দিন রুষভনাথঙ্ক চৈত্য যাত্রা বা রথযাত্রা উত্সব জৈনমানঙ্ক দ্বারা অনুষ্ঠিত হএ।সেমন পার রিক ভাবতে আষাঢ শুক্ল দ্বিতীয়া দিন জগন্নাথঙ্কর রথযাত্রা উত্সব পালন করাযাএ। জৈনরা এ দিবসটিকে কল্যাণক দিবস রূপে মান্য করত। ওডিশাতে এ দিনটিতে বার ও নক্ষত্র নির্বিশেষতে শুভ কার্য্য করতে হএ।

চৈত্র শুক্ল অষ্টমী দিন রুষভনাথ জন্ম গ্রহণ কারছিল। সেদিন ভুবনেশ্বরতে অশোকাঅষ্টমীতে রথযাত্র হএ। রথগুডার তৈরি জৈন চৈত্য সদৃশ।জগন্নাথঙ্ক মত জৈন প্রতিমাদের মধ্যস্নান যাত্রা ও নবকলেবর উত্সব পালন করাযাএ। জৈন তিরত্ন(সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সম্যক চরিত্র) থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র ত্রিমূর্তি বোলে কত মত ব্যক্ত করে । শ্রীজগন্নাথঙ্ক মন্দির মধ্যতে নবকলেবর স্থান কোইলি বৈকুণ্ঠ বা কৈবল্য বৈকুণ্ঠ রূপে পরিচিত । জৈনমানঙ্কর সাধনার উদ্দেশ কৈবল্য। জগন্নাথঙ্কর মহাপ্রসাদ কৈবল্য রূপে সম্মানিত। এ মহাপ্রসাদ সেবন কলে ভক্তরা কেবল জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ করন্তি বোলি বিশ্বাস রহোছ। এ থেকে জৈন কেবল জ্ঞানর প্রভাব সূচিত হএ।রুষভনাথঙ্ক লাঞ্ছন ধর্মচক্র। এহা সংগে জগন্নাথঙ্ক নীলচক্রর স র্ক রহেছে। রাজস্থানর মাউন আবু এবং ওডিশার কেন্দুঝর জিল্লার আনন্দপুর উপখণ্ড অন্তর্গত পোডাসিঙ্গিডি সমেত ভারতর অন্যান্য রুষভদেবঙ্ক মূর্তি পূজা পীঠ চক্রক্ষেত্র নামতে খ্যাত। শ্রীজগন্নাথঙ্ক পীঠ পুরী মধ্য চক্রক্ষেত্র নামতে প্রসিদ্ধ।

নাথ ধর্মতে জৈনধর্মর প্রভাব পরিলক্ষিত হএ। নাথধর্মর প্রধান উপাসনা মার্গ হএছে যোগ। জৈন তীর্থঙ্করঙ্ক মতন নাথধর্মর সিদ্ধসাধকরা নিজ নিজর কৌলিক উপাধি পরিবর্ত্তে নাথ উপাধিতে ভুষিত হএথাএ। নাথ ধর্মতে জাতি বা বর্ণ্ণর বিচার নেহিঁ।

সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, নিষ্কাম, ভক্তি,ত্যাগ, পবিত্রতা, সর্বজীবকল্যাণ, সমতা, শান্তি, শীল, দয়া, ক্ষমা আদি জৈন ধর্মতে আচরিত ধারা মহিমা ধর্মতে প্রতিফলিত। জৈন ধর্ম সদৃশ মহিমা ধর্ম এক জাতিহীন সমাজতে বিশ্বাস করে। মহিমা ধর্মাবলম্বীরা কৌপিনি পরিধান করেথাএ। মহিমা ধর্মতে কঠোর

আত্ম সংযম , যৌন লালসার দমন, সেবা-শুশ্রুসা, স্বল্প পোষাক পরিধান, সূর্য্যাস্ত পরে ভোজন নিষেধ, মৃত দেহকু কবর দেবা আদি উপরে গুরুত্ব দিআগেছে। এথিকে মহিমা ধর্মতে জৈনধর্মর প্রভাব বিদিত হএ।(৩৮)

ভাষা সাহিত্য ও কলা ক্ষেত্রতে জৈনধর্মর অবদান মহত্বপূর্ণ্ণ । প্রাচীন ভারত ইতিহাস , পর রা, সংস্কৃতি , দর্শন , ভূগোল , গণিত , জ্যোতিষ , বিজ্ঞান আদি বহু বিষয় জৈন সাহিত্যর জ্ঞাত হএ । বহু জৈন বিদ্বান , দার্শনিক ও সাহিত্য প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার চৌপাই ও দোহা শৈলী গ্রন্থমান রচনা করাগেছে ।তাদের মধ্যাত হেমচন্দ্র প্রধান । তার প্রণীত গ্রন্থ গুন মধ্য সিদ্ধ হেম শব্দানুশাসন চ্ছন্দানুশাসন পরিশিষ্ট পর্বন আদি উল্লেখযোগ্য । ক্রমশঃ অপভ্রংশ হিঁ হিন্দী, মরাঠী , গুজুরাটি আদি ভাষাতে বিকাশ হএ । মহাবীর অর্দ্ধমাগধী ভাষার ধর্ম প্রচার করে তাই সরল তথা লৌকিক ভাষা জনে জনসাধারণ জনে মহাবীর ধর্মনীতি বোধগম্য হতেপারে । এহার প্রভাবতে হিন্দু ধর্মর মধ্য সরল ভাষাকে বুঝাতে উদ্যম আরম্ভ হল । মহাবীর ধর্মনীতি অর্দ্ধমাধী ভাষার ১২টি গ্রন্থ সংকলিত হএ । সেই গ্রন্থ গুন স্রুতাঙ্গ বলাযাএ ।তাছাড়া সংস্কৃত ভাষার মধ্য কত জৈন গ্রন্থ রচিত হএ । জীবসেন , গুণভদ্র , পুষ্পদন্ত , সোমদেব আদি প্রতিষ্ঠিত আচার্য্যগণ সংস্কৃত , প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও কন্নড ভাষার বহু গ্রন্থ রচনা করাগেছে । তামিল ভাষার রচিত জীবক চিন্তামণী , পদিনেঙ্কিলকনকক প্রভৃতি গ্রন্থ জৈন ধর্মর প্রভাব পড়ে । কন্নড ভাষার প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবি প খ্রী: অ ৯৪১ তে আদি পুরাণ রচনা করাগেছে । আদি পুরাণর প্রথম জৈনতীর্থরুষভানাথ স র্ক বহু কিম্বদন্তী আছে । দ্বীতীয় তীর্থ অজিতনাথ জীবনী উপরে অজিত পুরাণ নামক এক চ ুরণ দ্বারা প্রণীত হএ ।চামুণ্ডরায় ২৪ তীর্থ ও ৬৪ জনা

জৈন সিদ্ধপুরুষ জীবনী স র্ক এক পুরাণ প্রণয়ন করাহএ । এতদব্যতীত গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয় মধ্য বহু জৈন গ্রন্থ রচিত হএ । সেগুন মধ্যতে সূর্য্য প্রজ্ঞপ্তি চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি ত্রিলোক সার লোক বিভাগ জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি প্রসিদ্ধ ।মহাবীরাচার্য্যঙ্ক দ্বারা প্রণীত গণিত সারসংগ্রহ গণিত শাস্ত্র র অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীধরাচার্য্য রচিত জথা তিলক জ্যেতিষ শাস্ত্রর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । গঙ্গ রাজা দুর্ব এবং তুম্বলুর বর্দ্ধদেব , শ্যাম কুণ্ডাচার্য্য প্রভৃতি জৈন বিদ্বানরা কন্নড ভাষাতে বহু গ্রন্থ রচনা করাগেছে । প্রসিদ্ধ জৈন ভিক্ষু দ্ধিসেন প্রাকৃত ভাষার জৈন দর্শন উপরে সম্মতি তরক সূত্র নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করাগেছে । এই তিনটি অধ্যায়তে ১৬৭টি গাথা আছে । কল্পসূত্র , ভগবতী সূত্র , আবশ্যক নির্যুক্তি , জম্বু দ্বীপ পণতি প্রভৃতি জৈন গ্রন্থর প্রাচীন ভারত তথা কলিঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন জনে বহু মৌলিক ও উপাদান মিলেছে ।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা ক্ষেত্রতে মধ্য জৈন ধর্মর অবদান মহর্ঘ । জৈন নিগ্রন্থ ও সন্যাসী তপশ্চর্য্যস্থলী রূপে খ্যাত ওডিশা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি , রাজস্থান আবু পর্বত (দিলওরা) যোদপুর কাছে রণকপুর , আন্দ্রপ্রদেশ মুক্তগিরি, গুজুরাট পলিটানা ও জুনাগড , মহারাষ্ট্রর এলোরা, মধ্যপ্রদেশ খজুরাহো এবং বিদিশা নিকটবর্তী উদয়গিরি , বিহারর পাবাপুরি ও রাজগিরি আদি স্থানতে গুম্স্কা , মন্দির ও মূর্তি জৈন কলার উতকৃষ্ট নিদর্শন । গুজরাট পলিটানা জৈনরা এক প্রসিদ্ধ ধর্মক্ষেত্র ।পলিটানা থিকে ১৬ কি.মি. দূর সেতৃঞ্জি (সতৃঞ্জয়) পর্বত উপরে এক জৈন মন্দির মহাবীর এক প্রকাণ্ড মূর্তি রহেছে । সমগ্র মন্দিরটি সাদা ও গোলাপি মার্বল পাথরতে তিআরি । দুই হাজার এক প্রস্তর পাহাচতে চঢে এই মন্দিরকে যাতে হএ ।

এই মন্দিরটি ভারততে উচ্চতম জৈন মন্দির রূপে বিবেচিত ।
মথুরা স্তুপ ও জৈন মূর্তি অত্যন্ত চিতাকর্ষক । মথুরার জৈন স্তুপগুন মধ্যতে কঙ্কালতিক স্তূপ বিশ্ব প্রসিদ্ধ । এই পুরাতন স্তুপটি কঙ্কলি পর্বত নামতে বিদ্যমান । এই প্রাপ্ত কনিষ্ক শিলালেখ এই স্থান খ্রী:পূ: প্রথম শতাব্দী জৈনরা এক প্রধান পীঠ থাকবা জাণাপডে । আবু (আবু পর্বত) থিকে রিসলশাদ ও তেলপাল দ্বারা পার্বল নিমিত ।

মহীশূর শ্রবণবেলগোলস্থ এক মাত্র প্রস্থর খণ্ড নিমিত বিশাল গোমতেশ্বর মূর্তি পৃথিবীর আশ্চর্য্যমান মধ্য অন্যতম । এই মূর্তরি উচ্চতা ২১.৫ মিটর । ৯৮৪ খ্রী:অ তাই গঙ্গরাজা রচমল্লর মন্ত্রী চামুণ্ডরায় দ্বারা নির্মতি হএ । মহাবীর এক প্রকাণ্ড মূর্তি মধ্যপ্রদেশ ইন্দোরতে ১৯৫ কি.মি. দূরতে বরওানিতে দেখতে মিলে । ওডিশার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি বিভিন্ন গুম্স্কা গাত্র খোদিত তীর্থ মর্তি ও বহু জৈন প্রতীক উতকলীয় চারুকলা ও ভাস্কর্য্যর উতকর্ষ প্রমাণিত করে । তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশতে অসংখ্য পর্য্যটক উদয়গিরি পরিদর্শন করে । ভারত বাইরে মধ্য তুর্কীস্থান গুম্স্কা গুন জৈন চিত্র কলা নিদর্শন মিলে । (৩৯) জৈনরা অনেক বিহার প্রতিষ্ঠা করে । তাই জৈন ভিক্ষুরা জনে উদ্ধিষ্ট হএ । হিন্দু ধর্ম উপরে এই বিহার গুন যথেষ্ট প্রভাব পডে ফলতে হিন্দু ধর্মালম্বীরা তার সাধু ও সন্যাসী জনে বিভিন্ন স্থানতে মঠ নির্মাণ করে ।

জৈন কলা , স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য মাধ্যমতে মহাবীর ধর্মবাণী চতুর্দ্দিগতে প্রচারিত হতেপারে । ভারতীয় শিল্পকলা ও চিত্র বিদ্যা জৈন কলা দ্বারা

পরিবদ্ধিত হতেপারে । মহাবীর মৃত্যু পরে জৈন ধর্ম বিভিন্ন রাজা মহারাজা পৃষ্টপোষকতাতে সমগ্র ভারততে ব্যাপ্ত হএ । তার মধ্যতে মহাপদ্ম নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য , খারবেল , রষ্ট্রকূট রাজা অমোঘ বর্ষ এবং চতুর্থ ইন্দ্র , চালুক্য বংশীয় রাজা সোমদেব , সিদ্ধরাজা এবং কুমার পাল সুপসিদ্ধ ।

জৈন ধর্মকে সুসংগঠিত করবা নিমন্তে সময়ে সময়ে জৈন সম্মিলনী হএ। প্রথম মহাসভা বা জৈন সম্মিলনী খ্রী:পূ ৩০০তে পাটলীপুত্রতে অনুষ্ঠিত হএ । লুপ্ত প্রায় প্রাচীন পবিত্র জৈন গ্রন্থগুন পুনরুদ্ধার করে সেগুন সঙ্কলন করবা এই সম্মিলনীর লক্ষ্য । ফলতে ১২টি অঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত হএ । এই সময়তে জৈন ধর্মর দিগাম্বর ও শ্বেতাম্বর - এমন দুটি স্ৎদায়তে বিভক্ত হল । মহাবীর মৃত্যু ৮৭৭ অথবা ৮৪০ বর্ষপরে উতর প্রদেশ মথুরা এবং গুজরাট বলভিতে এমন দুটি স্থানতে দ্বিতীয় জৈন সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হএ । মথুরা জৈন সভা অধ্যক্ষ ছিল আর্য্য স্কন্দিল এবং নাগার্জুন সুরি ছিল বলভি জৈন সভার অধ্য৪ । এই সময়তে জৈন ধর্মর অনেক মতভেদ সূত্রপাত হএ । সে সব সমাধান জনে দেবধিক্ষমণ শর্মণ সভাপতিত্ব বলভি তৃতীয় জৈন সভা মহাবীর মৃত্যু ৯৮০ কিম্বা ৯৯৩ বর্ষপরে অনুষ্ঠিত হএ । এই জৈন মহাসভা গুন পরিণাম স্বরূপ জৈন আগম (ধর্ম গ্রন্থ) সঙ্কলিত , সংশোধিত এবং সমৃদ্ধ হতেপারে ।

জৈন ধর্ম বাহ্য কর্মকাণ্ডর বিরোধ করে অন্তঃ শুদ্ধি উপরে গুরুত্বরোপ করবা দ্বারা দেশ নৈতিকতা , সাধুতা তথা অহিংসা আদি সদগুণ উদবুদ্ধ হএ ।

এক অতি কঠোর ও ত্যাগপূণর্ঞ ধর্ম হএ মধ্য জৈন ধর্ম প্রাচীন কালতে জন সাধারণকে আকৃষ্ট করতেপারে । একদা পূর্ব ভারত তাই ব্যাপি গেল ।

কিন্তু জৈন ধর্ম স্বীয় চরমপন্থা হেতু বৌদ্ধ ধর্ম সদৃশ বহু লোক আকৃষ্ট করতেপারে । তথাপি জৈনধর্ম স্বীয় চরমপন্থা হেতু বৌদ্ধ ধর্ম সদৃশ অনেক লোক আকৃষ্ট করতে পারল । তথাপি জৈনরা মধ্য রাজস্থান গুজুরাট মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ , উতর প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ বহু সংখ্যাতে বাস করে । বৌদ্ধ ধর্ম অনুরূপ জৈনধর্ম ভারত বাইরে প্রসার লাভ নাকরে মধ্য তাই আমাদের দেশে এক প্রভাবশালী ধর্ম রূপে বিদ্যমান । অজকাল পৃথিবীতে প্রধান ধর্ম মধ্য জৈনধর্ম অন্যতম এবং ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাস তার স্থান অতীব মহত্বপূর্ণ্ণ ।

দ্বীতীয় অধ্যায়

পার্শ্বনাথ

জৈনধর্মর ২৪ জণা বা পথপ্রদর্শক উপাসনা বিধান রহিছে ।এই ২৪ জণা তীর্থঙ্কর নাম তথা তাদের লাঞ্ছনা নিম্নতে প্রদান হল -

	তীর্থঙ্কর	শ্নাসনদেবী	লাঞ্ছনা
১)	রুষভনাথ	চক্রেশ্বরী	বৃক্ষ বা ধর্মচক্র
২)	অজিতনাথ	রোহিণী	গজ
৩)	সস্কবনাথ	প্রজ্ঞাপ্তি	তূর্য্য বা অশ্ব
৪)	অভিনন্দন নাথ	বজ্রশৃঙ্খলা	কপি
৫)	সুমতিনাথ	পুরুষ দতা	ক্রেচৌ
৬)	পদ্মপ্রভা	মনোবেগা	রক্তকমল
৭)	সুপার্শ্বনাথ	কালী	স্বস্তিক
৮)	চন্দ্রপ্রভা	জালামালিনী	চন্দ্র
৯)	সুবিধিনাথ বা পুষ্পদন্ত	মহাকালী	মকর বা কঙ্কডা
১০)	শীতলনাথ	মানবী	অশ্বনাথ
১১)	শ্রেয়াংশনাথ	গৌরী	খডগ
১২)	বসুপূজ্য	গান্ধারী	মহিষী
১৩)	বিমলনাথ	বৈরোটী	বরাহ
১৪)	অনন্তনাথ বা অনন্তজিত	অনন্তমতী	ভলুক
১৫)	ধর্মনাথ	মানসী	বজ্রদণ্ড
১৬)	শান্তিনাথ	মহামানসী	মৃগ
১৭)	কুন্থিনাথ	জয়া বা বিজয়া	অজ
১৮)	অরনাথ	তারা	নদ্যাবর্ত বা মীন
১৯)	মল্লিনাথ	অপরাজিতা	কলস
২০)	মুনিসুব্রত	বহুরূপিণী	কর্ম
২১)	নমীনাথ	চামুণ্ডা	নীলোত্পল
২২)	নেমীনাথ	অম্বিকা	শংখ
২৩)	পার্শ্বনাথ	পদ্মাবতী	সর্প
২৪)	মহাবীর	সিদ্ধায়িকা	সিংহ

রুষভনাথর নেমীনথ পর্য্যন্ত ২২ জণা জীর্থঙ্কর কাল্পনিক অথবা পৌরাশিক মহাপুরুষ রুপে পরিগণিত । যথাক্রমে ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বশিতম তীর্থঙ্কর । মহাবীর জন্মর ২৫০ বর্ষ পূর্বর পার্শ্বনাথ আমির্ভাব হএ । পার্শ্বনাথ প্রচারিত ধর্ম " চতুর্য্যাম ধর্ম " নাম খ্যাত । মহাবীর " চতুর্য্যাম ধর্ম " কে "৫ য্যাম ধর্ম " তে পরিণত কল । ভদ্রবাহু রচিত নিল্পসূত্রতে (২) পার্শ্ব নাথ জীবনী তথা ধর্ম নীতির উল্লেখ রহিছে ।

পার্শ্বনাথ খ্রী:পূ: ৮৭৭তে বারাণসীতে ঈক্ষ্বাকার ক্ষত্রিয় রাজবংশর জন্মগ্রহণ কল । তার পিতা অশ্বসেন বারাণসীর রাজা ছিল । তার মাতার নাম বামাদেবী । পার্শ্বনাথ নিজ জীবদশার সর্প সংস্পর্শতে আসবার বহু ঘটণা জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীতে জাণাপডে । বাল্যকালতে সে একদা মাতার নিকটে শয়ন করবা সময়ে সাপটি তার মস্তক উপরে ফণা বিস্তার করেছিল । যৌবনাবস্থাতে সে এক সর্পকে বিপদ অবস্থাতে রক্ষাকল । একবার কাঠগদা উপরে সাপটি আশ্রয় নিবাবেলাএ এক জণা ব্রাহ্মণ তার উপরে অগ্নি সংযোগ কল । দৈবাত পার্শ্বনাথ সেই আসন্ন মৃত্যু বরণ কল এবং ভগবান ধরণেন্দ্র রূপে পার্শ্বনাথর মস্তক উপরে ফণা বিস্তার করে আবির্ভুত হল সে হল পার্শ্বনাথ লাঞ্ছন ।

জৈন মততে দেবতারা মর্ত্যভুবনতে সাধারণ মনুষ্যথিকে কৃতি অধিক কর্ম করবার দেবত্ব লাভ করে স্বর্গাদি অধিষ্ঠান করে । পরে কর্ম ফল স ূর্ণ্ণ হলে মাত্র মত্যর প্রত্যাবর্তন করে । কিন্তু তার মততে স্বর্গএক নই অনন্ত । এ বিষয় পার্শ্বনাথ জীবনীতে জ্ঞাত হএ । কথিত আছে পার্শ্বনাথ ছিল ত্রয়োদশ স্বর্গর ইন্দ্র তার জীবনী চরিত্র স র্কতে কাহাণী আছে । তাই হল - পূর্বে পার্শ্বনাথ ত্রয়োদশ স্বর্গর ইন্দ্রছিল । তার কর্ম ফল পূর্ণ্ণ হএযিবার সে পুনশ্চ মর্ত্যলোক অবতরণ কল । সে রাজা অশ্বসেনর ঔরসতে দ্বিতীয় পুত্র মরু-ভূতি রূপে রাণী বামা

দেবীর গর্ভতে জন্ম লাভ কল ।কমঠ ছিলে রাজা অশ্বসেনর প্রথম (জ্যেষ্ঠ) পুত্র । সে দুষ্ট প্রকৃতির তথা কৃষ্ণকায় ছিল । কিন্তু মরুভুতি (পার্শ্বনাথ) ছিল শান্তশিষ্ট ও শ্বেতকায় । সে তিরিশ র্বরে বয়সতে সন্যাস গ্রহণ করে অহিংসা ধর্মর প্রচার কল । সেই কমঠ ৎর্ষান্বিত হএ তার স্তী প্রতি অত্যাচার করতে অশ্বসেন কৃদ্ধ হএ তার রাজ্যতে বহিষ্কার কল । তার কমঠ অরণ্যকে যাই তার তপস্বীরা সহিত জীবন অতিবাহিত কল । কিছিকাল পরে মরুভুতি (পার্শ্বনাথ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মতি পরিবর্তন হল ভাবি তার গৃহকে ফেরাই আনবা নিমন্তে অরণ্যকে গেল । সে কমঠর নিকটে জিএ তার পাদতে প্রণাম কর্রবা সময় কর্মঠ পূর্ব ক্রেধতে প্রতিহিংসা স্বরূপ এক প্রস্তর এসে তাকে আঘাত কল । মরুভুতি ইহলোক বিদা নিবা সুদ্ধা তার মুক্তি দিল । কিন্তু সেই ধ্যানরত রুষিরা এই জাণতেপারে কমঠ নিজ গোষ্ঠি বাসন্দ কল । অতএব কমঠ সেইখানে এসে "ভীল" সহিত অবশিষ্ট জীবনযাপন কল । (৩)

পার্শ্বনাথ জীবনী চরিতসম্বলিত উল্লখিত গল্পতে জৈনর জন্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধ বিশ্বস্ত ধারণা ছিল বোলে বিদিত হএ । এই কাহাণীতে জৈনরা আর জাণাপডে যে জৈনরা দেবতা মনুষ্য রূপে ধারণা করে । এই দেবত্ব লাভ করে মনুষ্যরা কর্মফল স ূৎর্গ্ঞ হএযাবা মাত্রে স্বইচ্ছাতে মত্যলোক পুনশ্চ অবতীৎর্গ্ঞ হএ মনুষ্যর গর্ভতে জন্মগ্রহণ কল । পার্শ্বনাথর এই আখ্যানতে আর মধ্য জ্ঞাত হএ যে তার অগ্রজ (কমঠ দুষ্ট, পাপী ও অত্যাচারী থাকলে মধ্য সে (পার্শ্বনাথ) অনুজ রূপে পার্শ্বনাথকে বিবাহ স র্ক ভবদেব সুরীঙ্ক পাশ্বর্নাথ চরিত (৪) নিম্নক্ত আখ্যান মিলে ।

একবার কুশস্থল (কান্যকুবজ)(৫) রাজা প্রসেনজিত প্রভাবতী নাম্নী পরমা সুন্দরী কন্যাটি ছিল । প্রভাবতী বিবাহ যোগ্য হবার প্রসেনজিত বরপাত্র অন্বেষণতে

ততপর হল । কিন্তু বহুচেষ্টা পার্শ্বনাথ গুণগান করবা প্রভাবতী শুণতে পারল । প্রভাবতীর পার্শ্বনাথর ভাবি পত্নী তথা তার ভাব্যবতী আর কেউ বোলে কিন্নরী পরস্পর মধ্যতে আলাপ আলোচনা করবা শুণাগেল ।কিন্নরী মুখতে পার্শ্বনাথ সদগুণ ও বীরত্ব গান শুনে প্রভাবতী তার বিবাহ করতে মনস্থ কল । ক্রমে রাজা প্রসেনজিত এ খবর শুণল। সে ততক্ষণাত রাজা অশ্বসেন নিকটতে বিবাহ প্রস্তাব প্রেরণা কল । ইত্যবসর কলিঙ্গ রাজা, যবন , এই শুনতে পারল । প্রভাবতীকে বিবাহ করতে তার ইচ্ছা হল । সুতরাং প্রভাবতী হরণ করবা উদেশ্যে যবন রাজা কুশস্থলপুর আক্রমণ কল । এই আক্রমণতে প্রতিহিত করবা নিমন্তে প্রসেনজিত অশ্বসেন সাহায্য লোডল । অশ্বসেন প্রসনজিতর সাহায্য করতে সম্মতি প্রদান কল । পার্শ্বনাথ কুশস্থলপুরতে মাত্রে কলিঙ্গ রাজা , যবন , ভয়ভীত হএ স্বদেশপলায়ন কল । এহাপর পার্শ্বনাথ সহিত প্রভাবতী বিবাহ স ন্ন হল । এই ঘটণাটি উদয়গরিস্থ রাণীগুম্স্কাউপর মহলাতে চিত্রকার খোদিত হএ । (৬)

রাজপুত্র হল দার্শ্বনাথ রাজকীয় ভোগবিলাস প্রতি অনাসক্ত ছিল । ৩০ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত গৃহস্থ জীবন যাপন কলাপর সংসার প্রতি তার বিতৃষ্এ্ঞা জাত হল । তবে সে সংসারিক মায়া বন্ধন ছিন্ন করে গৃহত্যাক কল । প্রথমে সে বিশাল নামক পালিঙ্কি আরোহণ করে বহু পার্শ্বচর সহ আশ্রম পাদ উদ্যানতে পদার্পণ কল । সে তিনি দিন এবং একবার উপবাস ব্রত পালন পূর্বক সন্যাস গ্রহণ কল । তারপর সে বারাণাসী নিকটস্থ এক ধাতকি বৃক্ষ মূলতে ৪দিন ধ্যানমগ্ন হএ সিদ্ধ জ্ঞান বা কৈবল্য প্রাপ্ত হল । প্রথমে নিজ মাতা ও সহধর্মণী সে প্রবচন দিল । তারপর দীর্ঘ ৭০ ◌ে◌ে◌ঁ কাল বিভিন্ন রাজ্য যথা - অহিছত্র , আমলকপপা , শ্রীবস্তী, কা ল্লিপুর , সাগেয় , কৌশাম্বী , রাজগৃহ ও কলিঙ্গ ধর্ম

প্রচার কল । পরিশেষতে ১০০ বর্ষর বয়সতে খ্রী:পূ: ৭৭৭তে বিহার প্রদেশ অন্তর্গত পাটনা নিকটবর্তী সম্মেদ শিখর অধুনা তার নামানুসার পার্শ্বনাথ পর্বত নামতে অভিহিত ।

সংোসারিক গ্রন্থি অথবা বন্ধন ছিন্ন করবা পার্শ্বনাথ অনুগামীরা নিগ্রন্থ নামতে কথিত হল । পার্শ্বনাথ অনুগামীরা জিন কপপ অভ্যাস করল (৮) তারা শ্বেতবণর্ঞ্জর এক অধোবস্ত্র ও উতরীয় ব্যবহার করবা শ্বেতাম্বর নামতে অভিহিত হল । কলিঙ্গ রাজা করকণ্ঠু , বিদেহর রাজা নিমি , পাঞ্জাকর রাজা দুর্মুখ, এবং বিদর্ভ নরেশ ভীম পার্শ্বনাথ দ্বারা জৈন ধর্মর দীক্ষিত হল । (১৯)

পার্শ্বনাথ বাস্তববাদী ছিল । জৈনধর্মর প্রচার নিমন্তে সে জৈন সংঘ সংগঠন করল । তার সংঘর উভয় নারী ও পুরুষ যোগ দিএ ।প্রথমে জুন আঠ জণা ব্যক্তি তার দীক্ষা গ্রহণ করল তারা গণধর নামতে আখ্যাত । (১০) এই অষ্টগণধর হল সুভ, আর্য্যগোষ , বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারিন, সৌয্য, শ্রীধর, বরভদ এবং যশস । পার্শ্বনাথ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জৈন সংগর সুপরিচালনা ক্ষেত্রতে নিজর সংঘ মধ্যতে গঠন কল । তার মধ্যতে ছিল আর্য্যদত নেতৃত্ব ১৬,০০জনা শ্রম পুষ্পচূল নেতৃত্বতে ৩৮,০০০ জণা ভিক্ষুণী সুব্রত নেতৃত্বর ১,৬৪,০০০ জনা সাধারণ উপাসক তথা সুনন্দা নেতৃত্বতে ৩,৭২,০০০ জণা সাধারণ উপাসিকা । তারা নিজ নিজর সংঘর সুসংগঠিত করল । এতদব্যতীত ১৪,০০০০ অবধি জ্ঞান ও ১,০০০ কেবল জ্ঞানপ্রাপ্ত সাধু ও সন্থ মধ্য পার্শ্বনাথ শিষ্যত্ব গ্রহণ করল । (১১)

পার্শ্বনাথ মহাবীর মতন এক দার্শনিক ছিল । সে ছিল প্রাচীন মুনিরুষি মতন এক সিদ্ধ পুরুষ । তার প্রবতিত জৈনধর্ম " চাতুর্য্যাম " ধর্ম নামতে খ্যাত । তার চারটি নাতি উপরে আধারিত অহিংসা (জীব হত্যা অথবা জীবকে আঘাত

নাকরবা) , সত্য (মিথ্যা না বলবা) , অস্তেয় (চোরি না করবা) , এবং অপরিগ্রহ (কুনু পার্থব দ্রব্য তথা ধন স তি ভোগ নাকরবা) । মহাবীর পার্শ্বনাথ চাতুর্য্যাম ধর্ম সংস্কার সাধন করে তার ৫মনীতি , ব্রহ্মচর্য্য , যোগ করল । যারফল পার্শ্বনাথ " চাতুর্য্যাম ধর্ম " মহাবীর দ্বারা " ৫মযাম ধর্ম " তে পরিণত হল ।

পার্শ্বনাথ মততে জীব ছ প্রকার । এই ষড জীবনিকায় হিঁ মহাবীর ষডলেশ্যাতত্ব আনীত । (১২) পার্শ্বনাথ অহিংসা নীতি উপরে গুরুত্বারোপ করল । ব্রাহ্মণ্যধর্মর বেদবাদ , অনেকেশ্বর বাদ , যজ্ঞবাদ , পূজাপদ্ধতি , কর্মকাণ্ড তথা বর্ণ্রব্যবস্থাদি সে বিরোধ কল । নারী এবং শুদ্ররা মধ্য মোক্ষ লাভ করতে পারবে বোলে সে মত ব্যক্ত করেছে । সামাজিক দৃষ্টিকোণতে তাই মহত্বপূর্ণ্রছিল । মোক্ষ প্রাপ্তি নিমন্তে কঠোর আত্ম সংযম , তাপস এবং নৈতিক আচরণ একান্ত বিধেয় বোলে সে প্রতিপাদন করে ।

জৈন পর রানুযায়ী পার্শ্বনাথ সময় প্রচলিত পবিত্র জৈনগ্রন্থ পূর্বাগম নামতে অভিহিত । তাই মূলতঃ পূবব (পূর্ব ও অঙ্গ-এমন দুই ভাগতে বিভক্ত । সর্বমোট ৪টি পূর্ব এবং ১১টি অংগ গ্রন্থ ছিল । ১৪টি পূর্বগ্রন্থহল - উপাদ-পূর্ব অগ্রবাণীয়-পূর্ব, বীর্য্য প্রবাদ পূর্ব, অস্তিনাস্তি প্রবাদ-পূর্ব , জ্ঞান প্রবাদ-পূর্ব সত্য প্রবাদ-পূর্ব ্রগ্রবাণীয়-পূর্ব , বীর্য্য প্রবাদ পূর্ব , অস্তিনাস্তি প্রবাদ-পূর্ব, ক্রিয়া-বিশালপূর্ব এবং লোক বিন্দুসার পূর্ব এবং লোক বিন্দুসার পূর্ব । এই পূর্ব গ্রন্থগুন হিঁ আজীবন স_দায় মূখ্য গোশাল মংখলিপত প্রেরণা পাএ । আঠটি মহানিমত এবং দুইটি মার্গ নিএ আজীবন ধর্ম গ্রন্থপূর্ব গ্রন্থ উপরে আধারিত । এগারটি অংগগ্রন্থ হল - অচারাঙ্গ সূত্র , সুত্র কৃতাংগ , স্থানাঙ্গ সমবায় , ভগবতী, জ্ঞাতা ধর্ম কথা , উপাশক দশা , অন্তকৃদ্দশা , অনুতরৌপপাতিক দশা

, প্রশ্ন ব্যাকরণ, বিপাক (দৃষ্টিবাদ) । এই সব গ্রন্থ গুন অর্দ্ধমাগদী ভাষাতে রচিত ।

জৈন সাহিত্যতে পার্শ্বনাথ অনুগামী তথা শিষ্যদের স র্কতে বহু উল্লেখ আছে । মহাবীর সময়তে পার্শ্বনাথ বহু অনুগামী মগধ অংচলতে বদবাদ করে । বর্দ্ধমান মহাবীর পিতা সিদ্ধার্থ ও মাতা ত্রিশলা পার্শ্বনাথ উপাসনা করে । তার পার্শ্বনাথ ধর্মনীতি অনুপ্রাণিত হএ পরিণত বয়সতে অনশন পূর্বক দেহত্যাগ করল । (১৩) ভগবতী সূত্র (১৪) কালাস বেসিয় পূত নামক পার্শ্বনাথ এক শিষ্য ও মহাবীর জনৈক অনুগামী মধ্যতে তাত্বিক তর্ক বিতর্ক হএ উল্লেখ রহেছে । বিজয়া এবং পভগা নাম্নী পার্শ্বনাথ দুত্জণা শিষ্য মহাবীর ও গোণালাকে কূভিয়া সন্নিবেশ বিপদতে রক্ষাকল । (১৫) তুঙ্গিয় নগরতে পার্শ্বনাথ শিষ্য সংখ্যা ৫০০ ছিল বোলে ভগবতী সত । (১৬) বিদিত হএ । পার্শ্বনাথ ও মহাবীর অনুগামীরা যথাক্রমে নিগুণ জমার পত্র হএ আলোচনা জ্ঞাত হএ । (১৭)

পার্শ্বনাথ হল সত্য , শান্তি , দয়া ও অহিংসার প্রতীক তথা আদর্শ ও মুক্ত পুরুষ এবং তবে পূজ্য । সে সর্বসাধারণ একান্ত প্রিয় হএ পুরুষ দানীয় নামতে খ্যাত লাভ করল । ভারতীয় ধর্ম , সংস্কৃতি তথা ঐতিহকে পার্শ্বনাথ অবদান উল্লেখনীয় ।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্দ্ধমান মহাবীর

জীবনী :

বর্দ্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মর চতুবিংশ তথা সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে বিখ্যাত । মহাবীর হিঁ জৈন ধর্মর প্রকৃত সংস্থাপক বোলে কহিলে অতুে্যক্ত হবেনা । তাকে জৈনরা দেবতা থিকে শ্রেষ্ঠ , মুক্তিদাতা ও সর্বদোষ ক্ষালক

বোলে মান্য করে । তার বাল্যনাম ছিল বর্দ্ধমান ।সে নিগণ্ঠনাতপুত নামতে মধ্য অভিহিত । নাত অথর্ব জ্ঞাত্রিক কূল সস্কৃত হতে তার নাত পূত বলাযাএ । উতর বিহার অন্তর্গত বিদেহ রাজ্যর রাজধানী বৈশালী উপকণ্ঠবর্তী কুণ্ডগ্রাম অথবা কুণ্ডপুর (আধুনিক বসুকুণ্ড়) তে খ্রী:পূ : ৬১৮ জ্ঞাত্রিক নামক এক সম্ভ্রান্ত কাশ্যপগোত্র ক্ষত্রিয় কূলতে বর্দ্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করে । তবে জৈন গ্রন্থ সূত্র কৃতাঙ্গ (১) তে মহাবীর বৈশালিক নামতে কথিত । অচারঙ্গ সূত্রতে (২) কুণ্ডপুর এক সন্নিবেশ অথবা পান্থদের সাময়িক নিবাস স্থান রূপে মধ্য বর্ণিত হএ ।

মহাবীর জন্ম স্থান স র্ক দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর পন্থি মধ্যতে মত দৈব রহেছে । দিগম্বর জৈনরা মততে বিহার অন্তর্গত নালন্দা থিকে ৪ কি.মি. দূরতে অবস্থিত আধুনিক কুণ্ডলপুরতে জন্মস্থান । কিন্তু শ্বেতাম্বর জৈন স্ম্প্রদায় অনুসার তাই হছে দক্ষিণ মুংঘে অন্তর্গত লচ্ছওয়াড় গ্রাম সন্নিকট আধুনিক ক্ষত্রিয় কুণ্ড । তবে উভয় স্ম্প্রদায় স্তুপ মন্দর , বিহার ও পান্থশালতে উক্ত দুটি স্থান নির্মতি হএ । উভয় স্থান জৈনরা মহাবীর জন্ম স্থান ভেবে সেইখানে বহু সংখ্যাতে তীর্থযাত্রা করে । এমতন ভ্রম ধারণা বশবর্তী হএ জৈনরা মহাবীর প্রকৃত জন্মস্থান বৈশালী নিকটে কুনু গুরুত্ব দিএনা ।

অধুনা ঐতিহাসিক গবেষণা পল উপরোক্ত মত দ্বয় ভ্রমাত্মক বোলে প্রমাণিত হএ ।বর্তমান নিকটে কুণ্ডপুর কিম্বা লচ্ছওড সমীপস্থ ক্ষত্রিয়কুণ্ড মহাবীর জন্মস্থান রূপে বিবেচিত হবা যুক্তি যুক্ত মনে হএ । কারণ উভয় স্থানে অতীততে বিদেহ পরিবর্তে অংগরাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল । দ্বিতীয়তঃ নাত বা জ্ঞাত্রিক ক্ষত্রিয়রা বহু সংখ্যাতে বৈশালী ও তন্নিকটস্থ কুণ্ডগ্রাম অথবা কুণ্ডপুর বাণিজ্য গ্রাম ও কোল্লাগ আদি স্থানগুন বাস করে । তৃতীয়তঃ আধুনিক ক্ষত্রিয় কুণ্ড এক

পার্বত্য অংচলতে অবস্থিত এবং তার নিকটে কুনু নদী প্রবাহিত হএনা । কিন্তু জৈনগ্রন্থ উল্লিখিত মহাবীর প্রকৃত জন্মস্থান কুণ্ডপুর পূর্বপার্শ্বতে গণ্ডকী নদী প্রবাহিত হএ । চতুর্থতে মহাবীর জন্মভূমি বিদেহ অথবা সে প্রসংগতে দিগম্বর জৈন সাহিত্যতে কত উদাহরণ নিম্নতে প্রদত হল -

ক) সিদ্ধার্থ নৃপতি তনযো ভারত বাস্যে
বিদেহ কুণ্ডপুর
দেব্যাং প্রিয় কারণ্যাং সুস্বপ্নান
সংপ্রদার্শ্য বিভুঃ ॥ (৪)

খ) " তস্বিন ষণমাসশেষা যুষ্রানাকাদা গমিষ্যতি ।
ভরতস্মেন বিদেহাখ্যেবিষয়ে ভগনাংগণে ॥ ২৫১ ॥
রাজ্ঞাঃ কুণ্ডপুরেষ্য বসুধরাপ ততপৃথু ।
সপ্তকোটী মণীঃ সার্দ্ধঃ সিদ্ধার্থস্য দিনং প্রতি ॥ ২৫২ ॥ (৫)

গ) অথ দেশো অস্তিবিস্তারী জম্বুদ্বীপস্য ভরতেং ।
বিদেহ ইতি স্বর্গখণ্ড সমঃ শ্রিয়ঃ ॥১ ॥
তত্রাখণ্ডল নেত্রালী পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডনং ।
সুখাংভঃ কুণ্ডমাভাত নাম্না কুণ্ডপুরং ॥২॥ (৬)

ঘ) অথাস্মিন ভারতবর্ষ বিদহেষু মহর্দ্ধষিু ।
আসীত কুণ্ডপুরং নাম্নাপুরং সুরপুরোপরম ॥১॥ (৭)

ঙ) ৃথহে ভরতে ক্ষেত্রে বিদেহাবিধ উর্জতিঃ ।
দেশঃ সদ্ধর্মসংঘা দ্যৈঃ বিদেহ ইব রাজতে ॥
ইত্যাদি বণর্ঞনোপত দেশস্যাভ্যন্তরো পুরং ।
রাজতে কুণ্ডলা ভিখ্যং ..... " (৮)

আচারাঙ্গ সূত্র (১৫,১৫,১৭) সূত্র কৃতাঙ্গ (১.২,৩.২২) কল্পসত্র (১১০,১১২,১২৮),

উতরাধ্যয়ন সূত্র (৬:১৬), ভগবতীসূত্র টীকা (২.১১২.২) ইত্যাদি শ্বেতাম্বর জৈনগ্রন্থ গুন মধ্য মহাবীর জন্মস্থান বিদেহ অন্তর্গত বৈশালী নিকট কুণ্ডপুর বোলে লিখিত আছে । (৯) অতএব উফষণশখ্থ ঢঝড়ঘ্যড়্থ ও প্রাত্নতাত্বিক খননতে প্রাপ্ত কত উপাদানতে (১০) মহাবীর জন্মস্থান বিদেহ রাজ্য অন্তর্গত বৈশালী নিকটবর্তী কুণ্ডপুর অথবা কুণ্ডগ্রাম বোলে স্পষ্ট প্রমাণিত হএ । এই কুণ্ডপুর আধুনিক বসুকুণ্ড সহিত চিহ্নিত আছে ।S.Stevension(১১)B.C.Law(১২)N.L.Day(১৩) প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা মধ্য মত পোষণ করে ।

মহাবীর জন্ম ও মৃতু কাল সংপর্কতে মধ্য এতিহাসিকরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করে । H.Jacobi (১৪)J.Charpentier(১৫)এবং N.A.Sastri (১৬) প্রভৃতি মততে খ্রী:পূ: ৫৪০তে জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু জৈন পর রানুসার রাজা বিক্রম জন্ম ৪৭০ বর্ষ পূর্বতে মহাবীর মৃতু হএ । রাজা বিক্রম খ্রী:পূ ৭৬তে জন্ম গ্রহণ করে এবং তার অদ্ধ ৮ বর্ষর পরে অর্থাত খ্রী:পূ: ৫৮তে প্রচলিত হএ । অতএব মহাবীর মৃত্যু ৪৬০+৫৮+ ১৮ = খ্রী:পূ: ৫৪৬তে বুদ্ধর অগ্রজ ছিল মহাবীর । সুতরাং বুদ্ধদেব জন্ম খ্রী:পূ ৫৬৭ পূর্বতে মহাবীর আবির্ভুত হবা নিশ্চিত । অতএব মহাবীর জন্ম খ্রী:পূ ৫৪০ে হএ বোলে উপরোক্ত ঐতিহাসিক মত গ্রহনীয় নই ।

মহাবীর পিতা ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ কুণ্ডপুর অথবা কুণ্ডগ্রামস্থ নাত অথবা ঝঞাত্রিক ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়রা কূল মুখ্য তথা কুণ্ডপুর রাজা ছিল । সিদ্ধার্থ অন্য দুটি নাম হল শ্রেয়াংস ও য়াশাংস । সে কাশ্যপগোত্র ক্ষত্রিয় ছিল । মহাবীর মাতার নাম

ছিল ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলা । ত্রিশলার অন্য দুটি নাম ছিল বিদেহদতা ও প্রিয়কারিণী । তার পিতৃকুল গোত্র ছিল বশিষ্ঠ । সে বিদেহর লিচ্ছাবি বংশীয় রাজা চেতক ভগিনী ছিল । চেতকঙ্কর পাংচটি কন্যা চেল্লনা , প্রভাবতী , মৃগাবতী এবং শিবা যথাক্রমে মগধর রাজা বিম্বিসার , সিন্ধু সৌভিরর রাজা উধঞ্চড় এ ছঢ়ফশণ ড়ণফথ ধন্তবাহন , কৌশাম্বী নরেশ সত নিকর কেতক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সহিত মাতৃকূল পক্ষর মহাবীর পারিবারিক স র্ক স্থাপিত হএ । মহাবীর পিতা ও মাতা জৈন ধর্মর ত্রয়োবিংশতম তীর্থ পার্শ্বনাথর উপাসক ছিল ।

মহাবীর জন্ম স র্ক জৈনরা মধ্যতে প্রচলিত এক কিম্বদন্তীতে জাণাপড়ে , মহাবীর প্রথমে রুষভদতনামক এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী দেবানন্দর জঠর সংচরিত হএ । ভৃণ সংচারর দুইমাস তেইশ দিন পরে দেবানন্দার গর্ভতে দেবরাজ সক্র (ইন্দ্র) তাই জাণবা পর মহাবীর ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলা গর্ভাশয়কে স্থানান্তরিত করে । এহা প্রমাণ মথুরাতে প্রাপ্ত জৈন ভাস্কর্য্যতে মিলে । (১৯) সেই উক্ত কিম্বদন্তী চিত্রকার খোদিত হএ । এই কিম্বদন্তী শ্বেতাম্বর স_দায় মধ্যতে প্রচলিত থাকবা দিগম্বর জৈনরা তাই বিশ্বাস করেনা । পূর্ববর্তী জিনরা ক্ষত্রিয় কূলতে জন্ম গ্রহণ করল । তাই মহাবীর ব্রাহ্মণ কুলতে ভূমিষ্ঠ হবা পূর্বতে ন্দ্র তাকে ক্ষত্রিয় কুলতে জন্ম গ্রহণ করাল বোলে মধ্য কত মত ব্যক্ত করে । (২০) এমন পুরাণতে মধ্য দেবকী জরায়ু রোহিণী গর্ভকে শ্রীকৃষ্ণ স্থানান্তর দৃষ্টান্ত আছে । ব্রাহ্মণ কুলতে জন্মলাভ করে ক্ষত্রিয় কুলতে মহাবীর জন্মগ্রহণ কল । সুতরাং অনেক ব্রাহ্মণ তার শিষ্য হএ বোলে অনুমান করাযাএ । মহাবীর জন্ম পূর্ব তার মাতা চউদটি স্বপ্ন দেখে বোলে প্রবাদ আছে । সেই স্বপ্ন গুন হল - হস্তী, বৃষভভ, সিংহ, দেবীশ্রী পুষ্পমাল , চন্দ্র, সূর্য্য, ধ্বজ, কলস, কমল হ্রদ, সমুদ্র,

সবর্গলোক কুনু এক স্থান, মণিমুক্তা এবং অগ্নিশিখা ।

মহাবীর জন্মসব দশদিন ধরে মহা আডম্বরতে অনুষ্ঠিত হল । তার জন্ম দিবস কুণ্ড গ্রাম সুশোভিত এবং সুসজিত হল । রাজ বন্দীরা কারাগার মুক্তিলাভ করল । বিভিন্ন দেবদেবী নৈবেদ্য অর্পণ করাগেল । কর হার কতকাংশ হ্রাস পাল । জনসাধারণ নৃত্য, সংগীত, পান, ভোজন আদিতে আপ্যায়িত হল । (২১) মহাবীর জন্মপরে জ্ঞাত্রিক ক্ষত্রিয় কূলতে ধন ধান্য ও যশ সংগে সংগে মানবীয় স্নেহ-সৌহার্দ্ধ্য বৃদ্ধি পাবাতে তার নাম রাখাগল বর্দ্ধমান । শৈশবস্থাতে বর্দ্ধমান সতত চিন্তাশীল হল । রাজ বিভব প্রতি তার আসক্তি রহিলনা । বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন কলাপর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সতে বৈরাগ্য মনোভাব সত্বে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করবা নিমন্তে সে যশোদা নাম্নী এক রূপবতী ক্ষত্রিয় কন্যার জল গ্রহণ কল । যশোদার পিতার নাম ছিল জিতশত্। ক্রমে তংর অণোজা (অন্য নাম প্রিয়দর্শনা) নামক এক কন্যা জাত হল । বর্দ্ধমান গৃহী হএ মধ্য বর্দ্ধমান সাংসরিক মোহমায়া প্রতি ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা জাত হল । সর্বদা গভীর চিন্তাতে মনোনিবেশ করল । জীবন ও মরণ স র্কতে তার মনতে নানা প্রশ্ন জেগে উঠল । তার হৃদবোধ হল যে এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী এবং সংসার দুঃখ দুর্দ্ধশাময় । এই দুঃখ দুর্দ্ধশা মনুষ্য কেমন ত্রাহি পাবে এবং মো৪ লাভ করবার উপায় কি ? - এসব বিষয় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে দিল । তার ৩০ বর্ষর কাল গৃহস্থ জীবন যাপন কলাপর সে সন্যাস গ্রহণ করবা স্থির কল । মোক্ষ মার্গ অনুসন্ধান তথাপ্রেম ও মৈত্রী ভাবসমন্বিত এবং জাতিভেদ বিহীন এক সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবা উদ্ধেশ্য সে প্রতিজ্ঞা কল । ইতি মধ্যতে তার পিতা মাতার মৃত্যু হল । তবে সংসার বিরাগী বর্দ্ধমান তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধন , ভ্রাতৃজায়া জ্যেষ্ঠা , অন্যান্য বিরাগী বর্দ্ধমান তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

নন্দিবর্দ্ধন , ভ্রাতৃজায়া জ্যেষ্ঠা , অন্যান্য গুরুজন ও রজ্য মুখ্য সম্মতি ৩০ বর্ষর বয়সতে গৃহ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন কল ।

গৃহত্যাগ কলাপর বর্দ্ধমান প্রথমে নায়সণ্ডবণ (জ্ঞাতষণ্ড) নামক উদ্যান প্রবেশ কল । সেই এক অশোক বৃক্ষ মূলে সে অঢেই দিন (দুইদিন ওলিএ) অতিবাহিত করে নিজর আহার , পরিধেয় তথা আভরণ পরিত্যাগ কলে এবং মুণ্ডিত হল । তারপর সে ভিক্ষু বেশতে বিচরণ করে কুস্কার নামক এক গ্রামতে পহংচাল । সে নিজ শরীরকে অবহেলা করে ১৩ মাস কাল ধ্যানমগ্ন হল । তারপর বর্দ্ধমান সমস্ত আবশ্যক পদার্থ এমন কি নিজর এক মাত্র পরিধেয় সচবর্ণ্ঞ বালুকা নদীতে নিক্ষেপ করে দিগম্বর হল । এহাপর সে ভিক্ষা সংগ্রহ তথা ধর্ম স র্কীয় প্রত্যক্ষ অনুভুতি লাভ করবা উদ্ধ্যেশতে উলগ্ন হএ পূর্ব ভারত বিভিন্ন স্থান পরিব্রজন কল । এই সময়ে সে অরণ্য, বৃক্ষমূল, পথপ্রান্ত বা শ্মশান ভূমিতে অবস্থান কল । উলগ্ন ভাবে ভ্রমণ কলাপর সে নানা বিদ্রুপ , ক্লেশ ও নির্য্যাতনা সম্মুখীন হল । কত স্থানে লোক তাকে পগল মনে করে প্রহার কল । অন্য কত স্থানে লোক তার উপর মাটি পথর আদি নিক্ষেপ করল । রাঢ (দক্ষিণ পশ্চিমবংগ) অংচললোক তার পিছুনে কুকুর লাগিএ দিল এবং তাকে গালি গুলজ করল । আর কত তার তপস্যা ভগ্ন করবা নিমন্তে নানা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করল । (২২) এসব সত্বে বর্দ্ধমান অবিচলিত ও অটল ভাবে নিজর লক্ষ্য সাধন দিগতে আগাল । সন্ন্যাস জীবন দ্বিতীয় নালন্দা পরিদর্শন কলাপর গোসাল মখলিপত নামক এক সন্ন্যাসী সহিত বর্দ্ধমান সাক্ষাত হল । উভয়ে মিলিত ভাবে কিছি কাল যোগ সাধন করল । কিন্তু ক্রমে উভয় মধ্য কত মতভেদ হবা জনে গোসাল বর্দ্ধমান সান্নিধ্য ত্যাগ করল । তারপর গোসাল আজিবিক নামক এক স্বতন্ত সংপ্রদায় গঠন করল ।

মোক্ষ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যতে বর্দ্ধমান দীর্ঘ ১০ বষঁ কাল কঠোর আত্ম সংযম ও তাপস ব্রত পালন করল । এই সময় মধ্য সে দন্তমার্জন , স্নান, পান ,ভোজনাদি পরিহার করল । গ্রীষ্ম রুতুতে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপর এবং শীত রুতুর বৃক্ষ ছায়া তলে সে তপস্যা করল । নিবিষ্ট ভাবে পদ্মাসন , বীরাসন, গোদাহিক আদি বিভিন্ন আসন ও কায়োসর্গ মুদ্রাতে ধ্যানমগ্ন তাকবা বেলে তার শরীর কীট পতঙ্গদি চল প্রচল করল মধ্য তাই সে অনুভব করতে পারলনি । অহর্নশি অনশন ও কঠোর তপস্যা দ্বারা তার শরীর অস্থি কংকাল সার হএ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে লাগল । কিন্তু নির্বকিার ভাবে সে নিজর

এমন ভাবে দীর্ঘ ১২ বর্ষর তপশ্চরণ পরে ক্রয়োদশ বর্ষতে বৈশাখ মাস শুক্লদশমী দিন উতরা ফালগুনী নক্ষত্র জৃম্বিকা গ্রাম উপকণ্ঠতে প্রবাহিত রুজুপালিকা নদীতীরস্থ এক শালবৃক্ষ মূলে খ্রী:পূ ৫৭৬তে বর্দ্ধমান কেবল জ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান লাভ করল । (২৪) ততপর সে কেবলীন সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও অর্হত নামতে পরিচিত হল । সেতেবেলে তাকে ৪২ বষঁ বয়স হএ । সাংসারিক শৃঙ্খল বা বন্ধন (গ্রন্থি)কে ছিন্ন করবাতে সে নিগ্রস্থ (সংসার বন্ধন মুক্ত বা সংসার আশক্ত শূন্য নামতে মধ্য অভিহিত হল) । অতিশয় কায়িক ক্লেশ দ্বারা সমস্ত ইন্দিয় বা কামনা দমন বা জয় করে বর্দ্ধমান ৌরাধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা তথা বীরত্ব পরিচয় দিল । তবে সে জিন অথবা রিপুজয়ী এবং মহাবীর নামতে খ্যাত হল । জিন শব্দ অর্থ রাগ দ্বেষান বা কর্ম শতৃন জয়তিতি জিনিঃ-রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ও কর্ম শতৃকে জয় করবা ব্যক্তি হিঁ জিন পদবাচ্য । এই জিনিত্ব লাভ করবা জুন ধর্মর লক্ষ্য তাই জৈন ধর্ম । দীর্ঘ ১২ বর্ষ তপস্যা করবা ফল মহাবীর আত্মা কর্মমল মুক্তি লাভ করল । তার অবিদ্যা দুর হল । সে সর্বজ্ঞ , সর্বদর্শী পরমাত্মা হল । এমনকি বৌদ্ধ গ্রন্থর মধ্য তাকে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, লোকপ্রিয়

এবং অনুভবী লোকনেতা ভাবে চিত্রণ করল ।

জিন হবা পর বর্দ্ধমান মহাবীর দীর্ঘ ৩০ বর্ষর কাল বিভিন্ন স্থান অর্দ্ধ মাগধী ভাষাতে ধর্মবাণী প্রচার করল । এই সময় মধ্যতে সে মগধ . অঙ্গ, শৈ োলী , রাজগৃহ , চ া , মিথিলা , বিদেহ , শ্রীবস্তী, পাপা(পাবা) প্রভৃতি স্থানতে - ধর্মপ্রচার করল । (২৬) এহা ব্যতীত কলিঙ্গ তোষলি ও মোষলিতে ধর্ম প্রচার করবা প্রমাণ মিলে । (২৭) এই সময় মধ্যতে অর্থাত খ্রী:পূ: ৫৭৬ থিকে ৫৪৬ মধ্যতে প্রতেক বর্ষর বর্ষারুতুতে চারমাস (চতুর্মাস্যা) ব্যতীত অবশিষ্ট আঠমাস সে ধর্ম প্রচারতে ব্যাপৃত রহিল ।

কল্পসূত্র (২৮)তে জাণাযাএ যে গৃহত্যাগথিকে (খ্রী:পূ ৫৮৮) মৃত্যু পর্য্যন্ত (খ্রী:পূ: ৫৪৬) তার দীর্ঘ ৪২ বর্ষর সন্ন্যাস জীবনকাল মধ্যতে মহাবীর ৪২টি বর্ষারুতু (চতুর্মাস্যা) নিম্নলিখিত স্থানতে যাপন করল -

১)	অষ্টিগ্রাম	প্রথম বর্ষারুতু
২)	চংপা এবং পৃষ্টিচংপা	পরবর্তী তিনটি বর্ষারুতু
৩)	বৈশালি এবং বাণিজ্য গ্রাম	পরবর্তী বারটি বর্ষারুতু
৪)	রাজগৃহ এবং নালন্দা	পরবর্তী চউদটি বর্ষারুতু
৫)	মিথিলা	পরবর্তী ছঅটি বর্ষারুতু
৬)	ঙদ্রিকা	পরবর্তী দুটি বর্ষারুতু
৭)	আলভিকা	পরবর্তী একটি বর্ষারুতু
৮)	পণিত ভূমি	পরবর্তী একটি বর্ষারুতু
১০)	পাপা (পাবা)	শেষ বর্ষারুতু

উপরোক্ত ১০টি স্থান ভৌগোলিক স্থিতি ও আধুনিক নাম এইখানে উল্লেখ করবা সমাচীন মনে হএ ।চংপা ছিল অঙ্গ রাজ্যর রাজধানী এবং তাই বিহার

প্রদেশর ভাগলপুর নিকটবর্তী আধুনিক চংপানগর বা চংপাপু । পৃষ্টি চ া হছে চংপা সন্নিকট এক স্থান । বিহর প্রদেশ অন্তর্গত বৈশালি জিল্লা বসরাহ নিকটবর্তী আধুনিক বনিআ ।(৩১) মহাবীর সময় রাজগৃহ মগধ রাজ্যর রাজধানী ছিল । বর্তমান তাইহছে বিহার আধুনিক রাজনির । নালন্দা রাজগৃহ থিকে উতরপশ্চিম ১০ কি:মি দূর বিহার সরিফ সমীপবর্তী বরগাঁও সহিত চিহ্নিত হএ । (৩২) মিথলা হছে মোজাপুর ও দরভঙ্গা জিল্লা এবং নেপাল সীমাতে অবস্থিত আধুনিক জনকপুর । (৩৩) প্রাচীন অঙ্গরাজ্য অন্তর্গত ভদ্রিকা বিহার আধুনিক মোঙ্গর সহ সমান । (৩৪)A Cunningham এবং A.F.R. Hoernle আলভিকাকে উতর প্রদেশ অন্তর্গত উনাও জিল্লা নেওল সহত চিহ্নিত করাগেছে । কিন্তু N.L.Deyতাই উতর প্রদেশ ইটাও ৪০ কি:মি: উতর পশ্চিম অবস্থিত অভিও বোলে মতব্যক্ত করেছে । (৩৫) শ্রীবস্তি মহাবীর সময় কোশল রাজ্যর রাজধানী ছিল । তাই রাপ্তী নদী কূলতে অবস্থিত আধুনিক সহেত-মহেত সহিত চিহ্নিত হএ । (৩৭) পাপা (পাবা) হছে বাহার সরিফ থিকে ১০ কি:মি: দূরতে অবস্থিত পাটণা জিল্লা আধুনিক পাবা বা পাবাপুরী (৩৮) ।উপরোক্ত স্থান গুন ভৌগলিক অবস্থিত জ্ঞাত হএ যে মহাবীর উতর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গর বিভিন্ন স্থানতে চতুর্মাস্যা অতিবাহন করে ।

জ্রিম্ভিকা গ্রামঠারে অথবা দিন হবাপর মহাবীর মৌন ব্রতপালন পূর্বক ছঅটি দিন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করল । তারপরসে মগধর রাজধানী রাজগৃহ প্রবেশ করল । রাজগৃহ উপকণ্ঠস্থ বিপুলাচলসে নিজর মৌনব্রত উদযাপন করল । সেইখানে এক সমবশরণ ধর্মসভা অনুষিঠত হল । সেই সমবশরণ তে সে তার প্রথম ধর্মবাণী প্রচার করল । সেখানে সে এগার জণ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ জৈন ধর্মর

দীক্ষিত করাল । এই এগার জণ ব্রাহ্মণ হিঁ হল তার প্রথম ও মুখ্য শিষ্য । তার গণধর বা গাড়ধার নামতে খ্যাত । তার নাম হল ন্দ্রভুতি, অগ্নিভুতি , বায়ুভুতি , ব্যক্ত , সুঠমা , মণ্ডিকত , ময়ুর, পুত্র , অকি ত , অচল ভ্রাতা , মেতার্য্য এবং প্রবাস । ইন্দ্রিয়ভুতি ও সুধর্মা ব্যতিত অন্য সমস্ত মহাবীর জীবদশ হিঁ মৃত্যুবরণ করে । মহাবীর প্রতিষ্ঠিত জৈন সঘংর সুপরিচালনা ক্ষেত্রতে এই গণধর ভূমিকা মহত্বপূণ্র্ঞ । ১২টি অঙ্গ , ১৪টি পূর্ব এবং সমগ্র গণিপিডগ প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থ গুন সংপর্কতে তার অসীম জ্ঞান ছিল । (৩৯) এই এগার জণ গণধর ব্যতীত মগধর রাজা শ্রেণিক (বিম্বিসার), তার রাণী চেল্লনা ও অন্যান্য পরিবারবর্গ তথা তার সৈন্যরা মধ্য মহাবীর প্রথম ধর্ম প্রবচন আবার তার শিষ্যত্ব গ্রহণ কল ।

ক্রমশঃ মহাবীর অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বর প্রভাবিত হএ অসংখ্য নরনারী তার দীক্ষা গ্রহণ কল । এহাদ্বারা জৈন সংগং পুষ্ট হএ ।মহাবীর শিষ্য ও শিষ্যরা মধ্য ১৪০০০ শ্রমণ (ভিক্ষু), ৩০,০০০ ভিক্ষুণী ১,৫৯,০০০ সাধারণ সন্যাসী ও ৩,১৮,০০০ সাধারণ সন্ন্যাসিনী রূপে জৈন সঘংর যোগদান করে । মহাবীর অনুগামীরা মধ্যতে অনেক ধনীক , মণিক তথা রাজন্য শ্রেণীর নরনারী মধ্য ছিল । পালি উপালি সূত্র (৪০) ও জৈন ভগবতী সূত্র (৪১) তে মহাবীর ধনীক শ্রেণীর শিষ্যর এক বিবরণী মিলে । তার মধ্যতে নালন্দা নিকটবর্তী বলক গ্রামর উপালি , শ্রীবস্তীর মৃগধর , রাজগৃহ বিজয় , মহাসয়গ ও সুদর্শন বাণিয় গ্রামর আনন্দ , চংপার কামদেব প্রভৃতি ৪২) কুণিক ৪৩) চেতক ৪৪) প্রদ্যোত , ৪৫) শতানিক দধিবাহন ৪৬) উদয়ন ৪৭)বীঅঙ্গয়, বীরযশ , সঞ্জয় ,শভ্খ , কাশি বর্দ্ধন ৪৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রাণীরা মধ্য রাজা উদয়নর রাণী প্রভাবতী ৪৯) কৌশাম্বার রাণী মৃগাবতী ও জয়ন্তী । (৫০) শ্রেণিক রাণী

চেল্লনা , প্রদ্যোতঙ্করাণী শিবা (৫১) মহাবীর অনুগামিনী হএ । এতদ ব্যতিত চ ার রাজকুমারী বন্দনা (৫২) অতিমুক্ত ৫৩) পদ্ম ৫৪)আদি রাজকুমার তথা রাজা শ্রেণিক পৌত্রগণ , মেঘ ও অভয়র সমেত অন্যান্য রাজকুমার গণ । ৫৫) মধ্য মহাবীর ধর্মনীতি অবলম্বন করল । এমন রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ কল । এমন রাজা শ্রেণিক ঘোষণা করল যে যারা জৈনধর্ম গ্রহণ করবা তার জ্ঞাতি , কুটুম্বকে আর্থকি সাহায্য দিআযাবে । (৫৬)

কল্পসূত্র অনুসার মহাবীর ৩০ বর্ষ গ্রার্হস্থ্য এবং ১২ বর্ষ সন্ন্যাসী (ভিক্ষুধর্ম) পালন কলাপর ৩০ বর্ষর কাল ধর্ম প্রচারক রূপে জীবন নির্বাহ করে পরিশেষতে ৭২ বষঁ বয়সতে পাবাঠারে রাজা হস্তীপালর গৃহতে কার্তিক মাস কৃৎঞ পক্ষতে ঈহলীলা সাঙ্গ করল । (৫৭)

ধর্মনীতি ও দর্শন :

আচারঙ্গ সূত্র, সূত্র কৃতঙ্গ , ভগবতী সূত্র , জৈনাগম প্রভৃতি জৈনাগম প্রভৃতি জৈন গ্রন্থর মহাবীর ধর্মনীতি স র্কতে বহু বিষয় জ্ঞাত হএ । পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত জৈন ধর্মর প্রচার সীমিত হল । জৈন ধর্মর অধিক লোকপ্রিয় ও স্ সারিত করবা বর্দ্ধমান মহাবীর সক্রিয় উল্লেখযোগ্য ।

মহাবীর পূর্ববতী তীর্থর পার্শ্বনাথ চারটি ব্রত পালন করবা উপদেশ দিল । তাই হল - অহিংসা , সত্য , অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ । এই চতুব্রত চাতুর্য্যামি ধর্ম নামতে অভিহিত । মহাবীর এই চতুব্রত সহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে উপদেশ দিল । ফলতঃ পার্শ্বনাথ প্রবর্ততি চতুর্য্যামি ধর্ম (৫৮) মহাবীর দ্বারা ৫ যাম ধর্মর পরিণত হল । বস্ত্রধারণ করবা দোষবহ নই বোলে পার্শ্বনাথ মত ব্যক্ত করল । (৫৯) কিন্তু মহাবীর বেদকে মানল । সে ব্রাহ্মণরা প্রাধান্যকে প্রত্যাখ্যান করল । বৈদিক পূজা পদ্ধতি ও কর্ম কাণ্ডর তার বিশ্বাস হল ।

মহাবীর বেদকে ঈশ্বরীয় , অনাদি এবং জ্ঞান বোলে স্বীকার করে । বৈদিক জ্ঞান হিঁ পূণ্র্ঞ এবং সত্য বোলে ব্রাহ্মণরা কথনকে সে খণ্ডন করল । সে অহিংসা ব্রত উপরে গরুত্বরোপ করল । হিংসা প্রণোদিত বৈদিক কর্মকাণ্ডজুন কেবল ছলনাময় বাহ্য আডম্বর পরিপূণ্র্ঞ এবং তদ্বারা মনুষ্যর অন্তঃশুদ্ধি হবেনা বোলে তার দৃঢ বিশ্বাস ছিল সে হিংসাত্মক যজ্ঞ প্রথা বিরোধ করল । সে জাতিভেদ প্রথার মধ্য বিরোধ করল । তার মততে জাতি , বণ্র্ঞ , লিঙ্গ নির্বিশেষতে সবাএ মোক্ষলাভ করল । সে নারী স্বতন্ততা উপরে গরুত্বরোপ করল । তবে তার প্রতিষ্ঠিত জৈন সংঘর বহু নারী যোগদিল । সে দাসত্ব প্রথার তীব্র বিরোধ করল । কথিত আছে , থরে সে ১৭৫ দিন ধরে উপবাস ব্রত পালন করল । তারপর সে চন্দনাবালা নাম্নী এক দাসীর ভিক্ষাগ্রহণ করল ।

মহাবীর আচারঃ পরমো ধর্ম প্রচার করল । সে বাহ্য কর্মকাণ্ডকে নিরর্থক মনেকরে মনুষ্যর আন্তরিক শুদ্ধি উপরে প্রাধান্য দিল । তার মততে জুন ব্যক্তি সদাচারগুণ স ন্ন , যিএ আত্মসংযম পালন (সম্বর) দ্বারা সমস্ত নূতন কর্মর আশ্রবকে বন্দ করে , যিএ তাপস দ্বারা সমস্ত কর্ম (নির্জরা)কে লভে করতে পারল ।

জৈনধর্ম একাত্মবাদী পরিবর্তে অনেকাত্ববাদী অটে । মহাবীর মততে জড , চেতন সব পদার্থতে আত্মা বিদ্যমান । অতএব সমস্ত পার্থব বস্তু প্রতি অহিংসা ভাব প্রদর্শন করবা নিমন্তে সে উপদেশ দিল তার মততে অহিংসা ভাব কেবল আত্মা , জিবাতমা বা পশুপক্ষী আদি জীবজন্তু প্রতি নই , বৃক্ষ , ধাতু, জল স্থল আদি সমস্ত পার্থব পদার্থ প্রতি মধ্য প্রদর্শন করবা উচিত । জৈন ধর্মর কঠোর অহিংসা নীতি এবং জীব প্রতি অসীম দয়া প্রদর্শন অন্যান্য ধর্মতে দেখতে বিরল । জৈনরা হিংসা অথবা জীব হত্যা পাপ ভয়র নাকতে পটি বেন্ধে নিশ্বাস গ্রহণ

করল , জল ছেনে পিঅ , রাত্রে আল জালাঅনা এবং একবার চাল । এ স র্কতে Hopkins মত হছে , জৈনধর্মকীট কীটাণু প্রতি মধ্য দয়া অনুক। প্রদর্শন কর । মহাবীর মততে মানব শরীরতে জুন আত্মা আছে , কীট কীটাণু প্রতি মধ্য দয়া অনুক। প্রদর্শন কর । মহাবীর মততে মানব শরীর জুন আত্মা আছে , কীট কীটাণু গাএ মধ্য সেই আত্মা বিদ্যমান । মহাবীর ধর্মনীতি স র্কতে Hopkins মততে এই প্রণিধান যোগ্য - " A religion in which the chief points insisted upon are that one should deny God , worship man and nourish vermin " (৬০) অর্থাত মহাবীর প্রচারিত ধর্ম হছে এক ধর্ম যার কি ঙ্শ্বর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মানব সেবা ও পূজা এবং কীট-কীটাণু পরিপালন করবা উপরে গরুত্বরোপ করবা । মন , বচন ও কর্ম দ্বারা অহিংসা আচরণ প্রদর্শন করবা নির্দ্ধশে দিল ।

মহাবীর মততে জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত , যথা - মুক্ত ও বদ্ধ । যে ইন্দ্রয়কে জয় করে অহিংসা ধর্ম পালন করে তাকে মুক্ত জীব কহে । বিষয়াসক্ত জীবকে বদ্ধজীব বলাযাএ ।বদ্ধ জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ক্রস (গতিণীত) ও স্থাবর (গতিহীন বৃক্ষলতা প্রভৃতি) । ক্রস জীব চার শ্রেণীতে বিভক্ত - ন্দিয় , চতুরন্দিয়, ত্বীন্দিয় ও দ্বীন্দ্রিয় । মনুষ্য , পশু ও পক্ষী - এগুন ৫ ইন্দ্রিয় আছে । ডাউঁশ , মহুমাছি প্রভৃতি শ্রবণেন্দিয় , নাথাকবাতে সে চতুরন্দিয় জীব অটে । পি ডা, জোক প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রি নাথাকবাতারা ত্রিন্দিয় জীব । গেণ্ডা , শামুকা প্রভৃতি দর্শন , শ্রবণ ও প্রাণেন্দ্রয় নাথাকবা তারা দ্বীন্দিয় জীব । বৃক্ষ , লতা , গুল্ম প্রভৃতি কেবল স্পর্শেন্দিয় থাকবা তারা স্থাবর জীব । জীব মুক্ত নাহবা পর্য্যন্ত কর্ম-অনুসার কৌণসি এক শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে । (৬১)

শারীরিক ক্লেশ দ্বারা মনুষ্য আত্মা উতকষঁ লাভ করতেপারবে বোলে মহাবীর মতব্যক্ত করল । সুতরাং সে পঞ্চমহাব্রত (অহিংসা , সত্য , অস্তেয় , অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য) কঠোর তপস্যা , উলগ্নতা ,অনশন আদি পালন করবা উপদেশ দিল । তার মততে উপবাসতে শরীরকে ক্রমিক যন্তণা দিএ বিনাশ কলে মোক্ষ লাভ হএ ।তবে উপবাস জনিত যন্ত্রণা দ্বারা আত্মহত্যা করবা জৈনতে পুণ্য মনেকরে ।

মহাবীর ঈশ্বর বিশ্বাস করেনা । তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা বোলে বিবেচনা করবা তার চিন্তা বহির্ভুত ছিল ।(৬২) তার মততে ভগবানঙ্ক আর্শীবাদ বা অনুগ্রহ বিনা মনুষ্য নিজকে দুঃখ যন্ত্রাণা থেকে উদ্ধার করতে পারব ।পাপ কর্ম জনে মনুষ্য যেমন ফল ভোগকরে তাহা দেবদেবীঙ্ক পূজাঅর্চ্চনা দ্বারা দূরিভুত হএ না ।কেবল অনাসক্ত ও হিংসা বিবর্জতি জীবন দ্বারা কাম , ক্রোধ, মোহ, মাত্সর্য্য, দ্বেষ প্রভৃতি বিকার (পাপ) ত্যাগ করতে পারলে আত্মশুদ্ধি হএ এবং দুঃখ দুর্ব্বশা থেকে ত্রাহি মিলে ।এহি লক্ষ সাধনা করবা নিমন্তে সর্বোকষ্ট পনা হল সন্যাস জীবন অথবা পবিত্র ধর্মময় জীবন ।তদ্বারা মনুষ্য নিজে নিজর প্রয়োজন ।

মহাবীরঙ্ক মততে সংসার ছঅটি ধ্যব্য ,যথা-জীব, পুদগল, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ এবং কালকে নিএ গঠিত । এসবু নিত্য ।এসবু দ্রব্যর বিনাশ ডএ না ।কেবল সেগুডিকর রূপ পরিবর্ততি হএথাএ এ সবু দ্রব্যর সমষ্টি হএথাকবা জনে সংসার মধ্য নিত্য । সংসার প্রত্যেক বস্তু মদ্য নিত্য এবং তার বিনাশ হএনা । যাহাকে আমি মৃত্যু বা ক্ষয় বলি তাই কেবল বস্তু বা জীব রূপ পরিবর্তন বুঝাএ । যবে এ ছঅটি দ্রব্য সংগঠিত হএ সেইটি যুন বস্তু বা জীবর জুন রূপ হএ তাকে জন্ম বলাযাএ । এসব দ্রব্যর ক্ষয় হিঁ মৃত্যু ।(৬৩)

মহাবীর কথন হল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণতে জ্ঞান উপলবধ হএ । উদাহরণ স্বরূপ বৃক্ষ হলছে কহিলে ঠক এবং ভুল বোলে প্রমাণিত হএ । কারণ বৃক্ষর ডালপত্র হললে মধ্য বৃক্ষ হলেনা । যেমন বৃক্ষটি এক নির্দ্ধষ্টি স্থান উপরে দণ্ডায়মান হএ । এই আধার উপরে মহাবীর বক্তব্য হল প্রত্যেক জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণতে সাত প্রকার পরিদৃতষ্টি হএ , যথা - স্যাত অস্তি (অছি) , স্যাত নাস্তি (নাহিঁ) স্যাত অস্তি নাস্তি (অছি এবং নাহিঁ) স্যাত অবক্তব্য (তাই বলা যাতে পারবেনা) স্যাত অস্তিচ অবক্তব্যংচ (তাই আছে এবং বলা যাতে পারবেনা) , স্যাত নাস্তিচ অবক্তব্যং (তাই নাই এবং অবণর্ঞ্চনীয়) স্যাত অস্তি ন স্তিচ অবক্তব্যংচ (তাই আছে তাই নাই এবং তাই অবণর্ঞ্চননীয়) । এই অনিশ্চততা যনে জৈনধর্মর এই সিদ্ধান্তকে স্যাদবাদ বা সপ্তভঙ্গি ন্যায় বলাযাএ । (৬৪) আমার জ্ঞান অস ূর্ণ্ণ বা আংশিক হবা কুনু পদার্থ জানে বোলে নির্দ্ধষ্টি রূপে কহিবা উছিত নই । জানে না কহিলে নিদ্ধিষ্ট অর্থ জাণাযাএ । কিন্তু জানে কহিলে নিদ্ধিষ্ট অর্থ জাণাযাএনা ।আমি ব্রহ্মপুর সহর দেখেছি কহিলে ব্রহ্মপুর সহর বিভিন্ন বজার অট্টালিকা , পার্ক, শিক্ষানুষ্ঠান , মঠ , মন্দির ,চর্চ্চ , মসজিদ , সরকারী দপ্তর , সাহি , বসষ্টাণ্ড, রেল ষ্টেসন , ডাক্তরখানা, দূরদর্শন রিলে কেন্দ্র , সিনেমাগৃহ বা প্রেক্ষালয় প্রভৃতি কতটিদেখেছি তাই কেউ জাণতে পারবেনা । এই বস্তু সত কি অসত , নিত্য কি অনত্য , ভিন্ন কি অভিন্ন ভাব কি অভাব , বক্তব্য কি অবক্তব্য, অভাব হবা অবক্তব্য কি ভাব হবা বক্তব্য , ভাব কি অভাব অবক্তবং - এমন কুনু বিষয় নিদ্ধিষ্ট রূপে বলাযাএনা । প্রত্যেক উতরতে স্যাত অর্থাত কুনু প্রকার যোগ করতে হবে । যদি কেউ প্রশ্নকরে ফল শাগুআ এবং পাচিলা ফল হলদিআ কিম্বা নালিআ ফল প্রকৃত বণর্ঞ্চকি ? তবে উত্তর দিতে হবে এহা কুনু প্রকার অবক্তব্য । অবস্থা

ভেদতে ফল বণ্র্ঞ ভিন্ন নির্দ্ধষ্টি লক্ষণ কেমন বলাযাবে ফল লক্ষণ অপরিস্স্কুটিত । কুনু প্রকার ফল ও পাকা ফল এক কিন্তু বণ্র্ঞ বৈষম জনে এক হবেনা । কুনু প্রকার ফল পাকা ফলথিকে ভিন্ন । কিন্তু এক গাচ্ছ থিকে এক ফলবণ্র্ঞ বদলাবা ভিন্ন ভিন্ন হবেনা । এইটি স্যাদবাদ । পরবর্তী কলতে শঙ্করচার্য্য স্যাদবাদ ঘোর বিরোধ করে । শঙ্করচার্য্য উক্ত হল , প্রত্যেক বস্তু আছে এবং তাই রহিবেনা বোলে ঠিক নেই ।

প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক বস্তুর দুটি অংশ থশষখ ষঁশষও ঢ়ডশঁঈণ ঢ়থঁেযক্ত করে । তাই হল - ভৌতিক অংশ ও আত্মিক অংশ । এ দুটি পরস্পর বিরোধী । ভৌতিক অংশ অশচদ্ধ , অন্ধকারময় , বিনাশকারী ও সসীম অটে । তার বিপরিত আত্মিক অংশ হছে বিশুদ্ধ , আলোকময় , অনশ্বর এবং অসীম । মেঘাচ্ছন্ন হতেপারে । আত্মার স্বরূপ এই পরিপ্রকাশ হিঁ নির্বাণ । তার ভৌতিক অংশ বিনাশ পরবর্তী পূণ্র্ঞ প্রকাশ , অনশ্বরতা , অনন্ততা ও অসীমতা আনন্দপূণ্র্ঞ স্থিতি । এই স্থিতি উপনীত হলাপর মনুষ্যর পুনজন্ম হএনা । সে কর্ম বন্ধনতে মুক্ত হএ ।

কাম ক্রেধ , মোহ ,লোভ , মদ, মাসর্য্য , দ্বেষ আদি বিকার দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মিক অংশ দ্বারা আবৃত হএ । এই ভৌতিক অংশ কর্ম । সাংসারিক লিপ্ত জীব ও কর্মর সম্বর (সমাবেশ) হএ এবং জীব সেই সমাবেশর বন্ধনতে আবদ্ধ হএ । অতএব আত্মিক অংশ এবং ভৌতিক অংশ অথবা কর্ম মধ্যতে সংসর্গ যেমন নাহএ সেত্প্রতি মোক্ষাভিলাষ ধ্যান দেবা বাঞ্ছনীয় । আত্মিক অংশ এবং কর্মর দুটি উপায় পরস্পর থিকে বিচ্ছিন্ন করাযাতেপারে । প্রথমে যদি কর্মর সম্বর (আত্মিক অংশর কর্মর সংস্থান) নাহএ এবং দ্বিতীয় যদি পূর্ব জন্মর একত্র হবা কর্মর নিজর (ক্ষয়) হএ । নূতন ভৌতিক অংশ (কর্মর) সমাবেশ

(সম্বর)কে প্রতিরোধ কলে এবং পুরাতন ভৌতিক অংশ (কর্ম)র বিনাশ কলে আত্মা কর্ম বন্ধনতে মচক্তি লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্তহএ ।

কর্মফল উপরে মহাবীর গুরুত্বারোপ করে । তার মততে জন্ম কিছি নই ,জাতি কিছি নই , কর্ম হিঁ সব কিছু ।কর্ম অনুসারে ফল প্রাপ্তি হএ। ভবিষ্যতর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ বর্তমানর কর্ম উপরে হিঁ নির্ভর করে। (৬৫)। মনুষ্যর সুখ-দুঃখ, উচ্চ-নীচ,ধনী-দরীদ্র, আদি অবস্থা তাহার কর্ম উপরে হিঁ আধারিত। (৬৬)। কর্ম আত্মা সংগে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জডিত। কর্ম আঠ প্রকার, যথা- (১)জ্ঞানা বরণীয় (যে কর্ম জ্ঞান লাভ করিবারে প্রতি বন্ধক সৃষ্টি করে),(২)ধর্শন বরণীয় অর্থাত যে কর্ম সম্যক দর্শনবা সত্য বিশ্বাস প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে, (৩)বেদনিয় অর্থাত যে কর্ম দ্বারা সুখ ও দুঃখ অনুভূত হএথাকে,(৪) মোহনীয় অর্থাত যে কর্ম দ্বারা প্রত্যেক বস্তু প্রতি মোহ জন্মে, (৫)আয়ু কর্ম যাহা দ্বারা জীবনকাল নিদ্ধারিত হএ,(৬) নাম, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নামকরণ করে এবং(৭) গোত্র,যাহা প্রত্যেক আত্মার গোত্র নিরূপণ করে এবং (৮)অন্তরায় , যাহাকি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মোক্ষ মার্গতে অগ্রসর হেবাতে বাধা দিএথাকে।(৬৭)।সতকর্ম করে মনুষ্য নির্বাণ প্রাপ্ত হএ ও স্বর্গীয় জীবন ভোগকরে ।এহি কর্মর ফল স্বরূপ পুনর্জম হএথাএ এবং ইহজন্মরে মধ্য নানা সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হএথাএ।সে কর্ম দ্বরা আবৃত নিজর আত্ম স্বরূপ অনুভব করতে পারেনা।আত্মা সকল প্রকার কর্ম বন্ধনথেকে মুক্ত হেলে নিজর অনন্ত দৃষ্টি,অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি অনুভব করে।অতএব আত্মা সকল প্রকার কর্ম বন্ধনথেকে মুক্ত হবা একান্ত আবশ্যক।তইজনে ৫ মহাব্রত পালন তথা কত সমিতি বা অভ্যাস ও গুপ্তি বা কয়মনোবাক্যতে সংযম আচরণ মধ্য প্রয়োজন। ৫মহাব্রত সমিতি ও গুপ্তি গুডিকর ভিতি উপরে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সাধনা বা

আত্ম নিগ্রহ দ্বারা কুকর্ম গুডিকর বিনাশ হএ এবং মনুষ্য সিদ্ধি বা নির্বাণ লাভ করে। বাহ্য সাধনা গুডিখ ৬ প্রকার যথা-অনশন, অবমোদ্রিকা (সংযম), ভিক্ষাচর্য্যা, রস পরিত্যাগ, কায় ক্লেশ এবং সমলিনতা (স্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গর যত্ন)। আভ্যন্তরীণ সাধনা মধ্য ছঅ প্রকার যথা- প্রায়শ্চিত, বিনয় বৈয়াবৃত্য (গুরুসেবা), স্মাধ্যায় , ধ্যান ও বুস্বর্গ (দেহত্যাগ) ।(৬৮)

কর্ম বন্ধন তে মুক্তি লাভ জনে মহাবীর সম্যক দর্শন বা সত বিশ্বাস , সম্যক জ্ঞান বা সতজ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র বা সদাচার আদি তিনটি সদগুণ বা সতপন্থা অবলম্বন করবা নিমন্তে উফষধশ দিএ বা আত্মা নিগ্রহ উপরে প্রতিষ্ঠিত । এই তিনটি পন্থা অবলম্বন কলে মনুষ্যর আত্মা মায়াগ্রস্থ হএনা কিম্বা জন্ম জন্মান্তর কষ্ট ভোগতে হএনা ।অধিকন্তু সে পুনজন্মর মুক্তিলাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হএ ।

প্রত্যেক বসস্তুর আত্মক অংশ সত ও ভৌতিক অংশ অসত বোলে মহাবীর মত ব্যক্ত করে । এই আত্মিক অংশ বা সত বিশ্বাস রাখবা হিঁ সত বিশ্বাস বা সম্যক দর্শন । আত্মিক অংশ বা ভৌতিক অংশ অর্থাত সত ও অসত প্রকৃত রূপকে অনুভব করবা হিঁ সম্যক জ্ঞান । মনুষ্যর ৫টি ইন্দিয় মদ্যরু প্রত্যেকর কিছিনা কিছি বিশেষ গুণ আছে । মনুষ্যর এই গুণ প্রতি আসক্তি রহে । উদাহরণ স্বরূপ চক্ষু হছে ইন্দ্রি এবং দৃশ্য হছে তত সংলগ্ন বিষয় । মনুষ্য সর্বদা সুন্দর দৃশ্য দেখতে মন বলাএ । এই সুন্দর দৃশ্য প্রতি সমভাবাপন্ন হএ , সে অনাসক্ত হএ । তার অনাসক্ত ভাব হিঁ সম্যক বা সত আচরণকে বুঝাএ । সম্যক দর্শন বিনা সম্যক জ্ঞান লাভ করবা সস্কব নই । সেমন সম্যক জ্ঞান থাকবা মনুষ্য সত চরিত্রবান হবেনা । এই তিনটি গুণতে যে কুনু এক মদ্য অভাব হলে মোক্ষ প্রাপ্ত সস্কবপর নই । (৬৯)

নিসর্গ, উপদেশ , আজ্ঞা, সূত্র অধ্যয়ন , বীজ (সূচনা), অভিগম , বিস্তার, কর্তব্য, সংক্ষেপ এবং ধর্ম বা নিয়ম ভিতিউপরে সম্যক দর্শন প্রতিষ্ঠিত (৭০) । সম্যক জ্ঞান ৫ প্রকার , যথা : ১)শ্রুতজ্ঞান, ২) অভিনিবোধিকজ্ঞান ৩) অবধি জ্ঞান ৪) মনঃ পর্য্যায়জ্ঞান ৫) কেবল জ্ঞান । (৭১) সামায়িক (পাপ কর্মতে নিবৃতি), খেদোপস্থাপন (ধর্মানুচরণ পরিহার বিশুদ্ধিক (সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধতা লাভ), সূক্ষ্ম সপরায় (কামনার বিনাশ) এবং অকষয় যথাক্ষ্যাত (পাপর ক্ষয়) আদি দ্বারা এক ব্যক্তি সম্যক চরিত্রবান হতেপারবে । (৭২)

মহাবীর প্রত্যেক সদগুণ সংপন্ন হবা জনে উপদেশ দিএ । এই সদগুণ গুন হল - সম্বেগ (সাংসারিক মোহমায়ার মুক্তির উদ্যম) , নির্বদে (পা(পার্থব বস্তু প্রতি অনাসক্ত) , ধর্ম শ্রদ্ধা, গুরুসাধর্মকি শ্রুশূষা , সহধর্মালম্বী প্রতি মান্য প্রদর্শন) , আলোকন গুরু সম্মুখ পাপ কর্মর স্বীকার) নিন্দা (স্বকৃত পাপ জনে অনুতাপ গহ । (গুরুর সম্মুখ নিজর পাপ কর্ম জনে অনুশোচনা) , সাময়িক (অত্মার নৈতিক ও আধ্যতমিক সুদ্ধি) বন্দনা (গুরচপূজা) প্রতিকর্মণ (পাপর প্রায়শ্চিত) কায়োসর্গ (দণ্ডায়মান অবস্থার যোগাসন) , কামনার প্রত্যাক্ষ্যান , স্তব স্তূতি মঙ্গল (স্তুতিগান , কালস্য প্রতুযপেক্ষণা (সমায়ানুবতিতা) , প্রায়শ্চিত করণ (তাপস ব্রত পালন) , ক্ষমা পণা (ক্ষমা ভিক্ষা) , স্বাধ্যায় , বাচনা (পবিত্র গ্রন্থপাঠ) পরপুচ্ছনা (শিক্ষককে জিজ্ঞাসা) পরাবর্তনা (পুনরাবৃতি) অনুপ্রেখা (অনুধ্যান) , ধর্ম কথা (ধর্ম প্রবচন) , শ্রৃতস্যারাধনা (পবিত্র জ্ঞান আহরণ) , একাগ্রমন সন্নিবেশনা (চিন্তার একাগ্রতা) সংযম , তাপস , ব্যবধান (কর্মর ক্ষয়) , সুখসাতা (সুখ পরিহর) অপ্রতিবধতা (মানসিক স্বাধীনতা), আহার প্রত্যাখান (উপবাস) , কশায়প্রত্যাখ্যান (নিশিদ্ধ খাদ্য ত্যাগ) , কর্ম প্রত্যাখ্যান , শরীর প্রত্যাখ্যান সর্বগণ সংপন্নতা , বৈয়াবৃত্য (সেবা) ,

বীতরাগতা , (বিতৃষ্ণা) , ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা) আর্জব (সরলতা) , মার্দভ (নম্রতা), ভাবসিদ্ধি , মনোগুপ্তা (অভিনিবিষ্টতা) , কায় , মনো বাক্যর সংযম , সম্যক দর্শন , জ্ঞান ও চরিত্র , কাম ক্রেধাদি ষডরিপুর দমন , এবং শৈলেষী (স্থিরতা) । এসব সদগুণ দ্বারা মনুষ্য পবিত্র ও নীতিময় জীবন যাপন করবা সঙ্গে সঙ্গে কর্মফল জনিত পুনজন্ম মুক্তিলাভ করে এবং সিদ্ধশিল উপনিত হএ বা নির্বাণ প্রাপ্ত হএ । (৭৩)

যারা ৫ মহাব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করে তাকে সর্বব্রত বলাযাএ । তারা হছে ত্যাগী ভিক্ষু । তার সর্ব বিরূত বলাযাএ । অণুব্রতী হছে ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ যাকি এই ৫টি ব্রত সীমিত রূপতে পালন করে । যারা কুনু ব্রত পালন করেনা তারা অব্রতী নামে অভিহিত অবতী শ্রেণী ব্যক্তি হিংসক , ঈর্ষালু দুষ্কর্ম দূরাচারী হএ । তবে অন্যরা এমন দুর্জন থিকে দূরতে রহিতে মহাবীর উপদেশ দিএ ।

মহাবীর স্বয়ং যোগী ছিল এবং জৈন ধর্মর যোগ এক বিশিষ্ট ও পর্য্যায় নির্দ্ধশ করাগেছে । সে স্বতন্ততার প্রবক্তা ছিল ।

১৯২০ খ্রী:অ : তে অনুষ্ঠিত মহাবীর জয়ন্তী অধ্যক্ষতা করে জাতির জনক মহত্মাগান্ধি যথার্থতে বলল যদি কেউ অহিংসা তত্বর প্রকাশ , বিকাশ , প্রয়োগ মার্গ প্রদর্শন করল সে হছে ভগবান মহাবীর (৭৪)

চতুর্থ অধ্যায়

কলিঙ্গর পর্শ্বনাথ ও মহাবীর

জৈন গ্রন্থর কলিঙ্গ বহু উল্লেখ আছে । জম্বুদীপ পণণতি (১) কলিঙ্গ জৈন ভিক্ষুর পরিব্রজন নিমন্তে আর্য্য দেশগুন মধ্যতে অন্যতম বোলে বণিঞত হএ । অষ্টাদশ তীর্থর অরনাথ কলিঙ্গ রায়পুর (রাজপুর) থিকে প্রথমে ভিক্ষা গ্রহণ করে । (২) তোষলি (ধউলি)জৈন ধর্ম প্রচারক এবং সাধারণ উপাসক এক

প্রধান ক্ষেত্র ছিল । সেই ভগবান জিন মূর্তি রাজা তোষলি দ্বারা পূজিত হএ বোলে জৈন গ্রন্থর উল্লিখিত হএ । (৩) পার্শ্বনাথ ও পরে মহাবীর কলিঙ্গ পরিদর্শন করে । ফলর খ্রী:পূ : ষষ্ঠ শতাব্দী সময় জৈন ধর্মর কলিঙ্গ এক লোক প্রিয় ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল । কেবল ততকি নই , জৈন ভিক্ষু ও শ্রমণরা পরব্রজ্যা ও ধর্ম প্রচা নিমন্তে কলিঙ্গ এ উপযুক্ত ক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হএ । (৪)

কলিঙ্গ জৈন ধর্মর প্রথম প্রচারক হএ ত্রয়োবিংশ তীর্থর ভগবান পার্শ্বনাথ । সে কলিঙ্গর চতুর্যাম জৈন ধর্মর প্রচার করে । চতুর্যাম জৈন ধর্মর হিঁ কলিঙ্গ প্রাচীনতম ধর্ম । পাশ্বনাথ পাণ্ডু ও তাম্ব্রলিপ্ত (পশ্চিম বঙ্গর তামলুক) কোপকটক আগমন করে ধর্ম প্রচার কল বোলে জৈন ক্ষেত্র সমাসতে জণাযাএ । কোপকটক সে ধন্যনামক জনে গৃহস্থ আতিথ্য লাভ করল । তবে কোপকটক ধন্য কটক নামতে অভিহিত । বালেশ্বর জিল্লা আধুনিক কুপারি সহিত কোপকটক চিহ্নিত হএ । (৫) কত ঐতিহাসিক মততে কোপকটক ভৌমকর রাজা শুভাকর দেব (খ্রী:অ: ৬৯০) নেউল পুর ততাম্র লেখ (৬) উল্লিখিত কো ারক সহিত সমান । কলিঙ্গ রাজা করকুণ্ড পার্শ্বনাথ দ্বারা চতুর্য্যাম জৈন ধর্মর দীক্ষিত হএ সেই ধর্মর পৃষ্ঠপোষকতা করবা বিষয় জৈন উতরাধ্যয়ন সূত্র (৭) এবং কুস্ককার জাতক (৮) ঝ্ঞাত হএ ।

(১৬) পার্শ্বনাথ চরিত বর্ণ্ঞতি কুশস্থলপুর হিঁ সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়র কুশস্থলপুর এবং অধুনা গঞাম জিল্লার কোথলী বা কুশস্থলী (কুস্থলী) গ্রাম সহিত চিহ্নিত করাযাএ ।চতুবিংশ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরঙ্ক কলিঙ্গ সংগে স র্ক অধিক নিবিড ছিল কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হবা পরে মহাবীর ৫যাম ধর্মর প্রচার উস্কেশ্যতে কলিঙ্গ আগমন করবার জিনসেনঙ্ক হরিবংশ পুরাণ(১৭) থেকে

জানাপডে। কলিঙ্গর ততকালিন রাজা মহাবীরঙ্ক পিতা সিদ্ধার্থঙ্কর মিত্র ছিল এবং ওর দ্বারা আমন্ত্রিত হএ মহাবীর ধর্ম প্রচার জনে কলিঙ্গ আগমন করেছিল বোলি আবশ্যক সূত্র(১৮) ও উক্ত গ্রন্থর বৃতিকার হরিভদ্রঙ্কর রচিত হরিভদ্রিয় বৃতি (১৯)তে উল্লখিত হএছে। কুমারী পর্বত (ভুবনেশ্বরস্থ উদয়গিরি) ঠারে মহাবীর ধর্ম প্রচার করেথিবা বিষয় খারবেলঙ্ক হাতীগুম্স্কা শিলালেখতে সূচিত হএছে(২০)।কথিত আছে, মহাবীর স্বামী তোষলিতে প্রবিষ্ঠ হবা পূর্বথেকে ভালুয়গাম, সুভোম, সুচ্ছেতা, মলয়, হট্টসীস, প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেছিল ।(২১) উক্ত স্থানগুডিক উত্তর ও পশ্চিম ওডিশাতে অবস্থিত থাকবা অনুমান করাযাএ। (২২)। সেগুডিক মধ্যথেকে সুভোব সোমবংশী , ভঞ্জ ওচোলরাজামানঙ্ক অভিলেখ(২৩) তে উল্লিখিত সবর্ণ্নপুর (বলাঙ্গীর জিল্লার মহানদী ও তেলনদী র সঙ্গমস্থল নিকট সোনপুর সঙ্গে চিহ্নিত হএপারে।(২৪)। উপরোক্ত স্থানগুডিকতে পরিভ্রমণ কলাবেলে মহাবীরঙ্কু অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে পডেছিল। মহাবীর স্বামী কলিঙ্গর রাজধানী তোষলি(ভুবনেশ্বরর নিকটবর্ত্তী ধউলি) কে এসে ধর্ম প্রচার করেছিল এবং সেখানেথেকে মোষলী অভিমুখে যাত্রা করেছিল বোলি জৈন আবশ্যক সূত্রথেকে জ্ঞাত হএ।

ততো ভগবং তোষলীং গও ততথ সুমাগহো নামো রট্টিও পিয়মিতো ভগবও সো মাই ততো সামী মোষলীং গাও .....(২৫)।

তোষলীতে মহাবীর বিবস্ত্র হএ নিবিকার ভাবতে ভ্রমণ কলাবেলে লোকে তাঙ্কু পাগল বোলি বিবেচনা করেছিল।আর কত তাঙ্কু দস্যু বোলি ভেবে প্রহার করছিল ।ওরা তাঙ্কু হত্যাকরতে উদ্যত হেবা সময়ে তোষলি ক্ষত্রিয়রা যথা

সময়ে তাঙ্কু চিহ্নিতেপারে রক্ষা করেছিল। মোষলিতে মধ্য তাঙ্কু অনুরূপ বিপদর সম্মুখীন হতে পডেছিল ।ওখানে মধ্য তাঙ্কু এক ডাকায়ত বোলি করাগেল । তাইজনে তাঙ্কু কারাগারতে আবদ্ধ হতে পডল । কিন্তু ওর পরিচয় মিলিবা পরে সে কারামুক্ত হল ।(২৬)। মোষলি প্রথম খ্রী.অ. তে গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমিঙ্ক ভৌগলিক বিবরণী তে বর্ণ্ণতি মইষোলই অথবা মৌষোলস কিম্বা মৌষোলিআ (২৭) সংগে সমান এবং গঞ্জামর দক্ষিরালরু গোদাবরী নদীর ত্রিকোণভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।মহাবীরঙ্ক সময়থেকে কলিঙ্গতে পিহুণ্ড নামক বন্দর জৈনধর্ম্মর এক প্রধান পীঠ রূপে খ্যাতি লাভ করেথাকবা উতরাধ্যয়ন সূত্র (২৮) থেকে জানাপডে ।এই থেকে মহাবীর মোষলী অন্তর্গত পিহুণ্ড পরিদর্শন করবার অনুমান করাযেতেপারে ।সিলভন লেভি ( ) (২৯)ঙ্ক মততে পিহুণ্ড হাতী গুম্স্কা অভিলেখ (৩০) তে বর্ণ্ণতি পিথুণ্ড সংগে সমান ।টোলেমি ঙ্ক ভূগোলতে পিথুণ্ড পিটুণ্ড্র ( ) নামতে অভিহিত । পিটুণ্ড্র নগর মহানদী ও গোদাবরী নদী দ্বয়র মুহাণথেকে সমদূরতে সমুদ্র তটতে অবস্থিত ছিল বোলি টলেমি স্বীয় ভূগোলতে উল্লেখ করেছে ।(৩১) অতএব শ্রীকাকুলম এবং গোশাল ও কত শিষ্যঙ্ক সংগে কলিঙ্গর কূর্মগ্রাম ও সিদ্ধার্থ গ্রাম পরিদর্শন করেছিল ।কূর্মগ্রামতে বেশয়ন নামক এক জন ধ্যনরত সাধুঙ্ক সংগে তাঙ্কর ভেট হএছিল ।তখনি বেশয়ন মধ্যান সূর্য্যঙ্ক প্রখর কিরণ প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং হস্তদ্বয় উদ্ধোতথাপন পূর্বক যোগ সাধনা করেছিল ।(৩২)। মহাবীর সঙ্কবতঃ এধরণর যোগ পদ্ধতি শিক্ষা করিবা জনে কুর্ম গ্রামতে বেশয়নঙ্কু সাক্ষাত করেছিল ।কথিত আছে, তাঙ্ক সংস্পর্শতে এসে মহাবীর জ্যেষ্ঠ মাসর মধ্যানতে উতপ্ত প্রস্তর খণ্ড উপরে দাডিএ হএ এবং সূর্য্যঙ্কু অবলোকন পূর্বক যোগাভ্যাস আরম্ভ কলে ।এ প্রকারর যোগ সাধনা

কলিঙ্গ তথা কোঙ্গদ রাজ্যতে অনুসৃত হএথাকবার প্রমাণ তাম্র লিপিমানঙ্ক থেকে মিলে ।কোঙ্গোদর শৈলভাব বংশী রাজা প্রথম মধ্যমরাজ বা অযোশোভিত দ্বিতীয় (খ্রী.অ. ৬৬৫-৬৯৫) ঙ্ক বাণপুর (৩৩) ওপারিকুদ (৩৪) তম্র শাসন থেকে প্রমাণিত হএ যে বেশয়নঙ্ক দ্বারা সংপাদিত যোগপদ্ধতি খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দিতে কোঙ্গদ (আধুনিক পুরী ও গঞ্জাম জিল্লা) তে মধ্য প্রচলিত ছিল । কেচিদ দগধ সহস্র কিরণ জস্কলাবলি প্রেংক্ষিণঃ কুর্মগ্রাম আন্ধ্র প্রদেশর আধুনিক শ্রীকাকুলম সন্নিকট শ্রীকূর্মম সংগে সমান ।(৩৫)।

কূর্মগ্রামথেকে মহাবীর গোশালঙ্ক সংগে সিদ্ধার্থ গ্রামকে যাত্রা করেছিল । সিদ্ধার্থ গ্রামতে উভয়ঙ্ক মধ্যতে মতভেদ হেবারু মহাবীরঙ্ক সংগে গোশালা নিজর সংপর্ক ছিন্ন কল । ততপশ্চাত গোশাল নিজর এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী (সংপ্রদায়)র সংস্থাপন কলেত তাহা আজীবন (৩৬) নামতে অভিহিত । এমন সিদ্ধার্থ গ্রামতে জৈন ধর্মর আজীবন নামক এক নূতন সংপ্রদায়র উতথান হএছিল ।কলিঙ্গর প্রাচীন গঙ্গ বংশীয় রাজামানঙ্কর, যথা- ইন্দ্র বর্মনঙ্ক অচ্যুতপুরম তাম্র শাসন (৩৭) (গঙ্গাব্দ ৮৭ অথবা খ্রী.অ.-৫৮৫) এবং দেবেন্দ্র বর্মনঙ্ক সিদ্ধান্তম তাম্র লেখ (গঙ্গাদ ১৯৬ অথবা ৬৯৪ খ্রী.অ) (৩৮) রে বিরাহবার্তনি বিষয় অন্তর্গত সিদ্ধার্থক গ্রামর উল্লেখ রহিছি । অতএব মহাবীরঙ্ক সময়র সিদ্ধার্থ গ্রাম সংশিত গঙ্গ তাম্র শাসনগুডিকতে উল্লিখিত সিদ্ধার্থ গ্রাম সংগে সমান হতেপারে। শ্রী.জি. রামদাস (৩৯) সঠিক ভাবে সিদ্ধার্থ গ্রামকে আন্ধ্র প্রদেশর শ্রীকাকুলম থেকে চারি কিলোমিটর দূরতে অবস্থিত এবং শ্রীকুর্মম সন্নিকট আধুনিক সিদ্ধান্তম সংগে চিহ্নিত করেছে । দেবেন্দ্র বর্মনঙ্ক মসুনিক তাম্র লেখতে (গঙ্গাব্দ ৩০৬ অথবা ৮০৪ খ্রী.অ.) (৪০) সিদ্ধার্থক গ্রাম সিধত নামতে লল্লেখ আছে ।তাইজনে মহাবীরঙ্ক সময়থেকে ১৪০০ বর্ষ মধ্যতে সিদ্ধার্থ

গ্রাম বিভিন্ন সময়তে সিদ্ধার্থক গ্রাম , সিধত এবং সিদ্ধান্তম নামতে কথিত হএছিল । সিদ্ধার্থ গ্রামর এমন নাম করণ হুএত মহাবীরঙ্ক পিতা সিদ্ধার্থঙ্ক নামানুসারে হএথাকেতপারে । কারণ কলিঙ্গর ততকালিন রাজা মহাবীরঙ্ক পিতাঙ্ক বন্ধু ছিল । তাইজনে বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ কলিঙ্গর তদনীন্তন রাজা স্বীয় বন্ধু সিদ্ধার্থঙ্ক নামানুসারে সিদ্ধার্থ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিথাকবা সম্ভব ।মহাবীরঙ্ক পরিদর্শন ফলতে কূর্মগ্রাম এবং সিদ্ধান্ত গ্রাম জৈন ধর্মর তীর্থক্ষেত্র রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল । কলিঙ্গ মাঠর বংশীয় রাজ উমা বর্মন (খ্রী.অ ৩৩০-৩৬০) মহেন্দ্রগিরি নিকটতে অবস্থিত বর্দ্ধমানপুর নামক নগর অধিকার করিথাকবা টিককলি তাম্র শাসন (৪১) থেকে জাণাপডে ।উক্ত গ্রাম প্রাচীন কূর্ম গ্রাম ও সিদ্ধার্থ গ্রামতে অনতি দূরতে শ্রীকাকুলম জিলার টিককলি নিকটতে অবস্থিত ।(৪২) বর্দ্ধমান মহাবীর একে পরিদর্শন করেথাকবা জনে তাঙ্ক স্মৃতি রক্ষা উদ্দেশ্যতে বর্দ্ধমানপুর নামতে এক নগর প্রতিষ্ঠিত হএছিল ।

সংঙ্কেতরূপে সেখানে কলিঙ্গ জিনাসন (কলিঙ্গ জিন অথবা কালিঙ্গ জিন বিগ্রহ) সসম্মানে কলিঙ্গকে ফিরে এসেছিল ।(৪৩) খ্রী.পূ চতুর্থ শতাব্দীতে নন্দবংশীয় মগধ সম্রাট মহাপদ্মনন্দ কলিঙ্গ জয় করে এ জৈন প্রতিমা বলপূর্বক নিজ গ্রামকে নিএ গিএছিল ।এথেকে অনুমিত হএ কলিঙ্গ জিনাসন, ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীরঙ্ক কলিঙ্গতে ধর্ম প্রচার করবা করে এবং মহীপদ্মনন্দঙ্ক (খ্রী.পূ. ৩৬৪-৩৩৫) ঙ্ক রাজত্ব পূর্বথেকে হিঁ কলিঙ্গতে প্রতিষ্ঠিত হএছিল ।এ জৈন বিগ্রহর পরিচয়কে কেন্দ্রকরে ঐতিহাসিকঙ্ক মধ্যরে মত দৈধ রহেছে ।ডক্টর নবীন কুমার সাহু ঙ্ক মতরে (৪৪) এহি কলিঙ্গ জিন আদি তীর্থঙ্কর রুষভনাথঙ্ক বিগ্রহ । রখাল দাস বানার্জি এবং কাশী প্রসাদ জয়স্বীল (৪৫) তাহা দশম তীর্থঙ্কর শীতলনাথঙ্ক প্রতিমূর্তি বোলি মত ব্যক্ত করেছিল । আর কত কলিঙ্গ

জিনঙ্কু দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথঙ্ক সংগে চিহ্নত করেছে ।(৪৬)। কারণ তাংকর লাঞ্ছন হেলা হস্তী এবং সে সময়তে কলিঙ্গর হস্তীগুডিক অতি শক্তিশালী, বিশালকায় ও ভয়প্রদ ছিল ।(৪৭) । অন্য কতকর মত হল একাদশ তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশনাথ হিঁ কলিঙ্ক জিন, কারণ সে কলিঙ্গর একদা রাজধানী থাকবা সিংহপুরতে জন্ম গ্রহণ করেছিল ।(৪৮) ।পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস (৪৯)বোলছেন কলিঙ্গ জিন হছে জগন্নাথঙ্ক আদ্য রূপ।কিন্তু মহাবীরঙ্কু কলিঙ্গ জিন সংগে চিহ্নিত করবা অধিক যুক্তিযুক্ত ।কারণ রূষভনাথ,অভিতনাথ,শীতলনাথ কিম্বা শ্রেয়াংশড়শথঙ্কর কলিঙ্গতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পডে থাকবার সূচনা কোন জৈনগ্রন্থতে প্রদত হএনাহিঁ ।জৈনগ্রন্থ গুডিকতে কেবল পার্শ্বনাথ ও মহাবীর অন্যান্য তীর্থঙ্করমানঙ্ক অপেক্ষা কলিঙ্গতে অধিক জানাশুনা ছিল ।তবে পার্শ্বনাথঙ্ক অপেক্ষা মহাবীরঙ্ক আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রাচীন কলিঙ্গতে বিশেষ ভাবতে সংচারিত হএছিল । সে পার্শ্বনাথঙ্ক অপেক্ষা কলিঙ্গতে বহু অধিক স্থানতে ধর্ম প্রচার করে লোকপ্রিয় হএছিল ।তাঙ্কর পিতা সিদ্ধার্থ কলিঙ্গর রাজাঙ্কর মিত্র ছিল।মহাবীর ও তাঙ্কর পিতাঙ্ক নামানুসারে কলিঙ্গতে বর্দ্ধমানপুর, সিদ্ধার্থ গ্রাম আদি নগর ও গ্রাম পতিষ্ঠিত হএছিল। কলিঙ্গর কূর্মগ্রাম কাছে মহাবীর বেশয়ন থেকে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপরে যোগ সাধনা প্রক্রিয়া শিক্ষা করেছিল। তাইজনে পার্শ্বনাথঙ্ক অপেক্ষা মহাবীর কলিঙ্গতে অধিক স্মরণীয় তাকবা স্বাভাবিক। মহাবীরঙ্ক স্মৃতি রক্ষা উদ্দেশ্যতে তাংকর এক প্রতিমূর্তি কলিঙ্গ জিন নামতে প্রতিষ্ঠিত হএথাকবা যুক্ত সংগত মনে হএ। কলিঙ্গথেকে মহাবীরঙ্ক প্রত্যাবর্তন পরে পরে,অর্থাত খ্রী.পূ. ষষ্ট শতাব্দীর শেষার্দ্ধতে কলিঙ্গ জিন প্রতিষ্ঠিত হএ পূজিত হল।

কলিঙ্গ জিনঙ্ক এমন নামকরণ কেন হএছিল ,সে স র্কতে সি. জে. শাহঙ্ক মততে (৫০) এখানে উল্লেখযোগ্য । তাংক মততে কলিঙ্গতে পূজিত হএথাকবার এ

জিনঙ্ক মূর্তি তীর্থঙ্কর মূর্তি কলিঙ্গ জিন নামতে অভিহিত। সেমন শতৃঞ্জয়, আবু পর্বত ,ধূল্ল্য (মেবার) তে প্রতিষ্ঠিত জিন বিগ্রহ যথা ক্রমে শতৃঞ্জয় জিন ,অর্বুড জিন, ধুল্যু জিন নামতে প্রসিদ্ধ।পূজাপীঠ বা স্থানর নামানুসারে জিন মূর্তি মানঙ্ক নামকরণ হবার পর রা ছিল বোলি মুনি জিন বিজয় মতব্যক্ত করেছে।টি.এন রামচন্দ্রন (৫১), কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহি (৫২) ,নবীন কুমার সাহু (৫৩) প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথা প্রত্নতত্ববিতমানঙ্ক মততে উদয়গিরিস্থ মপুরী গুম্স্কাতে খারবেলঙ্ক দ্বারা কলিঙ্গ জিন প্রতিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাযাএথাকবার চিত্র খোদিত হএছে। উক্ত চিত্রতে খারবেল, তাংকর পট্টমহিষী, রাজকুমার, কুদেপসিরি, রাজ পুরোহিত এবং রাজ পরিষদ বর্গ দণ্ডায়মান হএ যুগ্ম হস্ততে কলিঙ্গ জিনঙ্কু আরাধনা করথাকবার দৃশ্য হএছে।

৫ম অধ্যায়

জৈন সম্রাট খারবেল

খারবেল ছিল চেদি (চেতি) রাজ বংশোভব । খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চেদি রাজ্য ষোডশ মহাজনপদ বন্তভুক্ত ছিল । (২) দক্ষ ছিল চেদি রাজ্যর প্রতিষ্ঠাতা । জৈন হরিবংশ পুরাণ (৩) অনুসার দক্ষর পর ঐলেয় , কুনিম , পুলোমা , পৌলমা , মহিদত , মস্য , অয়োধন , মূল , সল , সূর্য্য , অমর , দেবদত, মিথিলানাথ , হরিসেন , শংখ , ভদ্র , অভিচন্দ্র প্রভৃতি রাজার রজত্ব করল । অভিচন্দ্র রাজত্ব কালতে চেদিরাবুন্দেলখণ্ড ত্যাগ করে বিন্ধ্য পর্বতকে আগমন করল । অভিচন্দ্র বিন্দ্য শুক্তিমতী উপত্যকার এক নূতন চেদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা করল । শুক্তিমতী নদী তীরস্থ শুক্তিমতীপুরী তার রিজধানী হল -

" বিন্ধ্য পৃষ্ঠে অভিচন্দ্রেণ চেদিরাষ্ট্রমধিষ্ঠিতং ।
শুক্তিত্যাস্তটে অধ্যায়ি নাম্না শুক্তিমতী পুরী " ।

Alexander Cunningham শুক্তিমতী নদীতে মহানদী সহিত চিহ্নিত করল । (৫) D.C.Surcar (৬) মততে শুক্তিমতী হছে বলাঙ্গীর জিল্লার প্রবাহিত হএ তেল ও মহানদীর সঙ্গমইংথল পূর্বর কিছু দূরতে তেল নদী পতিত হএ । চেদি রাজ্যর রাজধানী শক্তিমতীপুর কলিঙ্গ সমীপবর্তী ছিল বেসন্তর জাতক (৭) বিদিত হএ ।অভিচন্দ্র পরে তার পুত্র বসু(উপরিচর) রাজত্ব করল । তার পর খ্রী:পূ প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধর চেদি বংশর এক শাখা মহামেঘবাহন নেতৃত্বর কলিঙ্গ রাজ্যর প্রতিষ্ঠা করল ।

কলিঙ্গ চেদি রাজবংশর প্রথম রাজা ত্তল মহামেঘবাহন । বিমল সুরি রচিত প্রাচীন জৈন গ্রন্থ পউমচরিয়ম রাজা মহামেঘবাহন বিন্দ্য পর্বত সন্নিকট শুক্তিমতী উপত্যকাস্থ চেদিরাষ্ট্র রাজা রুষভ বংশধর বোলে উল্লিখিত (৮) এই

রুষভ হিঁ রাজা বসু (উপরিচর) মহামেঘবাহন জিমূত বাহন নামতে মধ্য কথিত । (৯) ধনপাল প্রণীত তিলকমঞ্জর জৈন গ্রন্থর রাজা মহামেঘবাহনর বংশধর বোলে পরিচিত হএ ।

কলিঙ্গ চেদি রাজবংশর তৃতীয় পুরুষ যুগর ("ততিয়ে পুরুষ যুগে ") খারবেল সম্রাট রূপে অভিষক্ত হএ । অর্থাত খারবেল ছিল কলিঙ্গ চেদি রাজবংশর তৃতীয় রাজা । অতএব মহামেঘকবাহন ছিল প্রথম রাজা এবং সে ছিল খারবেলর পিতামহ । চেতরাজ খারবেল পিতা ছিল বোলে হাতীগুম্স্কা শিলালেখার প্রথম ধাডিতে জাণাযাএ । (১১) খারবেল ১৫ বর্ষ বয়স হবাপর তার পিতা চেতরাজর অকাল মৃত্যু হল । তবে সে যুবরাজ পদতে অধিষ্ঠিত হল ২৪ বর্ষ বয়স হবা মাত্রে কলিঙ্গ রাজা হল । খারবেল সময় কাল খ্রী:পূ: ৪০তে সিংহাসন আরোহন করল । (১২)বোধহএ চেদি রাজবংশ খারবেল র রাজত্বকাল মহামেঘবাহন বংশ নামতে কথিত হএ । পিতামহ মহামেঘবাহনর সৃতি রক্ষা উদ্ধেশ্যতে খারবেল নিজকে মহামেঘবাহন বংশী রূপে পরিচিত করাল । গুম্স্কার তলমহলার খোদিত শিলালেখর খারবেল পুত্র তথা উতরাধিকারী কুদেপশি মধ্য নিজকে মহামেঘবাহন বংশধর বোলে উদঘোষিত করেছে । (১৩)

জৈনধর্মর পৃষ্ঠপোষক রূপে ভারত ইতিহাস খারবেল স্থান অদ্বিতীয় । সম্রাজ্য গঠন , উদার শাসন ও ধর্মনীতি , জনহিতকর কার্য্য তথা কলা , স্থাপত্য ও ধর্মাদিক্ষেত্রতে খারবেল কৃতিত্ব অসাধারণ । তার নেতৃত্ব কলিঙ্গ রাষ্ট্র সমগ্র ভারত বর্ষর এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য রূপে ক্যাতিলাভ করল । কলিঙ্গ সামরিক শক্তি সম্মুখতে মগধ সমেত উতর ভারত ও সুদূর দাক্ষিণাত্যর অধিকাংশ রাজ্য অবনত হল । এক অসাধারণ যোদ্ধা ও দিগবিজয়ী সম্রাট রূপে খারবেল ইতিহাস প্রসিদ্ধ । তার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর ওডিশার

সূর্য্যবংশী গজপতি রাজা কপিলেন্দ্র দেব কেবল এই গৌরব অর্জন করে দ্বিতীয় খারবেল রূপে খ্যাতি লাভ করল ।

ঐতিহাসিক উপাদান । এই অভিলেখ ভুবনেশ্বরস্থ কুমারী পর্বত বা উদয়গিরি হতীগুম্স্কার উর্দ্ধদেশ । হাতীগুম্স্কার অভিলেখ প্রাকৃত ভাষা (ওড্র প্রাকৃত ভাষা) ও ব্রাহ্মীলিপি গদ্যাকার উতকীণ্র্ণ ।সেইখারবেল বর্ষ রাজত্বর (খ্রী:পূ: ৪০-২৭) বিভিন্ন কার্য্যকলাপ ও ঘটণাবলী বিস্তৃত ভাবতে এবং ক্রমান্বয়তে লিপিবদ্ধ হএ এমন এক রাজা বর্ষানুক্রমিক বিস্তৃত বিবরণী অন্য কুনু অভিলেখাতে লিপিবদ্ধ হএনি । পুনশ্চ তাই হছে একমাত্র শিলালিপি যাইকি ততকালীন রাজকুমার শিক্ষা ও সাধনা কিংচিত সূচনা মিলে । অতএব এতিহাসিক দৃষ্টিকোণতে হাতীগুম্স্কা অভিলেখা মহত্বপূণ্র্ণ ।

হাতীগুম্স্কা অভিলেখ প্রারস্কতে খারবেল সমস্ত অর্হত ও সিদ্ধরা প্রণাম জ্ঞাপন করে । তারপর খারবেল বল্যজীবন তে আরস্ক করে তার রাজত্ব ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ঘটিত ঘটণা সমূহ বিবরণী লিপিবদ্ধ হএ ।এই অভিলেখাতে খারবেল বহুমুখী প্রতিভা ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব প্রতীয়মান হএ । শৈশবস্থার পংচদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সুন্দর পাটলবণ্র্ণ শরীর বিশিষ্ট (শিরি কডারশরির বতা) খারবেল সুশিক্ষা লাভ করবা সংগে সংগে বিভিন্ন ক্রীডা ও ব্যায়াম কৌশল ক্ষেত্রতে নিপুণ ছিল । ১৫ বষঁ বয়সতে চতুবিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সে যুবরাজ পদতে অধিষ্ঠিত হএ লেখ (রাজকীয় যোগাযোগ নিমন্তে উদ্ধিষ্ট লিখন শৈলী , রূপ (মুদ্রানীত মুদ্রা নির্মাণ ও বিনিময় প্রণালী) গণনা (আয় ব্যয় হিসাব তথা তত্বাবধান) , ব্যবহার (আত্ন শাস্ত্র) ধনুবেদ , যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি সর্ববিদ্যা বিশেষ পারদশিতা লাভ করল । চতুবিংশ বষঁ বয়স পূণ্র্ণহবা পর খারবেল বিধিবদ্ধ ভাবে কলিঙ্গ রাজপদতে অভিষিক্ত হল । সে সময় সে রাজ্য শাসন

ক্ষেত্রতে সংপুণ্র্ঞ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করল । রাজধানী কলিঙ্গ নগর (শিশুপাল গড)তে খারবেল রাজ্যভিষেক উসব মুখরিত হল । রাজ্যর প্রত্যেক অংচল উসব ও সমাজ অনুষ্ঠিত হএ । পারিষদবৃন্দ ল রাজা কৃপা লাভ পূর্বক বিবিধ উপাধি ভূষিত হএ ।অসহায় , দরিদ্র , তথা নগর ও গ্রামবাসী মধ্যতে বিপুল অর্থ করাযাএ । বন্দীর া করামুক্ত হএ । কর ও পণ্যর প্রজারা অব্যাহিত মিলিল । এমন তার রাজ্যাভিষেক উসবকে স্মরণীয় করবা নিমন্তে অনুগত শাসকবৃন্দ , রাজ কর্মচারী , সাধারণ প্রজা , নিঃস্ব দরিদ্র , তথাজৈন, বৌদ্ধ ,শ্রমণ ও ব্রাহ্মণরা তুষ্টি বিধান করল । রাজ্য সিংহাসন আরোহণ করবা মাত্রে খারবেল নূতন উসাহ ও আনন্দ সহিত রাজকার্য্যর মনোনিবেশ করল ।

ত্রয়োদশ বর্ষ রাজতবর বিবরণী

রাজত্বর প্রথম বর্ষর তার রাজধানী কলিঙ্গ নগর ঘূণ্ঞিবাত্যা বিধ্বস্ত দুর্গ প্রাচীর , তোরণ , গোপুর , শীতল , পুষ্করিণী , উদ্যান আদির সংস্কার , পুনঃ নির্মাণ এবং উন্নতি বিধান তথা প্রজারা হিত সাধন উদ্দেশ্যতে খারবেল পংচত্রংশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করল ।

রাজত্বর দ্বিতীয় বর্ষর পদাতিক (নর) , অশ্বারোহী (হয়) , গজারোহী (গজ) , রথারোহী (রথ), - এই চতুরঙ্গ সৈন্যর সহ খারবেল দক্ষিণ পশ্চিম দিগতে আন্দ্র সাবাহন রাজ্য আক্রমণ করল । সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকণ্র্ঞ মহারাষ্ট্র , কৃষ্ণা , গোদাবরীর দোআব অংচল সমেত দাক্ষিণাত্যর স্বীয় আদিফত্য বিস্তার করে দক্ষিণাপথপতি উপাধি ভুষিত হল । অসিক, অসক , মূলক , সুরাষ্ট্র , কুককুর , অপরান্ত অনূপ , বিদর্ভ , আবর , অবন্তী প্রভৃতি রাজ্য তার শাসনধীন হল । পতিষ্ঠান বা পৌথান ছিল তার রাজধানী । এমন এক প্রবল প্রতাপী রাজা সাতকণ্র্ঞ ভৃক্ষেপ করেনা । প্রতিষ্ঠান , বা পৌথান ছিল তার

রাজধানী । এমন এক প্রবল প্রতাপী রাজা সাতকণ্র্ণীকে ভৃক্ষেপ নাকরে কলিঙ্গর বিশাল চতুরঙ্গ সেনা কৃষ্ণানদী পয্যন্ত ্রেগ্রসর হল । কলিঙ্গ সেনা কৃষ্ণানদীতীরে অবস্থিত আসিক নগর অবরোধ করে তার অধিবাসী ভীতত্রস্ত করল । খারবেল সম্মুখতে সাতকণ্র্ণকে নত মস্তক হতে পডল ।

রাজত্বর তৃতীয় বর্ষর স্বীয় রাজ্যবাসীরা চিত বিনোদন নিমন্তে রাজধানী কলিঙ্গ নগর খারবেল গান্ধব্র বিদ্যা বিশারদ সহায়ততে দর্প , নৃত্য , গীত , বাদ্য মল্লযুদ্ধ সমেত পান ভোজন অর্থদানাদি ব্যবস্থা পূর্বক উসব ও সমাজমান আয়োজন করল । তদ্বারা কলিঙ্গ নগর আনন্দ কৌতুহল মুখরিত হল ।

রাজত্বর চতুর্থ বর্ষ খারবেল পশ্চিম দিগ যুদ্ধ যাত্রা করে বিন্দ্য পর্বত অজেয় বিদ্যাধর রাজ্য অধিকার করে দক্ষিণাত্যর অনেক অংচল তার পদানত হবা সংঙ্গে সংঙ্গে অন্দ্র সাতবাহন বংশর ক্ষমতা কিছু কাল অবনত হল ।

রাজত্বর পংচম , ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষর খারবেল সামরিক অভিযান স্থগিত রেখে রাজ্যর অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন তে ব্যস্ত রহিল ।রাজত্বর পংচম বর্ষতে খারবেল অজস্রমুদ্রা ব্যয়রে পূর্বথেকে খোদিত এক কুল্যা (কেনাল বা পয়ঃ প্রণালী) র অভিবৃদ্ধি সাধনা করে তাহা তনস্থলি (তোষলি) বাটে কলিঙ্গ নগরকু স্ৃসারিত করেছিল।এহি কুল্যা খারবেলঙ্ক রাজত্বর ৩০০বর্ষ পূর্বে মগধর নন্দ সম্রাট মহাপদ্ম নন্দঙ্ক প্রথমে খোদিত হএছিল।সস্কবতঃ এহি পয়ঃ প্রণালীটি দয়ানদী ও কলিঙ্গ নগর মধ্যতে প্রবাহিত হএছিল ।এহা দ্বারা জলসেচন, বাণিজ্য, গমনাগমন এবং পানীয় জলযোগাণর সুবিধা হএছিল ।

রজত্বর ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষতে খারবেল মগধ সমেত উতর ভারতর অন্যান্য রাজ্য জয় রাজ্য জয় করিবা নিমন্তে প্রস্তুতি আরস্ক করেছিল। বিশেষতঃ কলিঙ্গর পার রিক শতৃ মগধ বিরুদ্ধতে যুদ্ধঅভিযান করবা নিমন্তে খারবেল

কলিঙ্গ সেনা শৌর্য্য ও পরাক্রম বিিদ্ধি করতে প্রযত্ন কল । রাজত্বর ষষ্ঠ বর্ষতে সস্কবতঃ রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল । এতদ ব্যতীত খারবেল রাজ্যবাসীকে নিজ ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করাএ পৌর ও জনপদবাসী প্রজাকে নানাবিধ কর ও পণ্য ভারতে অব্যাহিত হল । রাজত্বর সপ্তম বর্ষতে খারবেল বিপুল সৈন্যসমাবেশ ও রণ সজা আরস্ক হল ।মগধ আক্রমণ উদ্দেশ্যতে সে বর্তমান থিকে হিঁ কলিঙ্গ চতুরঙ্গ সেনার সমরভ্যাস করাল । সে অসি , ছত্র , ধ্বজ , রক্ষী , তুরঙ্গ, হস্তী , ঘট প্রভৃতি সংখ্যা বৃদ্ধি করাল । সেইবর্ষ তার এক পুত্র সন্তান জন্ম হল । এই পুত্র তার পট্টমহিষী বজিরঘর (হীর প্রসাদ) রাণীর ঔরসতে জাত হল । বজির ঘর হছে কামসূত্র(১৪) বণিঞত কলিঙ্গ সমীপবর্তী ব”””””..াজত্বর অষ্টম বর্ষ খারবেল উতরাভিমুখে নিজর বিশাল চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী সহ মগধ অভিমুখে অভিজান করল । সে মগধর দক্ষিণতে খলতিক পর্বত নিকটতে সুদৃঢ গোরথ গিরি নামক এক অভেদ গিরিদুর্গ ধংস করল ।গোরথগিরি অধুনা বিহার প্রদেশ অন্তর্গত গয়াজিল্লা পাটলিপুত্র ও গয়া মধ্যতে অবস্থিত বরাবর পর্বত সহিত চিহ্নিত হএ । তদন্তর খারবেল মগধ সম্রাজ্যর প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ (বিহার প্রদেশর পাটনা জিল্লা অন্তর্গত আধুনিক রাজগিরি) অবরোধ পূর্বক তার অধিবাসীকে ভয় বিহ্বলিত করল । রাজগৃহর প্রাচীন নাম ছিল গিরিব্রজ । কলিঙ্গ সেনা দ্বারা দুভেদ্য রাজগৃহ অবরোধ নিশ্চিতভাবে অদূরতে মগধর রাজধানী পাটলিপুত্র আতঙ্কিত করল । এই সময়তে এক জবন (গ্রীক) রাজদিমিত উতর পশ্চিম যমুনা নদী কূলতে অবস্থিত মথুরা অধিকার করে মগধ দৃত অগ্রসর হল । কিন্তু খারবেল বিক্রম ও মগধর বিজয় অভিযান সম্বাদ পিএ যবন রাজ দিমিত ভয়ভীত হল এবং মথুরা অভিমুখে প্রত্যাগমন করতে বাধ্য হল । খারবেল ততক্ষণাত যবন রাজ দিমিত ভয়ভীত হএ এবং মথুরা অভিমুখে প্রত্যাগমন করতে বাধ্য হল । খারবেল ততক্ষণাত

যবন রাজার অনুধাবন করে তার পবিত্র জৈন ক্ষেত্র মথুরাকে বহিষ্কার করল । ফলতঃ খারবেল খ্যাতি এবং কলিঙ্গসেনার বীরত্ব ও রুণ নৈপুণ্য তথা সামরিক গৌরব চতুর্দ্দগি ব্যাপ্ত হল ।খারবেল মথুরা কল্পবৃক্ষর (জৈনধর্মর পবিত্র বৃক্ষ) এক শাখানেই হয় , গজ , নর , রথপূর্ণ্ণ চতুরঙ্গ সেনা সহ সগৌরব কলিঙ্গ প্রত্যাবর্তন করল ।

উতর ভারত স্বীয় বিজয় অভিজান সৃতি চিরস্মরণীয় করবা নিমন্তে খারবেল রাজত্বর নবম বর্ষর মহাবিজয় প্রসাদ নামক বৈদুর্য্য খচিত এক বৃহত রাজ প্রসাদ অষ্টত্রিংশতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়র কলিঙ্জ নগর নির্মাণ করল । (১৫)

রাজত্বর দশম খারবেল দ্বিতীয়বার ভারত অভিমুখে সৈন চালন করে ভারত বষঁ (গাঙ্গেয় উপত্যকা) কত রাজ্য জয় করবা অনুমতি নিল । এই উল্লেখযোগ্যযে ভারতর বিভিন্ন স্থানতে আবিষ্কৃত শিলালেখ গুন মধ্য সর্বপ্রথমে হাতীগুম্স্কা শিলালেখ ভারত বর্ষর উল্লেখ আছে ।

রাজত্বর একাদশ বর্ষর খারবেল সুদুর দাক্ষিণাত্যর যুদ্ধ অভিজান চলাল । সেই চোল , পাণ্ড্য, সত্যপুত্রপূবেঁ পাণ্ড্য রাজ্যর নেতৃতর সঙ্গঠিত হল । খারবেল পূর্বতে প্রবল পরাক্রম মহাপদ্মনন্দ কিম্বা চন্দ্র এই তামিল রাষ্ট্রসংঘ সহ যুদ্ধ করবা নিমন্তে সাহস করতে পারলনি ।কিন্তু খারবেল এই রাষ্ট্রসংঘকে পরাস্ত করল । পাণ্ড্যরাজা ছিল মিলিত রাষ্ট্যসংঘর নেতা । সে খারবেল বশ্যতা স্বীকার পূর্বক তার বহু অশ্ব , হস্তী, মণি , মুক্তা,রত্ন ও নানাবিধ আভরণ উপাহার দিল । এই সময়ে খারবেল বহু প্রাচীন কালতে প্রতিষ্ঠিত এবং জৈনধর্ম এক তীর্থক্ষেত্র রূপে খ্যাত পিথণ্ডনামক নগর অধিকারি হল । সেখানে সে এক বিশাল কৃষিখেত্র রচনা করল । যোচা হল লঙ্গল সাহায্যতে কর্ষণ কল । বৃষভ আদি তীর্থর লাঞ্চন হবা যনে খারবেল বলদ পরিবর্তে হল লঙ্গল গধ

যোচবা অনুমতি নিল । তদ্বারা আদি তীর্থ রুষভনাথ প্রতি খারবেল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সূচনা মিলে । (১৬)

রাজত্বর দ্বাবশ বর্ষর খারবেল বিপুল সেনা সহ তৃতীয়বার উতর ভারত অভিমুখে যাত্রা করল । এই সময় উতরাপথ (উতর পশ্চিম ভারত) অনেক রাজা ভয়তে খারবেল বশ্যতা স্বীকার করল । তদ্বারা খারবেল ক্ষমতা সিন্দু নদী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ কল । এই খারবেল ও বীর কলিঙ্গসেনা পক্ষতে কম গর্ম ও গৌরব বিষয় নই ।

উতরাপথ বিজয় পরে খারবেল মগধ আক্রমণ করে তার রাজধানী পাটলীপুত্র অবরোধ কল । তার রণসজা, সৈন্য সমাবেশ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব গঙ্গা নদীর জলপান করবা দৃশ্য মগধ সৈন্য বাহিনী তথা প্রজা মনতে ভয় করল । মগধ সেনা খারবেল দুর্ব্দশা সৈন্য বাহিনী সম্মুখীন হবা পশ্চাদপদ হল । ফলতে মগধরাজা বহিসাতি মিত্র (বৃহস্পতি মিত্র খারবেল নিকটতে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হল । সে খারবেল অধীনতাস্বীকার সূচক তার পাদ বন্দনা করল । ঢ়গধং চ রাজনং বহসতি মিতং পাদে বন্দাপয়তি (৭) । খারবেল মগধ রাজাকে পদাবনত করে অশোক কলিঙ্গ বিজয়র প্রতিশোধ নিল । খারবেল মগধবিজয় ভারত ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ্ঞ ঘটণা । খারবেল মতন অন্য কুনু রাজা , প্রাচীন ভারতীয় সম্রাজ্যবাদ প্রাণকেন্দ্র প্রবল শক্তিশালী মগধ রাজ্যকে এমন ভাবে পদানত করল । তবে খারবেল সমগ্র ভারতর অপ্রতিদ্বন্দী , অপ্রতিহত এবং মহাবিজয়ী সম্রটি রূপে নিজকে প্রতিপাদিত কল । খারবেল মগধ বিজয় কঙ্গি ইতিহাসর এক অভূতপূর্ব ঘটণা ।

মগধ বিজয় পর খারবেল খ্রী:পূ: চতুর্থ শতাব্দী নন্দরাজ (মহাপদ্মনদ) দ্বারা কলিঙ্গ মগধকে নীচ কলিঙ্গ জিন মূর্তি (১৮) সসম্ভ্রতে স্বদেশ ফেরস্ত

আনল - নন্দরাজ নীতং কলিঙ্গ জিনং সংনিবেশং .....(১৯) । কলিঙ্গ জিন সহ খারবেল অঙ্গ (ভগলপুর ও মোংঘের জিল্লা) এবং মগধ (পাটণা ও গয়া জিল্লা) র প্রচুর ধনরত্ন কলিঙ্গকে আনল ।

রাজত্বর ত্রয়োদশ বর্ষতে খারবেল নিজকে ধর্মকার্য্যর নিয়োজিত করল । সে কুমারী পর্বত (উদয়গিরি) গাত্রতে জৈন ভিক্ষুরা বিশ্রাম নিমন্তে ১১৭টি গুম্স্কা খোদন করল এবং তার রেশম ও শুক্ল বস্ত্র দান করল । এতদ ব্যতীত সে এক জৈন মহাসভা আহ্বান করল । ভারত বর্ষর বিভিন্ন জৈন অর্হত ও শ্রমণ , ব্রাহ্মণ , তাপস ও রুষি তথা ভিক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসভা আগন্তুক নিমন্তে উদয়গিরি পার্শ্বর এক সুরম্য প্রাসাদ তোলল । খারবেল আজন্ম জৈন ধর্মালম্বী ছিল । সে সর্বসাধারণ গ্রহণতে নিজর মহিষী , কুমার , পরিবার অন্যান্য সভ্য এবং রাজকর্মচারী সহ জৈন ধর্ম উপাসক ছিল । হাতী গুম্স্কার অভিলে/খ প্রারম্ভতে সে অর্হত ও সমস্ত সিদ্ধর নমস্কার জাণাল ।নমো অরহংতান , নমো সবসিধানং । তবে সে জৈন থাকবা প্রমাণিত হল । এই উক্তিতে সিদ্ধ হএ যে খারবেল জৈন স্ম্প্রদায়তে প্রচলিত ৫ নমস্কার পর রা অবলম্বন করল । এই ৫ নমস্কার হল -

"নমো পরিহংতানং
নমো সিদ্ধানং
নমো ঐর্য্যানং
নমো উভটটায়ানং
নমো লোএ সবব সাহু নং "(২০)।

অর্থাত কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত অহত , মোক্ষ অহত , মোক্ষ প্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষ , উতম চরিত্র - মার্গ প্রদর্শক আচার্য্য , জ্ঞানদাতা উপাধ্যয় এবং সম্যক দর্শন

, জ্ঞান ও চরিত্র প্রাপ্ত সাধুবা মুনি এই ৫ পরমেষ্ঠ পরম গুরু (সহজ আত্মা স্বরূপ পরমগুরু) আরধনা করবা বিধান জৈন ধর্ম রহেছে । তার মধ্য সকল অর্হত ও সিদ্ধ) সাধুপুরুষ খারবেল হাতীগুম্স্কা অভিলেখ প্রারস্কতে নিজর ভক্তিপূর্ণ্ণ প্রণতি নিবেদন করল । (২১)

হাতীগু ার উভয় বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বতে জৈনধর্মর দুটি লেখা পবিত্র সঙ্কেত অঙ্কিত হএছে । এই পবিত্র চিহ্ন গুন হল - বন্ধমঙ্গল , নন্দীপদ , স্বস্তিক ও রুখ চেতিয় বা বৃক্ষ চৈত্য ।

জৈন ধর্ম উপাসক থাকবা হেতু খারবেল উপরোক্ত সংকেত (লঞ্চন) গুন হাতীগুম্স্কা অভিলেখ খোদন করল ।

হাতীগু া শিলালেখাকে খারবেল জৈনধর্মনুগামী আর অনেক প্রমাণ মিলে । রাজত্বর অষ্টম বর্ষ সে জৈন তীর্থ ক্ষেত্রমথুরাকে যবন (গ্রীক) রাজ উপদ্রব রক্ষা করল । বৌদ্ধ দের পবিত্র বৃক্ষ বোধদুম মতন জৈন দ্বারা পবিত্র বিবেচিত কল্পবট (কল্পবৃক্ষ)এক পল্লবময় শাখা সে মথুরা সামরিক কলিঙ্গ নগরকে এনে রোপণ কল । কল্পবৃক্ষ হছে আদি তীর্থ রুষভনাথ পবিত্র বৃক্ষ । রাজত্বর একাদশ বর্ষতে সে কলিঙ্গ প্রসিদ্ধ জৈন পীঠ পিথুণ্ড নগরী জৈন উতরাধ্যয়নসূত্র (২২) তে বর্ণ্ণতি সমূদ্র তীরবর্তী পিহুণ্ড নগর সহিত চিহ্নিত হল । (২৩) তাই গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যবর্তী ত্রিকোণভূমিতে অবস্থিত (২৪) পিথুণ্ড কলিঙ্গ লিন আদিপীঠ ছিল । রুষভনাথ লাঞ্চন বৃষভকে সম্মান দিএ খারবেল বলদ পরিবর্তে গধযোচা লঙ্গল সাহায্যতে পিথুণ্ডতে ভূমি কর্ষণ করল । (২৫) । রাজত্বর দ্বাদশ বর্ষতে মগধ বিজয় স্মারকী স্বরূপ খারবেল মগধকে কলিঙ্গ জিন প্রতিমূর্তি (কলিঙ্গ জিনাসেন) কলিঙ্গ নগরকে বিজয় শোভাযাত্রা ফিরস্ত দিল । এই কলিঙ্গ জিন খারবেল রাজত্বর ৩০০ বষঁ পূর্ব মগধর নন্দবংশী নৃপ

মহাপদ্মনন্দ দ্বারা পিথুণ্ড মগধকে অপহৃত হল । খারবেল এই কলিঙ্গ জিন কলিঙ্গ ফেরাবা দ্বারা জৈন ধর্ম প্রতি নিজর প্রগাঢ অনুরক্ত প্রমাণ দিল । ততকালীন কলিঙ্গ ধার্মকি ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রাণকেন্দ্র ছিল । এই কলিঙ্গ জিন ।

কলিঙ্গ জিন স র্ক ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করল । পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়স্বীল (২৬) এবং রাখাল দাস বানার্জি (২৭) কলিঙ্গ জিন উদলপুর অথবা ভদ্রপুর (আন্দ্রপ্রদেশ অন্তর্গত আধুনিক ভদ্রাচলম)তে জন্ম দশম তীর্থর শীতলনাথ সহিত চিহ্নিত হএ । আর কত মত তাই দ্বীতীয় জৈন তীর্থর অজিতনাথ প্রতিমূর্তি (২৮) ডঃ নবীন কুমার সাহু (২৯) কলিঙ্গ জিন কলিঙ্গর ততকালীন রাজধানী পিথুণ্ড নগরস্থ রুষদেব প্রতিমূর্তি বোলে মতব্যক্ত করে । কিন্তু আমার মততে সম্ভবতঃ মহাবীর প্রতিমা হিঁ কলিঙ্গ সহিত নিবিড স র্ক ছিল । সে কুমারী পর্বত জৈনধর্মর প্রচার কল । তাছাডা মহাবীর ও মোষলি পরিদর্শন করে সেইখানে ধর্ম প্রচার কল (৩২)উল্লখিত বর্দ্ধমান পুর নগর এবং গঙ্গ নগর এবং ঘঙ্গরাজাইন্দ্রবর্মন অচ্যুতপুরম তাম্র লেখ (৩৩)তে বণিঞত গ্রাম যথাক্রমে বর্দ্ধমান মহাবীর ও তার পিতা সিদ্ধার্থ নামানুসার নামিত হল অনুমতি হএ । এ সমস্ত আলেচনা কলে স্বতঃ সিদ্ধ হএ যে মহাবীর হিঁ অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা কলিঙ্গ অধিক লোক প্রিয় হল । তবে কলিঙ্গর জনসাধারণ মহাবীর প্রতিমা ইে্থাপন করে তাই কলিঙ্গ জিন রূপে আরাধনা করে যুক্তিযুক্ত মনেহএ । (৩৪)

খারবেল শ্বেতাম্বরপন্থী জৈন ছিল মধ্য সে দিগম্বর স্ম্প্রদায় প্রতি সমভাবাপন্ন ছিল । রাজত্বর ত্রয়োদশ বর্ষ কুমারী পর্বত (উদয়গিরি) ও কুমার পর্বত (খণ্ডগিরি)গাত্রতে সর্বত্যাগী জপোদ্যাপক দিগম্বর জৈন ও জিন অথবা সূক্ষ্মবস্ত্র

(চিন বতানি) পরিহিত শ্বোতাম্বর জৈন অর্হতমান বর্ষারুতু (বর্ষা সিতনং বা বর্ষা বাস) কায়িক বিশ্রাম (কায়নিশি(কায়নিশি দিয়াভি) নিমন্তে তারা পূজক (পূজানূরত) খারবেল নিজে এবং নিজর মহিষী , রাজকুমার , আত্মীয় , রাজ কর্মচারী তথা ভৃত্য দ্বারা একশহ সতরটি আশ্রয় স্থলী (গুম্স্কা) খনন করল । সে জৈনরা মধ্য শ্বেতবস্ত্র করল । এই সে শ্বেতাম্বর জৈন প্রমানিত হএ । সেই ত্রয়োদশ বর্ষতে খারবেল জৈন অর্হতরা এক মহাসভা উদয়গিরিতে অনুষ্ঠিত করল বোলে কত ঐতিহাসিক মতব্যক্ত করে । (৩৫) এই সমিলনীতে ভারতর বিভিন্ন প্রান্ততে আগত ৩৫০০জৈন অর্হত ও শ্রমণ সমবেত হএ ধর্ম চর্চ্চা করল । সস্কবতঃ হাতীগুম্স্কার উর্দ্ধভাগ এই সম্মিলনীতে অনুষ্ঠিত হএ । উদয়গিরি বহুকাল পূর্বতে এক জৈন বস্তু বিগ্রহ (   ) বিদ্যমান ছিল (৩৬) সে জৈন ধর্ম চর্চ্চা করল । সম্ববতঃ সে হিঁ বিজয় চক্র সুপ্রমর্ততি (সুপর্বত - বিজয় - চকে কুমারী পর্বতে) হল । অর্থাত সে মহাবীর ধর্ম প্রচারক বিজয় চক্র প্রর্তন বলাযাএ । খারবেল এই বস্তু বিগ্রহর জীর্ণ্ঞ্জর করল ।

মৌর্য্য রাজত্ব কালতে লুপ্ত হএ জৈনরা ধর্মগ্রন্থ সপ্তাঙ্গর খারবেল পুনরুদ্ধার করল । এহাদ্বারা জৈনরা এক বড অভাব সে দূর করতে পারল । হাতীগুম্স্কা অভিলেখ ১৪শ ধাডির আত্মা (জীব) ও দ্রব্য (দেহ)উল্লেখ রহেছে । এ সংক্রান্ত খারবেল কথন হল আত্মা ও দেহ পরস্পর নির্ভরশীল (শারিত-আশ্রিত) খারবেল এই উক্তি জৈনধর্মর জীব (আত্মা) ও অজীব (দেহ বা শরীর আদি জড পদার্থ) তত্বর সহ সমান (৩৭) এই খারবেল উপরে জৈন দর্শন প্রভাব পরিলক্ষিত হএ ।

কুমারি পর্বত অরহতেহি পখিন সংসিতেহি কায়ানিসীদিয়ায় যপজাব কেউ রাজভিতিনং চিন বতানং বাসাসিতানং পূজানুরত উদ্যসগ (খা)র বেল সিরিন

জীব দেয় সয়িকা পরিখাতা ॥ (৩৮)

খারবেল রাজত্ব কাল উদয়গিরি ভারতর এক প্রধান জৈন পীঠ রূপে খ্যাতি লাভ করল । তাই ছিল ভারতর বিভিন্ন প্রান্তর আগত অর্হত ও যতি , তপস্বী ও রুষি এবং সংঘায়ন (বৌদ্ধ ভিক্ষু)রামিলন স্থলী । জৈন ধর্মালম্বী হলে খারবেল অন্যান্য ধর্ম প্রতি সহনশীল ছিল এবং ব্রাহ্মণ ও আজিবিকরা প্রতি সন্মান প্রদর্শন করল । এই উদার ধর্ম নীতি মূলতে তার দ্বিতীয় মহিষী সিংহপথ রাণী নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা অনুমতি দিল । প্রজার ধর্মানুচিন্তা ও পূজা পদ্ধতি খারবেল কুনু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলনি । সে ভারতর বিভিন্ন প্রান্তরতে আগত আগন্তুক জৈন অর্হত ,শ্রমণ , আজিবিক (গোশাল অনুগামী) , ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী যতি , মুনি , রুষি এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অভ্যর্থনা জাণাএ তার বসবাস নিমন্তে উদয়গিরি গচম্স্কা সমূহ পার্শ্বতে এক সুরম্য প্রাসাদ একশত ৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়তে নির্মাণ করল । এই প্রসাদর ৩৫ লক্ষ মসৃণ প্রস্তর ফলক ব্যবহৃত হল । প্রাসাদটি নানা আভরণ ও বৈদুর্য্যাচ্ছাদিত ৫০টি স্তম্ভ (চৈত্য যষ্টি দ্বারা মণ্ডিত হল ।

বিভিন্ন দিগ যুদ্ধ অভিজান করবা সময় খারবেল পশ্চিম ভারত শতৃঞ্জয় ও তেরপুর এবং দক্ষিণ ভারত শ্রবণ বেলগোল আদি তীর্থ স্থানগুন পরিদর্শন করবা অনুমতি নিল ।

হাতীগুম্স্কা শিলালেখা ষোডশ ধাডিতে খারবেল চরিত্র মহনীয়তা চিত্রণ করাবেছেসে নিজেকে ক্ষমারাজ .....ক্ষেম রাজাস বধরাজাস , ভিক্ষুরাজাস ধর্মরাজা পসংতে অনুভবংতো কলাণানি ।

খারবেলর ধর্ম সহিষ্ণুতা :

খারবেল নিজর দৃষ্টি , শ্রুতি ও অনুভব দ্বারা ধর্ম বণ্র্ঞনির্বিশেষতে সমস্ত প্রজারা বহু কল্যাণময় কার্য্য সংপাদান করল ।

হাতীগুম্স্কা অভিলেখর সপ্তদশ পংক্তির খরবেল সব-পাষণ্ড পূজকো এবং সবদেবায়তন সংকার করকো রূপে অভিহিত করাগেছে । অর্থাত খারবেল সর্ব ধর্মর পূজক , সর্ব ধর্মালম্বীর আশ্রয়দাতা এবং সকল প্রকার দেব মন্দির গুন জীণ্র্ঞ সংস্কার করাগেছে । এই প্রমাণিত হএ যে জৈনধর্মালম্বী হল হেঁ খারবেল অন্যান্য ধর্ম প্রতি সহনশীল ছিল এবং ব্রাহ্মণ এবং আজিবিক (গোশালঙ্ক অনুগামী) প্রতি সমভাবাপন্ন তথা সন্মান প্রদর্শন করল । সে জৈন ছিল মধ্য তার বাল্য ও যৌবন শিক্ষা ততকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মালম্বী যুবরাজ পরি হএ । তার

কেচিদ দগধমুখা সহস্র কিরণ জলাবলি প্রেক্ষিণঃ ।
কেচিদবলকলিন স্থাতা জিনধরাঃ কেচি জটাধারিণঃ
নানা রূপ ধরাস্তপন্তি মুনয়ো দিব্যাস্বদা কাংক্ষিণঃ ॥
কেচি ছেলগুহো দরেষু নিয়তা ধূমাবলী পায়ীনঃ
অন্যে বায়ু ফলাম্বভুক্ষনিরতাঃ কেচিন্নি রহারকাঃ ॥

শৈলোভব রাজা দ্বিতীয় ধর্মরাজ মানভিত (খ্রী:অ: ৬৯৫ -৭৩০) নিজে শৈব ছিল এবং বৈদক যজ্ঞানুষ্ঠান করাল । কিন্তু তার মহিষী কল্যাণ জৈনধর্মর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল । সে জৈনধর্মর অভিবৃদ্ধি নিমন্তে ভুমি দান করল । তাই দ্বিতীয় ধর্মরাজ বাণপুর তাম্রলেখ উক্ত অংশটি নিম্নতে পদত হল -

অহ তাচার্য্য নাসিচন্দ্র । স্তদশিষ্য একশাট প্রবৃদ্ধ চন্দ্র ।
যবত জীবিত । বলী , সত্র , চরু প্রবর্তনীয় ॥
ভগবতী শজ্রাজ্ঞী শ্রী কল্যাণ দেবী । থোরণ বিষয় সম্বদ্ধ । সুবর্ণ্ঞ রলোণ্ডি টি রি ত্রীণি । রাণ্ড সীম সম্বদ্ধ মধুবাটক গ্রাম টি রি দ্বয়ংপাদঃ (১৬) ।

অর্থাত রাণ্ডি কল্যাণ দেবী কোঙ্গোদ মণ্ডল অন্তর্গত থোরণ বিষয় মধুবাটক ও রাণ্ডগ্রাম সীমাথিষখ ধউই টি এবং সুবর্ণ্ঞ রলোণ্ডিতে তিনি টি রি পরিমিত ভুমি রাজার অনুমোদন ক্রমে অর্হতাচার্য্য নাসিচন্দ্রর শিষ্য একশাট প্রবৃদ্ধ চন্দ্র জৈন স্ দায় আচার্য্র ছিল । তার ভরণ পোষণ তথা দেবী ভগবতীর বলী , সক্র , চরু (ভোজ) প্রভৃতি সেবা উব্দেশ্যতে এই ভূমি কল্যাণ দেবী দ্বারা প্রদত হএ । এইটি জ্ঞাত হএ যে সপ্ত ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ তে শ্বেতাম্বর পন্থী জৈনরা কোঙ্গাদর বাস করে । বাণপুর পতিষ্ঠিত ভগবতী দেবী মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ তথা দেবীর ভোগরাগর দায়িত্ব শ্বোতাম্বর জৈনধর্মর একশাট আচার্য্য উপরে ন্যস্ত হল । (১৭)

দ্বিতীয় ধর্মরাজ ব্রাহ্মণ্য ধর্মর পৃষ্ঠপোষক ছিল মধ্য তার রাণী জৈনধর্ম

প্রতি উদারভাব বাস্তবিক মহত্বপূর্ণ্ঞ । শৈলাভব রাজার জৈন ধর্ম প্রতি সহনশীলতা কোঙ্গদর স্ম্প্রদায়িক সদভাব তথা সংহতি পতিষ্ঠা করবা দিগতে সহায়ক হল । শৈলোভব রাজধানী বাণপুর নিকটে বহু জৈন কীর্তি পরিদৃষ্ট হএ । অচ্যুত রাজপুর আবিষ্কৃত ব্রেঞ্জর ১০টি জৈন মূর্তি অধুনা বাণপুরর দক্ষ প্রজাপতি মন্দির বেঢাস্থ বুঢিমা মন্দির দিআলে স্থাপিত হয়ছে (১৮)উপরোক্ত তাম্রলিপি ও জৈন মূর্তিতে প্রমাণিত হএ যে শৈলাভব রাজত্ব কালতে বাণপুর জৈন ধর্মর এক প্রধান কেন্দ্র ছিল ।

হুএনসাংঙ্ক ভ্রমণ বৃতান্ততে জাণাযাএ যে , সপ্তম খ্রীষ্টাব্দতে কলিঙ্গতে বিভিন্ন স্ম্প্রদায়র লোক বাস করে । তার মধ্যতে নিগ্রন্থ (জৈন)রা সর্বাধিক ছিল । (১৯) । এই সময়তে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি ্রাশ্রম কোরাপুট জিল্লা গুণপুর সবডিভিজন অন্তর্গত পদ্মপুর নিকটে জগমণ্ডা পাহাডতে অবস্থিত । জাগমণ্ডা পাহাডতে শিখর দেশতে অবস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দির গাত্রতে এক শিলালিপি (২০) খোদিত হএছে । সেই ধর্ম কীর্তি নামোল্লেখ আছে । সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা নৈয়ায়িক কুমারিল ভট্টকে ধর্মকীর্তি তর্ক দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রতে পরাজিত করল । সে কলিঙ্গ জৈনাচার্য্যর বৌদ্ধ ধর্মর দীক্ষিত করতে উদ্যম করল । কিন্তু এইটি কৃতকার্য্য হতেপারলনি । কলিঙ্গর জৈনধর্মর প্রভাব অব্যাহিত রহিল । (১২)

ঘুমুসর , ময়ুরভঞ্জ , কেন্দুঝর , বৌদ এবং দশপল্লার প্রাক মধ্যযুগর রাজত্ব করবা ভঞ্জ রাজার পূর্বপুরুষ ছিল গণদণ্ড বীরভদ্র । সে ছিল ভঞ্জ বংশর সংস্থাপক । সে জৈন ধর্ম গ্রহণ করল । (২২) উখুণ্ডা তাম্রলেখ (২৩) এবং কেশরী তাম্র লেখ (২৪) বরভদ্র জন্ম বৃতান্ত ও রাজপদ লাভ করবা প্রসঙ্গ প্রকটিত হএ । বীরভদ্র শাসনধীন ময়ুরভঞ্জর কেন্দুঝর , বৌদ , ঘুমুসর ও দশপল্লা বহু জৈন মূর্তি বিস্তৃত ভাবে রহিছে । (২৫) জৈন ধর্ম ভঞ্জরাজার

পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রতিপাদিত হএ ।

ওড়িশার সোমবংশী অথবা কোশরী বংশর রাজত্ব কালতে (খ্রী:অ: ৮৮২-১১১০) শৈব ধর্ম উন্নতির শীর্ষ স্থানতে উপনীত হল হেঁ জৈনধর্মর স্থিতি অতুট রহিল । এই সময়তে শৈবধর্ম ও জৈনধর্ম সমান্তরাল ভাবতে প্রচলিত ছিল । সোমবংশী রাজা উদ্যোত কেশরী রাজত্ব কালতে (খ্রী:অ: ১০৪০-১০৬৫) খণ্ডগিরি জৈনধর্ম , কলা ও সংস্কৃতির এক প্রধান পীঠ রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ কল । খণ্ডগিরি ললাটেন্দু কেশরী গুম্স্কার খোদিত এক শিলালেখা এবং নব মুনি গুম্স্কার দুটি অভিলেখার এই প্রমাণ মিলে । এই তশলালেখা গুণ খণ্ডগিরিতে জৈন ভিক্ষুর কার্য্যকলাপ স র্কতে উল্লেখ রহিছে । উদ্যোতকেশরী অনুকুল্যতে কুমার পর্বত (খণ্ডগিরি) নমবুনি, বারভুজি এবং ললাটেন্দু কেশরী গুম্স্কা◌ার খোদিত হএছে ।

রাখালদাস বানার্জি দ্বারা ললাটেন্দু কেশরী গুম্স্কার ৫পংক্তি বিশিষ্ট শিলালখা পাঠোদ্ধর নিম্নতে প্রদত হল -

১) ওঁ শ্রী উদ্যোত কেশরী-বিজয়-রাজ্য সম্বত ৫

২) শ্রী কুমার পববত-স্থানে জীর্ণঞ্চ বাপি জীর্ণঞ্চ বাপি জীর্ণঞ্চ লসণ

৩) উদ্যোতিত তস্মিন থানে চতুবংশতি তীর্থঙ্কর

৪) স্থাপিত প্রতিষ্ঠা কালে হরিওপপ যশনন্দিক

৫) কদতি দ্রথ শ্রী পার্শ্বনাথস্য কর্ম্ম-খয়ঃ (২৬) ।

অথঁশথ উদ্যোতকেশরী রাজত্বর ৫ম বর্ষ খণ্ডগিরিস্থিত ক্ষয়প্রাপ্ত পুষ্করিণী ও মন্দির মানঙ্কতে সংস্কার করে ললাটেন্দু কেশরী গুম্স্কা গত্রতে চতুবিংশ তীর্থ মূর্তি স্থাপন করল । তত্রস্থ এক মন্দিরতে শ্রী পার্শ্বনাথ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাগেল । যশনন্দি নামক জৈনাচার্য্য পার্শ্বনাথ বিগ্রহতে অর্চ্চনাবিথ নিমন্তে নিযুক্ত হল । কৃষ্ণঞ্চন্দ্র পাণিগ্রাহী (২৭) দ্বারা উক্ত শিলালেখর সংশোধিত পাঠ নিম্নতে

উদ্ধৃত হল -

১) ওঁ শ্রী উদ্যোত কেশরী-বিজয়-রাজ্য সম্বত ৫৪৯

২) শ্রী-কুমার-পর্বত-স্থানে জীণর্ঞ্চ-বাপি-জীণর্ঞ্চ-পুষ্করিণী

৩) উদঘাটিকৃত স্নানে পানে চতুর্বিংশতি তীর্থ

৪) স্থাপিত যত-ন-পাষাণ্ড-হানিপি (ন্য-অপি) শ্রী জত-সদাম্বিক

৫) ক্রেদ্ধ (ধ) ওদয়াম শ্রী পার্শ্বনাথস্য কর্ম্মি হেতুঃ ।

অর্থাত ৫৪৯ গঙ্গাব্দ (খ্রী:অ: ১০৪৫) শ্রী উদ্যোত কেশরী রাজত্ব কালতে কুমার পর্বত (খণ্ডগিরিতে জৈন ভিক্ষুরা স্নান পানাদি নিমন্তে জীণর্ঞ্চকূপ ও পুষ্করিণী গুন বিশোদিত এবং চতুবিংশ তীর্থতে মূর্তি গুম্স্কা গাত্রতে স্থাপিত হল । যদি কুনু ধর্মদ্রেহী এসব নষ্ট করে তবে সে নিশ্চিত রূপে শ্রী পার্শ্বনাথ ক্রেধতে উদ্ধাপন করব ।

নবমুনি গুম্স্কাো শিলালেখ রাখালদাস বানার্জি (২৮) নিম্ন পাড করেছে -

১) ওঁ শ্রীমদ-উদ্যোতকেশরী দেবস্য প্রবর্দ্ধমানে বিজয় রাজ্য সম্বত ১৮

২) শ্রী আর্য্য সংঘ প্রতিক-গ্রহ-কুল-বিনির্গগত-দেশিগণ-আচার্য্য-শ্রী কুলচন্দ্র

৩) ঙট্টারকস্য তস্য শিষ্য-সুভ চন্দ্রস্য

ডক্টর কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী (২৯) সংশোধিত পাঠ হল -

৩) ভট্টারকস্য তস্যশিষ্য সুভচন্দ্রস্য চৈ ১

রাখাল দাস বানার্জি এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী পঠন প্রভেদ রহিল মধ্য সংশিত শিলালেখ সারমর্ম হল উদ্যোতকেশরী রাজত্বর অষ্টদশ বর্ষ (খ্রী:অ: ১০৫৮) শ্রী কুলচন্দ্র শিষ্য শ্রী আর্য্য সংঘ স্ৃক্ত এবং গহদ বাল (উতর প্রদেশ গডওল) আগত মুনিরুষি (জৈনমুনি) গণ আশ্রয় (আবাস) নিমন্তে এই গুম্স্কা (নবমুনি গুম্স্কা) মন্দির নির্মতি হল ।

নবমুনি গুম্স্কার অন্য এক শিলালিপি (৩০) হল -

১) ওঁ শ্রী আচার্য্য-কূলচন্দ্রস্য তস্য

২) শিষ্য চেল্লু সুভচন্দ্রস্য

৩) চ্ছত্র ধ্বজ

অর্থাত আচার্য্য কুলচন্দ্র চেল্লা (শিষ্য) সুভচন্দ্র চ্ছত্রধ্বজ অর্পণ করল । এই ছত্রধ্বজ জৈন তীর্থর অর্পতি হবা মনে হএ । তীর্থ অথবা বোধিসত্ব ছত্রধ্বজ উসর্গ করবা পর রা যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ স‗দায়তে সে সময়তে প্রচলিত ছিল ।

ললাটেন্দু কেশরী ও নবমুনি গুম্স্কাস্থ শিলালেখাগুন প্রমাণিত হএ যে কেশরী রাজত্ব কালতে খণ্ডগিরিতে গুম্স্কা মন্দির নির্মতি হএ তাতে জৈন তীর্থ মূত্রি প্রতিষ্ঠা করাগেল । সুদূর গডওোল জৈন ভিক্ষুরা খণ্ডগিরি এসে সেখানে অবস্থান করল । জৈনচার্য্য সুভচন্দ্র , যশনন্দি ও অন্যান্য জৈন বিদ্বানরা চতুবিংশ তীর্থতে আরধনা করবা সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম ও দর্শন উপরে প্রবচন দিল । তারা স্নান , পান ও আবাস নিমন্তে জীর্ণঞ্চ কূপ ও পুষ্করিণীতে পুনরুদ্ধার তথা গুম্স্কামান খোদন করাগেল । শৈব ধর্মালম্বী হল হেঁ উদ্যোতকেশরী যে জৈন ধর্ম প্রতি উদারতা প্রদর্শন পূর্বক উক্ত ধর্মরউন্নতি সাধান করল তাই বাস্তবিক প্রণিধান যোগ্য ।

পূর্বতে দর্শাগেছে যে হুএনসাং কলিঙ্গ পরিভ্রমণ বেলে সে অধিকাংশ অধিবাসী নিগ্রস্থ (জৈন) স‗দায় ছিল । কলিঙ্গ গঙ্গ রাজারা প্রথমে জৈন ত্তুল । মধ্যযুগতে তারা শৈবধর্ম গ্রহণ কল মধ্য জৈন ধর্ম প্রতি উদার ছিল । ঘঙ্গরাজা চতুর্থ দেবেন্দ্র বর্মন (খ্রী:অ: ৮৪৯) বাঙ্গালোর তাম্রলেখ (৩১) রাজকীয় মুদ্রাতে কলিঙ্গ গঙ্গবংশীয় রাজকীয় লাঞ্ছনা বৃষভ পরিবর্তে মহীশূর শাখা ঘঙ্গরাজা হস্তী লাঞ্ছনা অঙ্কিত হএছে । সস্কবতঃ চতুর্থ দেবেন্দ্র বর্মন জৈন ধর্মতে দীক্ষিত হএ হস্তী লাঞ্ছন খোদন করল । এই সময়তে বিশাখাপাটণা জিল্লা

রামতীর্থম (গুরুভক্তি কোণ্ডা) নামক পাহাড (৩২)তে জৈন সংস্থা এবং কোরাপুট জিল্লা নন্দপুর , সুআই , ভৈরসিংহপুর , কামতা , বোরিগুম্স্কা , নবরঙ্গপুর , মালি নূআগাঁ (৩৩) আদি স্থানতে জৈন বিগ্রহমান প্রতিষ্ঠা করাগেছে ।গঙ্গরাজারা রাজত্বকালতে ওডিশা প্রথমে শৈব ও পরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রধান্য লাভ করল মধ্য জৈনধর্মর স্থিতি অপ্রতিহত হল । গঙ্গরাজারা প্রেসহনা জৈনধর্ম কলিঙ্গ সমৃদ্ধ হএপারল ।

অনন্ত বর্মা চোডগঙ্গদেব পুত্র অনন্ত বর্মা রাজরাজ দ্বিতীয় (খ্রী:অ: ১১৭০-১১৯০) রাজত্ব একাদশ বর্ষতে (শকাব্দ ১১০০ অর্থাত খ্রী:অ: ১১৭৮) জন্ম নায়ক (সেঠী) নামক উতকল এক সামন্ত রাজা রামরাম গিরি (আধুনিক রামতীর্থম) স্থিত এক মন্দির জৈন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করল । এই জৈন মন্দির গঙ্গরাজ দ্বিতীয় নামানুসার রাজরাজ জিনালয় নামতে নামিত হএ । ভোগপুর বণিকরা এই মন্দির দীপ প্রজস্কলিত করবা নিমন্তে ভূমিদান করল । তাই বিশাখাপাটণা জিল্লা ভিমিলপট্টনম তালুকাস্থিত ভোগপুরম গ্রামতে এক শিলালেখ (৩৪) তে ঝ্এঞাত হএ ।

তাই নিম্নতে প্রদত হল -

শকব্দে নভখেন্দু চন্দ্র গণিতে শ্রীভোগপুরয়াং প্রভুঃ

শ্রামান কনম নায়ক সসুতিমাঙ্কিত্ব জিন স্থারনাম

ঁশিলালেখর ১৮ ও ১৯ ধাডিতে উল্লেখ অছিযে , রাজরাজ জিনালয়তে অম্বিকাদেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল । অম্বিকা হছে হাবিংশ তীর্থনেমীনাথ শাসন দেবী অথবা যক্ষিণী (৩৫) অতএব রাজরাজ জিনালয়তে উভয়নেমীনরথ ও তার যক্ষিণী অম্বিকাদেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হএ পূজিত হছে । সম্মোহনি তন্ত্র অনুসার নিম্নোক্ত ধ্যান অম্বিকা দেবী প্রতি উদ্দিষ্ট -

উদয়দ ভাস্বত সমভ্যাস বিদিত নবযুবাবিন্দু খণ্ডাবনবধা ।

দ্যোতনিল ত্রিনেত্রং বিবিধ মণিগণে ভুষিতাংঙ্গরঙ্গ
হরগ্রেবেয় গুণ মণিবলয়াদেবী চিত্রাম্বরাধ্যম
অম্মাপাশঙ্কুশেষাস্কয় বরদা করম অম্বিকাং তং নমামি (৩৬)

খ্রাষ্টায় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন ভিক্ষুরা কলিঙ্গ জিন কোল নামক এক মাপ কাঠি প্রচলন করবা উল্লেখ গঙ্গরাজা প্রদত তাম্রলেখতে রহিছে । (৩৭) । খ্রী:অ: ১০৪৫ থিকে ১১৯০ মধ্যতে গঙ্গরাজারা এই তাম্র শাসন গুন দান করল । জিনকোল দ্বারা মন্দির উচ্চতে তথা দেবোতর ভূমিগুন আয়তন মাপ করাগেল । মধ্য যুগীয় ওডিশার প্রদত তাম্রলেখাগুন লেখক তথা খোদক মধ্যতে অনেক জৈনধর্মালম্বী থাকবা জাণাযাএ । তার মধ্য খণ্ডিচন্দ্র , সর্বচন্দ্র , ভানুচন্দ্র , বিজয়চন্দ্র , দেবচন্দ্র , পল্লবচন্দ্র,মাতৃচন্দ্র , দামচন্দ্র , পদ্মচন্দ্র আদি উল্লেখযোগ্য । (৩৮)

সূর্য্যবংশী গজপতি রাজত্ব কালতে (খ্রী:অ: ১৪৩৫ - ১৫৪০) মধ্য ওডিশার জৈনধর্মর প্রভাব অপ্রতিহত ছিল । এই সময়তে খণ্ডগিরি ত্রিশুল গুম্স্কা নির্মতি হল । এই গুম্স্কার চতুবিংশ জৈনতীর্থ কমনীয় মূর্তি স্থাপিত হএ । পার্শ্বনাথ মস্তকতে সর্বফণা ছত্রকার প্রসারিত হএ । এই রুষভনাথ তিনটি মূর্তি দেখতে মিলে ।

গজপতি রাজত্ব কালতে (খ্রী:অ ১৪৩৫ - ১৫৪০) মধ্য ওড়িশার জৈনধর্ম প্রভাব অপ্রতিহত ছিল । এই সময়তে খণ্ডগিরি ত্রিশুল গুম্স্কা নির্মতি হএ । এই গুম্স্কার চতুবিংশ জৈনতীর্থ কমনীয় মূর্তি স্থাপিত হল । পার্শ্বনাথ মস্তকতে সর্বফণা ছত্রকার প্রসারিত হএ । এই রুষভনাথ তিনটি প্রতিমূর্তি দেখতে মিলে ।

গজপতি রাজত্ব কালতে ওডিশার সাহিত্য জৈনধর্ম ও দর্শন প্রভাব প্রতীৎ হএ । কপিলেন্দ্র দেব রাজত্বকাল (খ্রী:অ : ১৪৩৫ - ১৪৬৮)তে সারলা

দাস ওডিশা ভাষাতে মহাভারত রচনা করেছে । সারলা দাস স্বীয় মহাভারততে জৈনধর্মর কত নীতি উ্ল্লেখ করেছে , যথা জীব হত্যা নাকরবা অথবা বাদ বিবাদ সহ সংশ্লিষ্ট নাহবা, নিজ স্ত্রী ছাডা কাহার হাত রান্ধাণা নাখাবা , পর স্ত্রী সহ রমণ নাকরবা । সারলা মহাভারত স্বর্গরোহণ পর্বতে যমরাজ হরিসাহু যুন উপদেশমান প্রদান করেছে সেই জৈনধর্মর নীতিগুন রহেছে । যম কহেছে -

হত্যা বিবাদ কবে ন যিবেক দেখি
েবনিজন কলহতে নো হবে সাক্ষী ।
আপণা ভরিযে যাই করবে রন্ধন
তাকে ককএ দুঃখে সুখে কাটবে দিন ।
অতএব তো জাতিতে তুই তিআরিকরবি
পরস্ত্রী রমিবাকে তাংকুনিবারিবু
অন্যজাতি স্ত্রী নাছুবি অঙ্গ
কদাপি সে ন করবে কুজন সঙ্গ ।

অপরিগ্রহ অর্থাত ধন সংচয় নাকরবা ও সত্য আচরণ করবা নীতি জৈন ধর্মর পংচমহাব্রত মধ্যতে পরিগণিত হএ । অধিক উপার্জন ও লাভজনে বিদেশ নাযাবা হরিসাহুকে যুন উপদেশ দিএচ সেই ধন স তি প্রতি ললায়ত নাহবা এবং সংচয়শীল নাহবা ভাবনা নিহত । পুনশ্চ যম হরিসাহুকে মিথ্যা নাকহিবা উপদেশ দিএছে ।

সারলা দাস লিখেছে যে সুজাণেশ্বর নামক জাতি যেমন মিলে সিইটি চলবা , অর্থাত সে সংচয়শীল সুজাণেশ্বর দেহ ত্যাগ কাল উল্লেখ করেছে । চতুবিংশ তীর্থর মহাবীর মহাপ্রয়াণ কার্তকি মাস কৃষ্ণপক্ষ হএছিল কবি সুনাণেশ্বর যতি দেহত্যাগ কাল

“ মধ্য তাহাহিঁ হল

এ সময় প্রাণত্যাগ কলে যেহু যতি
পুণ্যমাস কার্তকিতে সে রাত পাহান্তি ।
সেদিন সে শব প্রাণুছাড়ল
অন্তে যতি সংগে যাই বৈকুণ্ঠ বসিলা " ॥

সারলাদাস সত্য ও অহিংসা মার্গর সাধক রূপে যুধিষ্ঠির চরিত্রকে চিত্রণ করেছে । ইত্য ও অহিংসা ব্রত জৈন পংচমহামন্ত্র অন্তভুক্ত এবং তাই সারলা দাস প্রভাবিত করল ।

বরহণী স্ত্রী বালপুরুষ রোগী , অনাচারী , ব্রহ্মেণ , অগম্য মার্গ , অসাধন গুরু , দোচারুণী ভার্য্যা আদি সঙ্গে সভাব কলে ধর্ম নাশ হএ বোলে সারলা দাস লিখেছে (৪১) এই সে জৈন ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবা অনুমেয় ।

সারলা মহাভারততে জৈন পরিবংশর মধ্য প্রভাব পড়েছে।জৈন হরিবংশতে উল্লেখ আছে,দ্রৌপদীঙ্ক স্বয়ম্বরতে অর্জুন লাখ বিন্ধিবা সময়ে ঘূর্ণ্ণমান চক্রর সন্ধিতে রাধা অর্থাত লক্ষ্যকে ভেদ করেছিল।পদ্মশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সাহুঙ্ক মততে সারলা মহাভারততে এহি রাধাচক্র শব্দর প্রয়োগ হএছে এবং তাহা জৈন হরিবংশ থেকে সারলা দাসঙ্ক দ্বারা উদ্ধৃত হএছে (৪২)।সারলা দাসঙ্ক মহাভারততে বিবৃত জানুঘ বিষয়টি আলোচনা করতে গিএ শ্রী গোপীনাথ মহান্তি(৪৩)।লেখেছে জানুঘ ছিল কলিঙ্গর জণে প্রতাপী রাজা। সে দিগম্বর হএ অহিংসা ব্রত পালন তথা ভিক্ষা গ্রহণ করি জীবিকা নির্বাহ করছিল।এথেকে রাজা জানুঘ জৈনধর্ম অবলম্বন করেথাকবা মনেহএ। সিন্ধুর ও মন্দারর রাজা জানুঘ চক্রবর্ত্তী হেলেহেঁ দিগম্বর হএ ভিক্ষা করছিল বোলি সারলা দাস সভা পর্বতে উল্লেখ করেছে।

দিনকর বচনে সে সিন্ধুরাজার তনু।
সেহি বান্ধিলা ওর জানু।

মহাছত্রী বিদ্যাকরি সম রাজ্য করি রক্ষা।

জন পরজা পালি রাজা আপণে মাগই ভিক্ষা।

রব শবদ করিণ করেণ খপরা ধরি।

সংসার জন হিতে নৃপতি বুলই দিগম্বরী।

ওডিশার গ্রামে এ রাজা জানুঘঙ্ক অনুগামীরা জানুঘআ নামতে পরিচিত। কটক জিল্লার বডম্বা,নরসিংহপুর, পুরী জিল্লার খণ্ডপডা, গঞ্জাম জিল্লার পোডামারি (সানখেমউণ্ডি) নিকটবর্ত্তী সিঙ্গিপুর,ধরাকোট,নিমখণ্ডি প্রভৃতি স্থানতে ওদের মঠমান স্থাপিত হএছে। গএঃম জিল্লার ধনরাশি,নূআপডা অলারিগড,বাকিলিকণা,শ্রদ্ধাপুর, মুণ্ডমরাই হনুমান দ্বার, বারধঙ্গিডি,সারু, নিখণ্ডি,হরডাখণ্ডি,তুরুবুডি, দানপুর ষণ্ঢমূল,করাতলি, রস্কা, পারলাখেমুণ্ডি এবং ভঞ্জনগর জানুঘআকে বহু সংখ্যাতে দেখেতে পাওযাএ।জানুঘআরা গলাতে তুলসীমাল পিন্ধি, কানতে তুলসী কাঠি গুঞ্জি এবং ডএনে জানুরে পরশুরাম বেশতে মধ্যাহ্নরে ভিক্ষা উদ্দেশ্যতে গ্রামে গ্রামে বুলন্তি।কিন্তু ওরা কাউকে ভিক্ষা চাইতনা।শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা স্বতঃ প্রবৃথ ডএ ওদেরকে যে কোন পাছিআ, ভোগেই, চাঙ্গুডি, থালা কিম্বা মাটি পাত্রতে ভিক্ষা দাএ।জানুঘরা হাততে ভিক্ষাদান করাযাএ না। জানুঘরা পরশুরামঙ্ক ভক্ত রূপে নিজর পরিচয় দাএ। ওরা নিরামিষ আহারী।স্ত্রীঙ্ক হাত রান্ধণা ওরা খেতে না ।সূর্য্যাস্তপরে ওরা ভোজন করত না।ওরা অহিংসা ব্রত পালন পূর্বক যোগ সাধনা করত।সুতরাং জানুঘআরা জৈন ধর্মর প্রভাব পডতে প্রতীত হএ।ধর্মর সংযোগ থাকবা অনুমান করাযাএ।জৈনধর্ম সদৃশ নাথধর্ম যোগ সাধনা ও কায়ক্লেশ উপরে গুরুত্বারোপ করে।নাথধর্মর মুখ্য উপজীবী উপাদান হল যোগ। যোগ সাধনা সময়ে সাধক জিনশরীর, পরিবেশ,সংসার ও নিজ অহংভাবকু ত্যাগকরি এক নির্ব্দিষ্ট লক্ষ্যতে মনোনিবেশ কলে সিদ্ধি লাভ সহজ হএ বোলি নাথযোগীঙ্কর বিশ্বাস।এহি ধর্মর

সিদ্ধপুরুষারা নাথ উপাধি ধারণ করেছিল।ওদের মধ্যতে মত্সেন্দ্রনাথ বা মীননাথ (সপ্তম-অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ),গোরক্ষনাথ (নবম-দশম খ্রীষ্টাব্দ), চর্পটনাথ, বোধিনাথ আদি উল্লেখযোগ্য।নাথ উপাধি জনে এহিধর্ম নাথধর্ম নামতে অভিহিত।আদিনাথ সেমানঙ্কর প্রথম সিদ্ধ পুরুষ বোলি নাথযোগীমানঙ্কর বিশ্বাস। সেমন জৈনধর্মর মধ্য আদি তীর্থ হছে রুষভনাথ । সে মধ্য আদিনাথ নামতে খ্যাত । চতুবিংশ তীর্থ মহাবীর স্বয়ং যোগীছিল এবং জৈনধর্মর যোগে পর্য্যাপ্ত স্থান নির্ব্দশে করাগেছে । নাথ সংপ্রদায়তে সিস্কির উপায় রূপে যোগমার্গ এমন আদৃত হল যে সেই স্‍_দায়ক সর্বসাধারণ যোগী স্‍_দায় নামতে নামিত হল । নাথ ধর্মর প্রধান চার্য্য দ্বয় মসেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ বহুল ভাবে যোগ মার্গ প্রচার করল । জৈন মতন নাথযোগী মধ্য অহিংসা ,সত্য , অস্তেয়, অপরিগ্রহ , ব্রহ্মচর্য্য , তপঃ , স্বাধ্যায় , ধ্যান প্রভৃতি ব্রত পালন করল । জৈন তীর্থমতন নাথ ধর্মর সিদ্ধ পুরুষ কায়োসর্গ অথবা যোগাসন মুদ্রাতে দেখতে মিলে । অতএব নাথ ধর্মর যে জৈনধর্মর প্রভাব পড়েছে বলিলে অতু্যক্ত হবেনা । নাথধর্মর আদি সিদ্ধ পুরুষ জৈনধর্মালম্বী থাকবা অনুবেয় । নাথ সিদ্ধরা জৈনধর্মর সারনীতি ও উতম পরিভাষাগুন নিজ ধর্মধারা অন্তভুক্ত ।

৫সখা সাহিত্য (জগন্নাথ , বলরাম , অচু্যতানন্দ , যশোবন্ত ও শিশু অনন্ত লেখা) মধ্য জৈনধর্মর প্রভাব পরিদৃষ্ট হএ । জৈন ধর্মর বিভিন্ন ,নীতি , যথা -অহিংসা , জীবপ্রতি দয়া , জীবর অনিত্যতা , জাতিপ্রা উচ্ছেদ , সতসংঙ্গ ও আচার , আত্ম সংযম , ভাব শুদ্ধি , নির্বাণ প্রতি আসক্তি ইত্যাদি পংচসখা সাহিত্য উল্লিখিত আছে । পংচসখা কবিরা জাতিপ্রথা ঘোর বিরোধ করে । জাতি , বণ্ঞ নির্বিশেষতে প্রতেক ব্যক্তি যোগ সাধন ও কেবল জ্ঞান লাভ করবে বোলে তারা মতব্যক্ত করেছে । ব্রহ্মসকল হৃদয় ব্যপি রহেছে । জাতি অজাতি কেবল হীনমন্যতার পরিচয় ।

অচ্যুতানন্দ লিখেছে -

এক ব্রহ্ম দেখ জগরে ব্যাপিছি ক্ষিদ্র কলে হএ খেদ ।

জাতি অজাতি যে নিষ্ঠাপর নাহিঁ নাহিঁ তহিঁ যে ভেদ ।

পংচসখা মধ্যতে জগন্নাথ দাস রচিত ওডিআ ভাগবত পংচম খণ্ড, পংচম অধ্যায় বৃষভ চরিত সতকর্ম , সত্য , অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য , তপস্যা , কায়কেলশ আদি জৈন ধর্মর নীতি ও নির্বাণ মার্গর উল্লেখ রহেছে । এ সব নীতি পালন করবা নিমন্তে রুষভদেব একশত পুত্রকে উপদেশ দিল । তাতে কতকাংশ নিম্নতে প্রদত হল ।

শ্রী রুষভ উবাচ

ভো পচত্রমানে সাবধান । শুণহে আস্কর বচন ॥

যে প্রাণী যে কার্য্যমান । নিরতে করে আচরণ ॥

সে প্রাণী ব্যর্থ এ সংসার । পডে নরক মহাঘোর ॥

যে ব্রহ্মকর্ম সত্বগুণ । জপ অনন্ত অরাধনা ॥

নির্বাণ মার্গ এ বিহিত । গুণ কহিব পুত্রে সত্য ॥

স্ত্রী সঙ্গম আদি যেতে । যে তম দ্বারটি জগতে ॥

এ সর্ব দ্বার পরিহর । মহন্ত জন সেবা করি ॥

মহন্ত প্রাণী অটে সেহি । প্রশান্ত সাধু যে বোলাই ॥

যে জন ক্রেধ বিবর্জতি । যাহার সুদৃঢ জগত ॥

যেপ্রাণী মোর পদ্ম পাদে । মন অর্পই অপ্রমোদ ॥

অনিত্য দেহ নিত্য করে । সে সাধু নুহই সংসার ॥

তাবত পরাভাব পাইঁ । যাবত আত্মা ন চিহ্নই ॥

যাবত ননা কর্ম করে । মন বঢাই নিরন্তর ॥

তাবত কর্ম বশ হোই । নানাদি শরীর বহই ॥

অব্যয় বাসুদেব মুহিঁ । মোর যাহার প্রতি নাহিঁ ॥
সে নোহে দেহ বন্ধুপার । যেণু সে নচিহ্নে ঈশ্বর ॥
স্বপন প্রায়ে দেহে নর । করই নানা অহঙ্কার ॥
নিদ্রাতে যেহ্নে সুখ ভোগে । জাগ্রতে ন পাই তা লাভ ॥
গৃহবন্ধরে এ কারণ । নারী সঙ্গতে অনুদিন ॥
স্ত্রী পুরুষ ভা রহি । তহিঁ মনকু বান্ধই ॥
মোহরি গৃহ মোর ধন। বোলি মায়াতে হএ ছিন্ন ॥
তাবত কর্ম বন্ধমা । নুহই তাহার খণ্ডন ॥
অখিল গুরু মুহিঁ হরি । মোতে ভজিব দেহ ধরি ॥
নিবৃত চিত হোই নর । ভক্তি করিব মো পয়র ॥
ব্যসন হিংসাকে ছাডিব । তাপরে মোতে আরাধিব ॥
মোহর গুণ কর্মমান। নীরতে করীব কীর্তন ॥
একান্ত ভাব মোহঠারে। ভো পুত্র করন্তি যে নর ॥
ইন্দ্রিয় গণকু নিবার । আধ্যাত্ম বিদ্যাকে আচরি ॥
শ্রদ্ধারে ব্রহ্মচর্য্যা করে । প্রশান্ত সত্য বচনরে ॥
ভগজন মুঁ সে তরই । গৃহবন্ধন তার নাহিঁ ॥
তাহা কর্ম বস্ক মুহিঁ । অক্লেশে নিশ্চয় ছেদই ॥
আত্মার শ্রেয়কর্মঠারে । শ্রদ্ধা ন করন্তি পামরে ॥
আলপ সুখ হেতু করি । অন্যান্য হিংসাকু আচরি ॥
অশেষ দুঃখর কারণ । করন্তি হোই মতি ভ্রম ॥
দৃষ্টি তাহার নষ্ট হেই । অবিদ্যা সস্কবে ভ্রমর ॥

চৈতন্য দাস কৃত বিষ্ণুগর্ভ পুরাণর ষষ্ঠ অধ্যায়তে রুষভদেব বাণীর জৈন ধর্মর সক্র নিহিত আছে ।

“ ইন্দ্রিয়দিকে দৃঢভাবে থিব ছন্দি ।
দেষীলোক রাজা যেহ্নে করেথাকে বন্দী ॥
মায়া মিথ্যা কথা মান মুখে ন ভাষিব ।
জাণলে ন জাণলা প্রায়কে হোইবে ।
সত্যভাষা কহি সত্য ব্রতে থিব নিত্য ।
অমার্গ কুপথমান ন কল্পিব ছিতে ।
গৃহে থিলে নোহিব অতি বিষয়া জঞ্জালী ।
পণ্য কর্ম স াদি অকর্মরে ন চলি ॥
সকল ভূতরে হোইথি দয়াপর ।
মধ্য যুগরে জগন্নাথ ধর্মর জৈনধর্মর প্রভাব পডল বোলে ঐতিহাসিক মতব্যক্ত করিছন্তি পণ্ডিত নীত দাস ।(৫০) , কেদারনাথ মহাপাত্র (৫১) পণ্ডিত বানাম্বর আচার্য্য (৫২) পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র (৩৩) ফ্যঙৃতি মততে জগন্নাথ হছে জৈনধর্মর প্রতীক । তারা জগন্নাথকে জৈনধর্মর উপাস্য বোলে প্রমাণিত করেছে ।

জগন্নাথ নামর বিশ্লেষণ হিঁ জাণাযাএ যেজৈনধর্মর মূর্তি প্রতীক । তবে জৈনধর্মর পুষ্ঠপোষক রাজা ইন্দ্রভৃতি জগন্নাথকে সর্বজিনাচার্য্য দ্বারা পূজিত বোলে উল্লেখ করাগেছে - প্রণিপাত্য জগন্নাথ সর্বজীনবরাজিত জৈনমততে শ্রী জগন্নাথ জিনেশ্বর অর্থাত আদিনাথ বোলে গ্রহণ করাগেছে । তার মততে শ্রী জগন্নাথ হছে জগতর নাথ । জৈনদের ঠাকুর দর্শন যেমন অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় সেমন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ হছে অতি রহস্যময় সংস্কৃতি ও ধর্ম রহেছে । জৈনরা শ্রী জগন্নাথ ত্রিমুর্তিকে সম্যক জ্ঞান , সম্যক চরিত্র ও সম্যক দৃষ্টি তথা পুরুষতম পুরুষ ও শলাকা রূপে জৈন ত্রিরত্ন প্রতীক স্বরূপ স্বীকার করে । কত গবেষক খারবেল হাতীগুম্স্কা শিলালেখ বণিঞত জিন ও জিনাসনকে শ্রী

জগন্নাথ ও রত্ন বেদি সহিত চিহ্নিত করবা প্রয়াস করেছে ।

জগন্নাথ নামতে শেষ দুই অক্ষর নাথ । এই নাথ শব্দর জৈন ধর্মর এক বিশেষত্ব । নাথান্ত শব্দ জৈন মূলক । জগন্নাথ নাম জৈন তীর্থর সদৃশ । (যথা রুষভনাথ , অজিতনাথ , সম্ভবনাথ , পার্শ্বনাথ ইত্যাদি) হবা তাই জৈন ধর্মদ্বারা প্রভাবিত বোলে মনে হএ ।পুরুষতম হছে পুরীর জগন্নাথ । (৫৫) পুরুষতম পুরুষ -রুষম প্রভৃতি শব্দ জৈন পর রা গৃহিত এবং জৈন ধর্মালম্বী উপাস্য দেবতা নামান্তর হছে পুরুষতম । বিষ্ণু পর্য্যায়বাচী শব্দ হছে নারায়ণ । সেমন জৈন উপাসক অন্যনাম পুরুষতম ।

“ দেবাধি দেব-বোদিদ-পুরুষতম বীতরাগাপ্তাঃ “। (৫৬) (বীতরাগাপ্তাঃ)

জৈনধর্ম শাস্ত্র ভিতরে আধ্যাত্ম শরীর মধ্যতে পুরুষতম হছে সর্বশ্রেষ্ঠ । অভিধান রাজেন্দ্র গ্রন্থ (৫৭) উল্লিখিত হএছে যে জগন্নাথ অন্য নাম হছে জিনেশ্বর অথবা আদিনাথ রুষভ । জগন্নাথ রথযাত্রা কল্পনা জৈনধর্মর আনীত । রথগুন গঠন প্রণালী জৈন চৈত্য সদৃশ । পার রিক ভাবে পুরীর রথযাত্রা আষাঢ শুক্লদ্বিতীয়া (শ্রী গুণ্ডিচা) দিন অনুষ্ঠিত হএ । এস দিন প্রথমে জৈন তীর্থঙ্কর রুষভনাথ আবির্ভুত হবা জৈনদের চৈত্য যাত্রা বা রথযাত্রা উসব পালিত হএ । রুষভ ধর্ম চক্র সহিত জগন্নাথ নীলচক্র কিছুটা স র্ক রহেছে । ভারতর জুন স্থানেরুষভ পূজিত হএ উক্ত স্থানটি চক্রক্ষেত্র নামতে খ্যাত । রাজস্থানর আবু পর্বত রুষভ প্রতিমা পূজিত হএ । উক্ত স্থানটি চক্রক্ষেত্র নামতে প্রসিদ্ধ । ওডিশার কেন্দুঝর জিল্লা পোডাসিঙ্গি সমেত আনন্দপুর অংচল রুষভ বহু মূর্তি দেখতে মিলে । সে ই অংচল মধ্য চক্রক্ষেত্র নামতে বিদিত । জগন্নাথ পীঠ পুরী মধ্য চক্রক্ষেত্র নামতে প্রখ্যাত । জগন্নাথ মহাপ্রসাদ হছে কৈবল্য । ভক্ত এই মহাপ্রসাদ (কৈবল্য) সেবন কলে মোক্ষ (কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হএ)। এই ধারণা জৈন ধর্মতে জন্মিছি । জৈনধর্মর কেবলী ভাব কৈবল্য

পুরুষতম উপরে আস্থান জামাছে । এণু এই কৈবল্য লাভ পুরুষতম ছড়া পৃথিবীর অন্য কুনু ঠারে দেখাযাএনা । এই জৈনধর্মর একীভাব এহাপর নির্বাণ লাভ পুরুষতম প্রসাদ সেবাতে নিহিত । (৫৮) জগন্নাথ ধামর কল্পবৃক্ষ পূজা পরিকল্পনা জৈনরা কল্পবৃক্ষ জাত । ড। বেণীমাধব পাটী মততে জগন্নাথ রেখা মূর্তিটি বন্ধ মঙ্গল ও নন্দীপদ নামক দুটি জৈন সংকেত সমন্বয় বোলি স্পষ্ট মনে হএ । (৫৯) পুরীর জগন্নাথ মন্দির দক্ষিণ দ্বার দিবালে এক জৈন তীর্থ মূর্তি জৈন তীর্থযাত্রী মহাবীর রূপে পূজা করে । এমন ভাবে জৈনধর্ম ও জগন্নাথ ধর্ম মধ্যতে স র্ক নিবিড । অতঃ শ্রী জগন্নাথ কাছে জীনত্ব আরোপ করবা অযৌক্তিক মনে হএনা ।

উপরোক্ত আলোচনা মধ্যযুগীয় ওডিশার জৈন ধর্ম এক প্রভাবশালী ধর্ম রূপে খ্যাতি লাভ করবা প্রমাণিত হএ । এই ফলতে মধ্য যুগতে ওডিআ সাহিত্য , ওডিশার বিভিন্ন ধর্ম, যথা-নাথ ও জগন্নাথ ধর্ম তথা কলা ও সংস্কৃতি জৈনমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হএ ।